চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • ধোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 27 November, 2019 ■ আগরতলা, ২৭ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আইনের শাসন ও এর সংস্থার উপর জোর দিলেন হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি জাস্টিস আকিল আবদুলহামিদ কুরেশি আজ দেশব্যাপী আদালত কর্তৃক সময়োপযোগী কয়েকটি যুগান্তকারী রায় দ্বারা আইনের শাসন ও সমাজের সাথে জড়িত হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন।

জাস্টিস কুরেশি ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত "সামাজিক স্বাধীনতা: একটি স্বপ্ন পূরণ হয়েছে?" শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি বলেন যে, দেশ সামাজিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে তবে এখনও রয়েছে অনেক কিছু চিন্তা করা।

তিনি বলেন, "আমরা কি দাবি করতে পারি যে অস্পৃশ্যতা সমাজ থেকে বাতিল হয়েছে? আমরা কি দাবি করতে পারি যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলাকে মারধর অ্যাসিড ছোঁড়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। প্রতিবেশী মহিলাকে মারধর এবং অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার ঘটনায় আদালত অপর এক মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আজ। আগামীকাল তার সাজা শোনানো হবে।

২০১৭ সালের ২৫ জুলাই সিধাই থানাধীন ডিএম কলোনি এলাকায় দুই প্রতিবেশিনী রাখি দেব সরকার ও প্রভা সরকার সন্তানদের মধ্যে ঝামেলাকে ঘিরে নিজেরাই ঝামেলায় জড়িয়ে যান। ওই সময় তাদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। এক সময় উত্তেজিত হয়ে প্রভা সরকার রাখি দেব সরকারকে প্রচণ্ড মারধর করেন এবং অ্যাসিড ছুঁড়ে মারেন। এতে রাখি দেব সরকার গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

এদিকে, ওই ঘটনায় সিধাই থানার পুলিশ প্রভা সরকারকে গ্রেফতার করে। অবশেষে পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক গোবিন্দ দাস ওই ঘটনায় প্রভা সরকারকে মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত করেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন, পুলিশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একের পর এক মহা নাটকের সাক্ষী মহারাষ্ট্র

ইস্তফা মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর, উদ্ধবই ত্রিদলীয় জোটের নেতা, শপথের প্রস্তুতি

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): একের পর এক মহা-নাটকের সাক্ষী থাকছে মারাঠা-ভূমি। শেষে সত্যেরই জয় হল। সুপ্রিম কোর্ট ৩০ ঘন্টা সময় দিয়েছে, কিন্তু মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারব আমরা। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এমনই মন্তব্য করেছেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। এনসিপি-র অজিত পওয়ারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে। বুধবারই মহারাষ্ট্র বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে, মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

কিন্তু, আস্থাভোটে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার পরাজিত হবে বলেই আশাবাদী শিবসেনা-এনসিপি- কংগ্রেস। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'সত্যেরই জয় হল। আদালত আমাদের ৩০ ঘন্টা সময় দিয়েছে, ৩০ মিনিটের মধ্যেই আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারব।' উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বুধবারই আস্থাভোট হবে মহারাষ্ট্র বিধানসভায়। আস্থাভোটের যাবতীয় প্রক্রিয়া সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে। ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্র বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য ১৪৫ জন বিধায়কের সমর্থন দরকার। যদিও, সোমবার রাতেই মুম্বইয়ের পাঁচতারা হোটেলে ১৬২ জন বিধায়ককে হাজির করে শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট। ছিলেন এসপি-র দুই বিধায়কও।

পরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। মঙ্গলবারই মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন এনসিপি-র অজিত পওয়ার। গত শনিবার সকালে চুপিসারে রাজভবনে গিয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ এবং এনসিপি-র অজিত পওয়ার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বুধবারই মহারাষ্ট্র বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে। আস্থাভোটের আগেই মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ ও অজিত পওয়ার।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অজিত পওয়ার ইস্তফা দেওয়ার পরই শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হবেন উদ্ধব ঠাকরে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, অজিত দাদা ইস্তফা দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। আগামী পাঁচ বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন উদ্ধব ঠাকরে। অজিত পওয়ার ইস্তফা দেওয়ার পর মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ জানিয়েছেন, আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে এনসিপি নেতা নবাব মালিক জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায় ভারতীয় গণতন্ত্রের মাইলফলক। বুধবার বিকেল পাঁচটার মধ্যেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, বিজেপির খেলা শেষ হয়ে যাবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মহারাষ্ট্রে শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেসের সরকার গঠন হবে। কংগ্রেস নেতা পৃথ্বিরাজ চহ্বাণ জানিয়েছেন, আগামীকাল বেলা এগারোটা নাগাদ বিধায়করা শপথ নেবেন, বিকেল পাঁচটা নাগাদ মহারাষ্ট্র বিধানসভায় আস্থাভোট পরিচালনা করবেন প্রোটেম স্পিকার। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তিনটি দলই শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস অত্যন্ত খুশি।

মঙ্গলবার আগরতলায় যুব কংগ্রেসের গান্ধী সন্দেশ যাত্রার গতি রোধ করে পুলিশ। ছবি নিজস্ব।

রক্তদানের পর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ মৃত্যু জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। রক্তদান করার কিছুক্ষণ পর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে এক টিএসআর জওয়ান প্রয়াত হয়েছেন। টিএসআর পঞ্চম ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল দুলাল সরকার (৪১) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মারা গেছেন।

এ বিষয়ে টিএসআর পঞ্চম ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট হরকুমার দেববর্মা জানিয়েছেন, গোমতি জেলার ডলুমাস্থিত টিএসআর পঞ্চম ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই শিবিরে একজন সাধারণ নাগরিক-সহ ১৬৫ জন রক্তদান করেছেন। টিএসআর কনস্টেবল দুলাল সরকারও রক্তদান করেছিলেন। দেববর্মা জানান, রক্তদান করার পর চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ত ঘোটালা ঃ হাইকোর্টে পরবর্তী শুনানি ২ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। পূর্ত ঘোটালা নিয়ে প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হতে পারে না। ত্রিপুরা হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন আগামী ২ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছে। আদালতে অ্যাডভোকেট জেনারেল সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেননি। বরং তিনি আদালতের কাছে অতিরিক্ত সময় চেয়েছেন। বাদল চৌধুরীর আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য মঙ্গলবার এ-কথা জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক বলেন, আদালতে আমাদের সওয়াল-জবাব শুরু হয়েছে। সময়ের অভাবে

আজ সম্পূর্ণ হয়নি। তাই, উচ্চ আদালত পরবর্তী শুনানির দিন ২ ডিসেম্বর ধার্য করেছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ২০০৮ সালে পূর্ত দফতরে কেলেংকারি হয়েছে অভিযোগে ক্রাইম ব্রাঞ্চ প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিক এবং পূর্ত দফতরের প্রাক্তন প্রধানসচিব তথা প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংহের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ওই মামলায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিককে ক্রাইম ব্রাঞ্চ গ্রেফতার করেছে। তাঁরা বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। কিন্তু, প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হতে পারে না এই যুক্তিতে পুলিশের এজাহারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে রিট আবেদন দায়ের করেছেন বাদল চৌধুরীর আইনজীবী। ওই আবেদনের ভিত্তিতে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একে কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ আদালতে সমস্ত নথি জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজ ওই আবেদনরে ওপর শুনানি হয়েছে।

আজ শুনানি শেষ হওয়ার পর বাদল চৌধুরীর আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য জানান, আমাদের বরাবরই বক্তব্য বদলবাবুর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা হতে পারে না। কারণ, ওই সময় কোনও কেলেংকারিই হয়নি। তাই এজাহারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছিলাম। তিনি বলেন, আজ আদালতে অ্যাডভোকেট জেনারেল কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেননি। তাই তিনি আদালতের কাছে অতিরিক্ত সময় চেয়ে নিয়েছেন। তিনি জানান, আদালত আগামী ২ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে। ওই দিন সমস্ত প্রমাণ আদালতে দেখাতে হবে তাঁদের।

এ-বিষয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক বলেন, আদালতে এখন আমাদের সওয়াল-জবাবের প্রক্রিয়া চলছে। সময়ের অভাবে আজ সম্পূর্ণ হয়নি। তাই পরবর্তী শুনানির দিন ২ ডিসেম্বর ধার্য হয়েছে। তিনি বলেন, বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হতে পারে না সংক্রান্ত জামিন আবেদনের সময়ও ওই যুক্তি তুলে ধরেছিলেন বদলবাবুর আইনজীবীরা। কিন্তু আদালতে ওই যুক্তি টিকেনি। তাই, বাদল চৌধুরী জামিন পাননি।

গ্রামীণ আবাস যোজনায় ২৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর, রাজ্যে রেগার জন্য বাড়ল ১ কোটি শ্রমদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। রাজ্যে রেগা প্রকল্পে আরও এক কোটি শ্রমদিবসের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাথে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীনে অতিরিক্ত ১৮, ৩৩৮টি ঘর নির্মাণে ২৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমারের সাথে দেখা করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী এই অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এখন পর্যন্ত ত্রিপুরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীনে ৫৩,৮২৭টি ঘর নির্মাণের অনুমোদন পেয়েছিল। তার মধ্যে ৩৭,৮২১টি ঘরের জন্য সুবিধাভোগী নথিভুক্ত করেছেন। তাতে, ৩৫,৭৪৯ টি ঘরের ইতিমধ্যে জিও ট্যাগ হয়েছে। জিও ট্যাগ হওয়া ঘরগুলির মধ্যে ৩৫,২২৬টি ঘরের অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৪,৯৫৪ টি ব্যাঙ্ক একাউন্ট যাচাই করা হয়ে গেছে। ত্রিপুরার গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত অনুমোদিত ঘরের ২৪, ৪৭২টি ঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সাথে ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে স্ববিস্তারে আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী ত্রিপুরার জন্য অতিরিক্ত ১৮,৩৩৮টি ঘর নির্মাণে ২৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

এদিকে, রেগায় ত্রিপুরার জন্য আরও ১ কোটি শ্রমদিবসের অনুমোদন দিয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। টুইট করে এ-কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ত্রিপুরায় রেগায় বাজেট ৩কোটি থেকে বেড়ে ৪ কোটি শ্রমদিবস হয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু, গ্রেপ্তার স্বামী ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ নভেম্বর।। সাত সকালে নিজ বাড়ির উঠানে রহস্যজনকভাবে অগ্নিদগ্ধমাঝবয়সী গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারের ২৪ ঘন্টার ভিতরে ২ অভিযুক্ত পুলিশের জালে। মাঝবয়সী গৃহবধূ উত্তমা নাথের ছোট ভাইয়ের অভিযোগ মূলে কদমতলা থানার পুলিশ মৃতার স্বামী বিমল কুমার নাথ ও পুত্র বিক্রম নাথকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।আজ তাদের আদালতে প্রেরণ করবে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত রবিবার উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডের

বেলতলা এলাকার বাসিন্দা বিমল কুমার নাথের স্ত্রী উত্তমা নাথের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ নিজ উঠানে পড়ে থাকতে দেখতে পায় উনার একমাত্র ছেলে বিক্রম নাথ। সাত সকালে মায়ের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ বাড়ির উঠানে পড়ে থাকতে দেখে ছেলে বিক্রম চিৎকার চেচামেচি করলে মৃতার স্বামী অসুস্থ প্যারালাইজড বিমল কুমার নাথ ঘটনাস্থলে এসে স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহরে মিছিলে বাধা পুলিশের

যুব কংগ্রেস কর্মীদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি, গ্রেপ্তার বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। মিছিলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তাই, রাজধানী আগরতলায় বলপূর্বক মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি এবং শেষে গ্রেফতার হন প্রদেশ যুব কংগ্রেস কর্মীরা। এ-বিষয়ে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি পূজন বিশ্বাসের হুমকি, বলপ্রয়োগ করে যুবদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। প্রতিবাদ সারা রাজ্যে আছড়ে পড়বে। মঙ্গলবার যুব কংগ্রেসের মিছিলকে কেন্দ্র করে আগরতলার বাণিজ্য এলাকায় তীব্র যানজট এবং আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল।

পূর্ব সূচি অনুযায়ী আজ প্রদেশ যুব কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গান্ধী সন্দেশ যাত্রার আয়োজন করেছিল। সে মোতাবেক মিছিলের জন্য গতকাল পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল, দাবি করেন প্রদেশ যুব অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি পূজন বিশ্বাস। তাঁর অভিযোগ, আজ হঠাৎ মিছিল শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে পুলিশ গতকালের দেওয়া অনুমতি বাতিল করে দেয়। পুলিশ নাকি জানিয়ে দেয়, আগরতলা শহরে মিছিল করা যাবে না।

তাঁর বক্তব্য, আজ সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি নিয়েছিল প্রদেশ যুব কংগ্রেস। কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শেষ মুহূর্তে পুলিশ মিছিলের অনুমতি বাতিল করে দেয়। তবু আমরা মিছিলের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। তাই যুব কর্মীদের নিয়ে পোস্টঅফিস চৌমুহনিস্থিত প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে মিছিল নিয়ে যাত্রা শুরু করি, বলেন তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৈধ অনুমতি থাকা সত্ত্বেও রিকশা শ্রমিকদের আন্দোলন বানচাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। রিকশা-শ্রমিকদের আন্দোলনেও পুলিশের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার পরিবহণ দফতরে ত্রিপুরা রিকশা-শ্রমিক ও ব্যাটারি চালিত রিকশা-শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিল ও গণ-ডেপুটেশন বানচাল করে দিয়েছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে আগরতলায়। এ ধরনের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পরিবহণ দফতরে গণ-ডেপুটেশান প্রদানের জন্য মিছিলের আগাম অনুমতি নিয়েছিল বলে দাবি করেছে রিকশা-শ্রমিক সংগঠন। বৈধ অনুমতি থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁদের আজ মিছিল ও ডেপুটেশান দিতে দেয়নি। এদিন রিকশা ও ব্যাটারি রিকশা-শ্রমিকরা অফিস লেনে সিটু কার্যালয়ের সামনে সমবেত হন। তাঁরা মিছিল শুরু করতে গেলেই পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়।

এ-সব কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত চলেছে বলে সিটু নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। পুলিশ দিয়ে আন্দোলন রোখা যাবে না বলে পাল্টা হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, বর্তমান সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। মানুষের ভোটাধিকারে বাধা দেওয়া হয়েছে, এখন আন্দোলনও করতে দেওয়া হচ্ছে না, ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তাঁরা।

তাঁরা কটাক্ষের সুরে বলেন, বিপ্লব দেব নেতৃত্বাধীন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আশি লক্ষ টাকার নেশাদ্রব্যের সঙ্গে পাথারকান্দির যুবক ধৃত চুড়াইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ নভেম্বর।। আবারো বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক এক ব্যক্তি। ঘটনা চুরাইবাড়ি থানা এলাকার কালাছড়া ব্লকাধীন গোবিন্দপুর ৫ নং ওয়ার্ডে। ধৃত নেশা পাচারকারীর নাম সুফিয়ান আহমেদ(৩৮)পিতা আব্দুল নুর। তার বাড়ি আসামের করিমগঞ্জ জেলার আছিমগঞ্জে। তার কাছ থেকে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয় উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী ও উত্তর জেলার গোয়েন্দা পুলিশের গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ নেশা কারবারি সুফিয়ান আহমেদকে আটক করে। ঘটনার খবর পেয়ে

ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সূত্রধর।

পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর জানান,কদমতলা থেকে একটি অটো ভাড়া করে নিয়ে আসছিল নেশা কারবারি সুফিয়ান আহমেদ। কালাছড়ার গোবিন্দপুর এলাকায় আসার পর পুলিশ একটি যাত্রীবাহী অটোতে তল্লাশি চালিয়ে সুফিয়ান আহমেদের সবজির বেগের নিচ থেকে ১০ হাজার ইয়াবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৫০ ▫ ২৭ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১১ অগ্রহায়ণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ঘুমন্ত কংগ্রেসের স্বপ্নই সম্বল

ত্রিপুরায় কংগ্রেসীরা এক পাল্লায় উঠিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বা সংগঠন গড়িতে পারিবে না তাহা নতুন ঘটনা নহে। ইহা কংগ্রেসের ঐতিহ্য। দেশ জুড়িয়া এই দল যখন মৃতবৎ হইয়া উঠিতেছিল তখন মহারাষ্ট্রে কার্য্যত জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে শিকা ছিড়ার মতো অবস্থা। শিবসেনা ও বিজেপির মধুচন্দ্রিমার অবসানই মারাঠা সাম্রাজ্যে কংগ্রেস কার্য্যত জাতে উঠিল। ক্ষমতার স্বাদ এমনই যে তাহাকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছেন। শিবসেনা আদর্শগত কারণে কংগ্রেসের বিরুদ্ধ হইলেও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনদল এককাট্টা হইবার ঘটনা সাম্প্রতিক কালে আর দেখা যায় নাই। ত্রিপুরার কংগ্রেস মহারাষ্ট্রের হাওয়ায় অন্তত বিজেপি বিরোধী শক্তি পাইবার কথা। কিন্তু, না ত্রিপুরা কংগ্রেসে এখন ছন্নছাড়া অবস্থা। নেতারা যখন যাহার মনে হয় সাংবাদিক সম্মেলন চালাইয়া যাইতেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস এখনও কার্য্যত অভিভাবকহীন। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা দলের প্রাথমিক সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করার পর এখনও পর্য্যন্ত সভাপতির পদ শূণ্যই রহিয়া গিয়াছে। এখন কংগ্রেসে সবাই রাজার রাজা। বিজেপি হইতে আসা এক নেতাই এখন কংগ্রেসের মরা গাঙে জল সিঞ্চন করিয়া চলিয়াছেন। একজন ডাকসাইটে আইনজীবী নিজের পুত্রকে যুব কংগ্রেস সভাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়া নিজে প্রদেশ সভাপতির পদ বাগাইয়া নিতে তৎপর। তিনি দিল্লীতে হট লাইনে যুক্ত আছেন। সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে মোলাকাত করিয়াছেন। কিন্তু, প্রদেশ সভাপতির দৌড়ে তো বিজেপি হইতে আসা তরুণ তুর্কি অনেক বেশী তৎপর। সারা রাজ্য চষিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু, দলের সংগঠন কোথায়? বিরোধী কংগ্রেসে তো ন্যূনতম শৃঙ্খলা নাই। দলীয় অনুশাসনের ছিটেফোঁটাও নাই। কংগ্রেসের এই অবস্থায় দলের প্রবীণ নেতৃত্ব নিজেদের দূরে সরাইয়া নিয়াছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করিবার মতো হিম্মত এরাজ্যে কংগ্রেসের গড়িয়া উঠে নাই। এরাজ্যে বিরোধী দলের দায়িত্ব কম বেশী পালন করিতেছে সিপিএম। ক্ষমতা হারাইলেও সংগঠন ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। কিন্তু, কংগ্রেস রাজধানী শহর আগরতলাতেই কিছু কর্মকান্ড চালাইতেছে, কিন্তু সারা রাজ্যে ঘুমন্ত কংগ্রেসকে জাগাইবে কে?

ত্রিপুরার রাজনীতির প্রেক্ষাপটই হইতেছে বাম ও অবাম। নীতি আদর্শের টানে এরাজ্যে বিজেপির বিজয় রথ চলিতেছে এমন বলা যাইবে না। এই গেরুয়া দলের শাক্তিই হইতেছে সিপিএম বিরোধী জনতা। এই ত্রিপুরায় কংগ্রেস বারবার সুযোগ হারাইয়াছে। সিপিএমকে ক্ষমতা হইতে হঠাইতে পারে নাই। সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে কংগ্রেসের বিধায়ক দল এরাজ্যে তৃণমূলল কংগ্রেসকে অবলম্বন করে। কিন্তু, সেখানেও তাহারা নিশ্চিত হইতে পারে নাই। তখনই তৃণমূল বিধায়করা বিজেপিতে যোগ দিয়া রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করেন বলা যাইতে পারে। সোজা কথায়, এ রাজ্যে অবাম শক্তি বিজেপিতে মিশিয়া যাওয়ায় কংগ্রেস মৃতবৎ অবস্থায় চলিয়া যায়। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এরাজ্যে বিজেপির জয়জয়কার ও শক্তিশালী করিবার ক্ষেত্রে কংগ্রেস হাইকমান্ডের নীতিই অবদান যুগাইয়াছে। ত্রিপুরার প্রাচীন এই দল নিষ্প্রাণ হইয়াছে হাইকমান্ডের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে। দলকে সুসংহত করিবার লক্ষ্যে প্রাচীন এই দল কোনও কার্য্যকরী ভূমিকা নিতে পারে নাই। এজন্যই কমিউনিস্ট বিরোধীরা বিজেপিকেই ভরসাস্থল করিয়াছে। ত্রিপুরার বিজেপিতে তো প্রাক্তণ কংগ্রেসীদেরই ভীড়। ত্রিপুরায় কংগ্রেস সহসা মাথা তুলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, রাজ্যে জনপ্রিয়তা আছে এমন নেতা নাই বলিলেই চলে। কৈলাসহরের এক কংগ্রেস নেতার সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু, সভাপতি হিসাবে দলকে আগাইয়া নিতে পারেন নাই। আসলে নেতাদের পদ ও ক্ষমতা মূখ্য। দলকে শক্তিশালী করা, সংগঠনকে মজবুত করিবার ক্ষেত্রে নেতাদের ভূমিকা থাকে না। আর এজন্যই ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সামনে কোনও আশার আলো আছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। সিপিএম এখনও লড়াই চালু রাখিয়াছে। এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে পাহাড়ে তলে তলে মাটি শক্ত করিতেছে বামেরা। দুর্গম উপজাতি মহল্লাতেও নেতারা মিটিং প্রচার শুরু করিয়া দিয়াছেন। এরাজ্যে এডিসি ভোটে কংগ্রেস পা রাখিবার জায়গা পাইবে কিনা সন্দেহ। আইপিএফটি একাই লড়াই করিবে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছে।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক বেশী জটিল অবস্থায় দেখা দিয়াছে। যেমন বিজেপির সঙ্গে সরকারে থাকিয়াও আইপিএফটি বিদ্রোহী ভূমিকায়। বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটে লড়াই করে। বিজেপি দলও আইপিএফটিকে বাদ দিতে চাহিতেছে না। অন্যদিকে আইপিএফটি তিপ্রাল্যান্ডের দাবীতেই এডিসি ভোট লড়াই চালাইবে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছে। বিজেপি তো কেন্দ্রের ভূমিকা প্রচার করিয়াই বাজিমাৎ করিবার চেষ্টা করিবে। ইতিমধ্যে রাজ্য মন্ত্রিসভা এডিসিকে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে উন্নীত করিতে প্রস্তাব পাঠাইয়া দিয়াছে। এডিসি নির্বাচনে ইহাই মোক্ষম অস্ত্র হইবে বিজেপির। কিন্তু, প্রাচীন এই দল কংগ্রেস কি করিবে? তাহাদের পক্ষে এডিসি ভোটে কি কিছু নতুন উপহার দিবার আছে? না কংগ্রেসের ঝুলি খালি। পার্বতী এই রাজ্যে ঘুমন্ত কংগ্রেসকে জাগাইয়া তোলা অনেক বেশী কঠিন সন্দেহ নাই।

রাজ্যপালের বক্তব্য নিয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধানসভায় তাঁকে লক্ষ্য করে স্লোগান

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : বিধানসভায় সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের উদ্দেশ্যে সমবেত 'জয় হিন্দ', 'জয় বাংলা' স্লোগান দিলেন তৃণমূল বিধায়কদের একাংশ। ফলে জারি থাকল রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের ঠান্ডা লড়াই।

বক্তৃতা শেষে রাজ্যপাল অধিবেশনকক্ষ থেকে বেড়িয়ে আসার মুখে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই স্লোগানে মুখরিত হন তৃণমূল বিধায়করা। রাজ্যপাল একটু থেমে পিছনে তাকিয়ে হেসে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বলেন, জয় বাংলা।

এর আগে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রাজ্যপাল বিধানসভা ভবনে গেলে তাঁকে স্বাগত জানান অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন একটু দূরে। কাছে আসেননি। উদ্যানে বিআর অম্বেদকরের পূর্ণমূর্তিতে এবং অলিন্দে তাঁর বাঁধানো ছবিতে মাল্যদানের পর জোর হাত করে অধিবেশনকক্ষে ঢোকেন। সেখানে তাঁকে পুস্পস্তবক এবং একাধিক উপহার দিয়ে স্বাগত জানান অধ্যক্ষ। এবারও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কাছে আসেননি। রাজ্যপাল বলেন, অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে হলেও আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি রাজ্য বিধানসভার। সংবিধান দিবস এখানে আসতে পেরে আমি আপ্লুত। এই সংবিধান দিবসের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার এই দিনটিকে পালন করা শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ উন্নতি করছে। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ক ধারা তুলে নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, জম্মু-কাশ্মীরে এখন জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ।

রাজ্যপাল ভাষণ দেওয়ার সময় কিছু তৃণমূল বিধায়ক শোরগোলের চেষ্টা করলে নিজের আসনে বসে মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে শান্ত থাকার আবেদন করেন। ব্যক্তি স্বার্থ ভুলে গিয়ে দেশের স্বার্থ দেখুন, মৌলিক অধিকার পালন করুন, বার্তা দেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপালের পদ সাংবিধানিক, তার অবমাননা হচ্ছে। বিধানসভায় সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যের শেষাংশে এই অভিযোগ জানালেন রাজ্যপাল। তার পরে 'জয় হিন্দ', 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তৃণমূল বিধায়কদের একাংশ। বিক্ষোভের মুখে অধ্যক্ষের সঙ্গে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন রাজ্যপাল।

ভাষাকে কেন্দ্র করে বিভেদভার যুগে যুগে

বিশ্বজিৎ রায়

ভাষার কি হিন্দু-মুসলমান হয়? দু'-পক্ষের বিভেদকামীরা মনে করেন, হয়। উদারপন্তীরা মনে করেন, হয় না। এক্কা-দোক্কা খেলার ছক কাটাতে ভঙ্গিতে সংকীর্ণমনারা দাগিয়ে গেন---সংস্কৃত হিন্দুর, আরবি-ফারসি মুসলমানের। আবার কখনও কখনও বাংলাও নাকি কেবল 'হিন্দুয়ানির ভাষা'। ১৩৭৫ পৌষ-চৈত্র সংখ্যার 'ইতিহাস' পত্রিকায় আহমদ শরীফের প্রবন্ধ 'বাংলা ভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব ভাষা বিদ্বেষ' সে-প্রমাণই পেশ করছে। সৈয়দ সুতলতানের 'নবীবংশ', হাজী মহম্মগের 'নূর-জামাল', শেখ মুত্তালিবের 'কিফায়েতুল মুসলমান' বাংলা যে হিঁদুর ভাষা ---সেকথা পঞ্চমুখে লিখেছে। লিখলেই বা, বাংলা ভাষাসাহিত্যে মুসলমান বাঙালির অবদান অস্বীকার করবে কে? কত বাঙালি-মুসলমান কবি যে রাধা-কৃষ্ণর নামে পদ লিখেছেন, কত ইসলাম ধর্মালবম্বী শাসকরা বাঙালি কবিদের পৃষ্ঠাপোষণা করেছেন।

ভেদ-বিভেদের উপর সেই কবেই সমন্বয়ের পলি পড়েছে। তবু থেকে থেকেই রণহুংকার 'ভাষার হিন্দু মুসলমান মানতে পড়া তেল-মাখানো বাঁশে বাঁদরের উপরে ওঠা আর পিছলে নিচে নামার গল্প। এই সমন্বয়ের পলি পড়ল, তো আবার দু'-পক্ষের বিভেদকামীদের মধ্যে কেউ কেউ মাথা তুললেন।

সেকালে জয়গোপল কর্তালঙ্কার বাংলা ভাষাকে তো প্রায় সংস্কৃতি বানিয়ে ছাড়েন আর কী। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত তাঁর 'পারসীক অভিধান'। যাবনিক শব্দকে তিনি সেখানে প্রায় কটুকাটা করেছেন। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে পরিশুদ্ধ তৎসম শব্দ ছাড়া আর কারও থাকার জো নেই। তাঁর অভিধান নিদান দিয়েছে 'দোকান', 'খরচা' এসব মুখফেরতা চালু বাংলা শব্দগুলি বাতিলকরতে হবে পরিবর্তে বসাতে হবে 'বিপণী', 'ব্যয়' এসব তৎসম শব্দ। বাঙালি হিন্দু অবশ্য তা মানেনি, তারা জানে বাংলা ভাষায় নানা শব্দের আনাগোনা। কেবল সংস্কৃত শব্দের ভাণ্ডারটুকুকে সঙ্গে নিলে তাদের সেটুকু হাতখরচায় চলবে কেন। ভারতচন্দ্রের রাজসভায় জয়গোপালি দাওয়াই তখনও ঘোষিত হয়নি। সংস্কৃত ও যাবনিক আরবি-ফারসি শব্দ---দুই ই ভারতচন্দ্রের ভরসা। অন্নপূর্ণার কথা লেখার সময় তৎসম শব্দের আধিক্য, সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার আবার মানসিংহের কাহিনি লেখার সময় তাঁর স্বীকারোক্তি 'যাবনী মিশলা' ভাষায় রসালো করে লিখছেন। বঙ্গদেশীয় সমাজসংস্কারের পুরোধাপুরুষ রামমোহন বহুভাষী। আরবি-ফরাসি-সংস্কৃত---তিন ভাষাই জানেন। উপনিশদ যেমন পড়েছেন, তেমনই ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতিও নখদর্পণে। অ-পৌত্তলিক একেশ্বরবাদ প্রচারের সময় উপনিষদ আর ইসলাম---দুই আদর্শের কাছেই 'বাঙালি' রামমোহন হাত পেতেছেন। 'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন'-র রচয়িতা রামমোহন ভেবেছিলেন, 'মনাজিরাৎ-উল্-আদিয়ান' বা 'নানা ধর্মের বিচার' নামে একখানি বই লিখবেন, তা আর হয়নি।

মনে রাখতে হবে, ইংরেজ আমলের সূচনায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাষা-বিভেদ করার তেমন সচেতন প্রয়াস ইংরেজদের ছিল না। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'বাংলার জাগরণ' বইতে খেয়াল করিয়েছেন, 'রাজকার্য যেভাবে যে ধারায় চলে আসছিল তা তারা বহাল রাখতে চেষ্টা করল আর তার ফলে মুসলমান প্রধানত বিচার বিভাগে, অরা হিন্দু প্রধানত রাজস্ব বিভাগে, আর হিন্দু প্রধানত রাজস্ব বিভাগে চাকরি করে চলল। মুসলমানের রাজত্ব যে গেল এ চেতনা মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়নি বললেই চলে। তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ---১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের অনুরোধে ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করলেন, উদ্দেশ্য, এই মাদ্রাসায় যারা শিক্ষা লাভ করবে তারা পরে মুফ্‌তি-আদির কাজ যোগ্যভাবে করতে পারবে'।

অবস্থার বদল ঘটল পরে, ১৮৩৭-এর 'Act xxix' অনুসারে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে আদালতের ভাষা হিসাবে ফারসি রদ কণা হল (abolishes persian as the court language)। জায়গোপালের 'পারসীক অভিধান' এই ঘটনার সমকালে প্রকাশিত। আদালতে ফারসি রদ হয়েছে বলে জয়গোপালও তাঁর 'পুণ্যভূমি'-র হৃতমর্যাদা উদ্ধার করার জন্য বাংলা ভাষার উঠোন থেকে আরবি-ফরাসি শব্দকে ঝোঁটিয়ে বিদায় করতে চাইলেন, থাকবে কেবল 'সংস্কৃত'-প্রধান বাংলা শব্দ। কোথায় রামমোহন আর কোথায় জয়গোপাল।

রামমোহনের যুগের এক অর্তে অবসানই ঘটল, বাঙালি হিন্দু তেমন করে আরবি-ফরাসি আর কখনও শিখল না। আর বাঙালি মুসলমানরা? তাদের মধ্যে আরবি-ফরাসি শিক্ষাক প্রচলন ছিল। ১৯৯১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিবেচনার জন্য স্যাডলার কমিশন বসল। এই কমিশনের সামনে যাঁরা সাক্ষ্য দিলেন, তাঁরা বাঙালি হিন্দু আর বাঙালি মুসলমানদের ভাষার জগতের পার্থক্যের কথা কবুল করেছেন। বাঙালি ভদ্রলোকে মুসলমানদের আরবি-ফরাসি-উর্দু-বাংলা-ইংরেজি---এই পাঁচটি ভাষা রপ্ত করতে হয়, বাঙালি হিন্দুদের সে বালাই নেই। বাঙালি মুসলমানরা সবাই অবশ্য আরবি-ফারসি -উর্দু শিক্ষা করতেন না, তবে অনেকে শিখতেনও। বাঙালি হিন্দুদের আরবি-ফারসির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে উদার হিন্দুধর্ম প্রচার করলেন, রামমোহনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। বিবেকানন্দ সংস্কৃত ভাল জানতেন—সংস্কৃতে স্তোত্র রচনা করেছেন, চিঠি লিখেছেন, মুখেও বলতে পারতেন সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে গভীর মনোযোগ। কিন্তু পূর্বজ রামমোহন রায় কিংবা তাঁর পিতা আইজীবী বিশ্বনাথ দত্তর মতো আরবি-ফারসির জগতে প্রবেশ করেননি। চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন কোনও ফারসি-জানা মুসলমান ভায়ার সহায়তা নিয়ে ফারসি ভাষায় লেখা ঐতিহাসিক বইপত্রের বঙ্গানুবাদ জরুরি। মূলে পড়ার উপায় নেই— আরবি-ফারসির জ্ঞানসম্পদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা চাই। বাঙালি হিন্দু কোরান চর্চা করতে গেলে গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদ খুলে বসেন। গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর অনুদিত 'কোরআন শরীফ'-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'আমি আরব্য ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক বন্ধু বঙ্গভাষায় মূল কোরআন অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন, এ বিষয়ে আমি কোন কোন মোসলমান বন্ধু কর্তৃকও বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হই।'

সেনমশাই হিন্দু বলে আরবি ভাষা পড়তে পারবেন না—এ জিগির তখনও যে ওঠেনি, এ বাঙালির পরম সৌভাগ্য।

তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমানদের নানা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'-র পাতা ওলটালে টের পাওয়া যায় কী চমৎকার বাংলা প্রচলিত তৎসম শব্দের প্রতি 'বিষাদসিন্ধু'-র লেখকের বীতরাগ ছিল না। "প্রিয়তমা ভার্যাকে অতি স্নেহ সহকারে আলিঙ্গন করিয়া মুখের নিকটে মুখ রাখিয়া কাসেম বলিতে লাগিলেন, 'আমি যুদ্ধযাত্রী, শত্রুশোণিত পিপাসু আজ সপ্তদিবস এক বিন্দুমাত্রজল ও গ্রহণ করি নাই, কিন্তু এখন আমার ক্ষুধা পিপাসা কিছুই নাই।" 'বিষাদসিন্ধু'-প্রণেতার প্রথম উপন্যাস 'রত্নবতী' (১৮৬৯) পড়ে বাঙালি হিন্দু সমালোচক লিখেছিলেন এ কোনও হিন্দুর লেখা মুসলমানের ছদ্মনামে প্রকাশিত। এমন সুললিত বাংলা নাকি মুসলমানরা লিখতে পারেন না। আহা রে। কী পণ্ডিত সমালোচত। ভেদবুদ্ধির অন্ত নেই। বাংলা যে হিন্দু মুসলমান দুয়ের ভাষা সে সত্য মনেও থাকে না। বাঙালি মুসলমানের চরিত্র-সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন এই সমালোচকের মতো হিন্দুরাই মুসলমানদের দূরে ঠেলেছেন। ফল বিষময় হয়েছে। এক বাঙালি দুই হয়েছে। মীর মশার্‌রফ হোসেন 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা'র মতো আলাদা প্রাইমার লিখেছেন। এ তাঁকে লিখতেই হত। রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক' সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'বাংলা বিদ্যালয়ে হিন্দু ছেলের পাঠ্যপুস্তক তাহার নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানদের কোনো কথা না থাকা অন্যায় এবং অসংগত।'

হিন্দু বাঙালিরা কেউ কেউ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ভাষার অঙ্গনে মুসলমাম বাঙালিদের উপস্থিতিকে ভাল চোখে দেখেননি, সন্দেহ করেছেন। সেই সন্দেহের প্রকাশ বিশ শতকে আরও তীব্র। মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত শিখতে চাইলে পণ্ডিতমশাইদের প্রবল আপত্তি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে এসেছেন। সিটি কলেজের ছাত্র। সংস্কৃত পড়েছেন বিএ স্তরে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছেন। সিটি কলেজে ছাত্র। সংস্কৃত পড়েছেন বিএ স্তরে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়তে পারবেন না। সত্যব্রত সামশ্রমী এই মুসলমান ছাত্রকে সংস্কৃত পড়াতে নারাজ। সংস্কৃতজ্ঞরা জ্ঞান কুক্ষিগত করে রাখার জন্য এমন কাজ আগেও করেছেন। বেদপাঠের অধিকার তো সব হিন্দুর ছিল না, কলকাতার সংস্কৃত কলেজে একদা অ-ব্রাহ্মণদের প্রবেশাধিকার ছিল না। বিদ্যাসাগর উদার মানুষ, চেষ্টা-চরিত্র করে ব্রাহ্মাণ ছাড়া অন্য উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের এই কলেজে প্রবেশাধিকারের পথ সুগম করলেন। নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা সে অধিকার পেল না। এই সংকীর্ণ ট্র্যাডিশনের ধারক সামশ্রমী। মেধাবী শহীদুল্লাহকে পড়তে হল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। পরে যখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি-প্রত্যাশী, তখনও মুসলমান বাঙালি বলে কত কথা শুনতে হল। দীনেশচন্দ্র সেনের পর 'রামতনু লাহিড়ী' পদে অন্যতম প্রার্থী শহীদুল্লাহ। 'প্রবাসী'-র শ্রাবণ সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে'-তে শহীদুল্লাহকে অকারণে বাণবিদ্ধ করলেন। তিনি বাংলা পড়লে নাকি 'আসমান', 'বেগোনাহ', 'এন্তেকাল' এসব শব্দে বাংলা ভাষা ভরে যাবে। 'মন্তব্য মাদ্রাসী শিক্ষা'-র চতুর্থ ভাগের সাক্ষ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এসব কথা লিখেছিলেন। সে বই শহীদুল্লাহের লেখাই নয়, সে বই লিখেছিলেন, মৌলবী মোবারক আলী। 'শনিবারের চিঠি'-র টুকরিতে (জ্যৈষ্ঠ ১৯৩৯) শহীদুল্লাহাকে ব্যঙ্গ করা হল, সংস্কৃত জানা পণ্ডিত তবু মাথায় ফেজ। সংস্কৃত-জানা রামমোহন যে আগের শতকে ইসলামি-সংস্কৃতিকে নিজেস্ব করেছিলেন, তা আর মনে রইল না। চকরি মুহম্মদ শহীদুল্লাহের হয়নি। একালেও সেই ট্র্যাডিশন বারানসীতে মাথা তুলতে চাইছে। সাধে কি তেল মাখানো বাঁশে বাঁদের ওঠা আর পিছলে নামার অঙ্ক মনে পড়ে?

তবু তো ভাষার হিন্দু মুসলমান, দেশের হিন্দু-মুসলমানের বাইরে অনেকেই ভাবেন। বাঙালি হিন্দুরাও যেমন ভাবেন, বাঙালি মুসলমানরাও ভাবেন। কাজী আবদুল ওদুদ দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে চলে যাননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এই ছাত্র মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা'-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'শিখা' চেয়েছিল বুদ্ধর মুক্তি —Emancipation of the intellect এই মুক্তবুদ্ধির পত্রিকা ও মতবাদের উপর কট্টর মুসলমানরা খড়গহস্ত। এই সাহিত্য সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পর সব অধিবেশনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুসলিম হল'-এ নিষিদ্ধ হয়। শহীদুল্লাহকে সংস্কৃত পড়তে দিতে চান না, চাকরি দিতে চান না সংকীর্ণ হিন্দুরা। ওদুদের মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনকে রোধ করতে চান কট্টর মুসলমানরা। সেসব সংকীর্ণ প্রচেষ্টা কিন্তু শেষ সত্য নয়। ওদুদ তাঁর লেখায় রবীন্দ্রনাথ উদ্ধার করেন, আমরা যে প্রস্পরকে শ্রদ্ধা করি নাই, সহায়তা করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেষ্টা করি নাই'। কী করে চিনব? কী করে জানব? ভাষা শিক্ষাই হতে পারে চেনা জানার উপায় আমাদের পথও পাথেয়।

মহাত্মা গান্ধী মনে করতেন, হিন্দুর সংস্কৃত ও মুসলমানের আরবি-ফারসি শেখা কর্তব্য। সে কর্তব্যে কেবল আটকে থাকলে হবে না। মুসলমান পড়ুয়ারা সংস্কৃত পড়ুন, হিন্দু পড়ুয়ারা আরবি-ফারসি। সে উপায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা-হাসিত্যের এমএ ক্লাসের পাঠ্যক্রমে একসময় ছিল। ধ্রুপদী ভারতীয় ভাষা হিসাবে নির্বাচন করতে হত আরবি, ফারসি বা সংস্কৃত। সে -জানার ঐতিহ্য ভুলে গেলে ঔদাসীন, অবজ্ঞা, বিরোধ মুছবে কেমন করে।

যে কোনও মানব-ভাষাই তো পারস্পরিক যোগাযোগের জ্ঞানচর্চার সৃজনশীল মাধ্যম। তা-কি সংকীর্ণ ধর্মের খোপে উগ্র ধর্মবাদীদের খাপ-পঞ্চায়েতের সীমায় আটকে থাকে? না, থাকে না।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

পাইস ভোজনালয় ছিল স্বদেশীদের আখড়া

আলপনা ঘোষ

সেই ছিল ইংরেজ শাসনের যুগ। ইংরেজি ভাষায় 'পাইস' বলতে তখন বোঝাত 'পয়সা'। সোজা হিসাব চার পয়সায় একআনা আর ষোলো আনায় একটাকা। প্রায় ১৫০ বছর আগের কথা। রাস্তার উপরে ছাউনি দেওয়া সাধারণ ভোজনালয়গুলিতে এক পয়সায় মিলত ডাল-ভাত-তরকারি, আর তার থেকেই বোধহয় নাম হল পাইস হোটেল'। রীতি অনুসারে একবার নেওয়ার পর এসব হোটেলে ভাত,ডাল ও নিরামিষ তরকারি যতবার খুশি নেওয়া যেত এবং তাও আবার বিনা বাড়তি খরচে। এই কারণেই বোধহয় অনেকে এর নাম দিয়েছিলেন 'পেটচুক্তির খাওয়া'। যতক্ষণ পেট না ভরছে, ততক্ষণ খেয়ে যাও। কলকাতা কোনও কোনও দক্ষিণ ভারতীয় হোটেলে এখনও এই রীতির চল আছে। এই তো সেদিনের কথা, লেখ মাকেৎটের কাছে এক হোটেলে দোসা খেতে গিয়ে দেখি, দোসার সঙ্গে বাটিতে দেওয়া সম্বর ও চাটনি শেষ হতে না হতে পরিবেশক বাটি ভর্তি করে দিয়ে যাচ্ছেন।

ইংরেজরা এই কলকাতাকে দেশের রাজধানী বানান। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসতে শুরু করল নানবিধ কাজের সন্ধানে। কেউ আসতেন ভিন্ন রাজ্য থেকে আবার কেউ বা এই বাংলারই গ্রাম থেকে শহরে। কোথাও একটা মাথা গোঁজার স্থান পেলেই হল। এদের মুখে অন্ন জোগাতেই ত্রাতার বূমিকা তখন এই পাইস হোটেলরা। আজকের দুনিয়ায় পাইস হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ সারার রীতি একটু কমে গেলেও এখনও ছড়িয়েছিটিয়ে সারা শহরে এই ধরনের ভোজনশালার সংখ্যা একেবারে নগণ্য হয়।

ভবানী দত্ত লেনের 'স্বাধীন ভারত হিন্দু হোটেল' নামের পাইশ হোটেলটির জন্মকাল যথেষ্ট প্রাচীন। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে প্রায় ঢিল ছোড়া দূরত্বে অর অবস্থান।

১৯১০ সালে মনগোবিন্দ পাণ্ডা নামে জনৈক উৎকালবাসী কম পয়সায় বাঙালিদেরস্বাদু খাবার খাওয়ানোর জন্য এই ভোজনালয়টি খুলেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ভারত হিন্দু হোটেল'। স্বাধীনতা লাবের পরে 'স্বাধীন' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। আজও সেই নামেই পরিচিতি। সে যুগে কলাপাতায় ভাত-ডাল ভাজা-তরকারি-নানাবিধ মাছ তো থাকতই, তার সঙ্গে পাতের কোণে নুন ও গন্ধরাজ লেবু দিতেও ভুলতেন না পাণ্ডামশাই। মাত্র একআনায় দু'বেলা মাছ-ভাত। স্বদেশি আন্দোলনের যুগ তখন। বিপ্লবীদের গোপন আখড়া ছিল এই হোটেল। 'দেশবন্ধ' চিত্তরঞ্জন দাসের হাত ধরেই, সুভাষচন্দ্র বসু নাকি এসেছিলেন এই হোটেলে। মাচের মাথা দিয়ে পুঁইশাকের চচ্চড়ি নাকি ভারি পছন্দের পদ ছিল সুভাষের। সে কথা স্মরণে রেখে আজও এখানে প্রতি স্বাধীনতা দিবসের দুপুরে খাদ্যতালিকায় থাকে পুঁইশাকের চচ্চড়ি। একবার নাকি পুশি নেতাজির খোঁজে হাজির মনগোবিন্দর ভোজনালয়ে। আগে থেকে খবর পেয়ে নেতাজিকে পিছনের দরজা দিয়ে বের করে কোন এক নিরাপত্তা আস্তানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন ওঁরা। সেকালে পাইস হোটেলগুলিতে বাত, এক পয়সার ডাল-ঝাল-ঝোল-অম্বল-তরকারি শুক্তো-চচ্চড়ি-মাছের ঘন্ট-কপির তরকারি---সব মিলতে এক পয়সায়। কোনও কোনও হোটেলে আবার মাত্র দু'পয়সায় ভরপেট ডাল-বাত খেয়ে খদ্দের তৃপ্ত হতেন। আগেকার দিনে এসব হোটেলে খাবার পরিবেশন কলাপাতা বা শালপাতায়। একসময়ে কাঁসার থালা-গেলাসের চল হয়েছিল। এখন যে-ক'টি পাইস হোটেল এই শহরে টিকে আছে, সেখানে অতিথিদের জন্য স্থায়ীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে স্টিলের থালা-গেলাস।

এসব হোটেলে খদ্দের-মালিকের সম্পর্কে ছিল অতি ব্যক্তিগত সূত্রে বাঁধা। খদ্দেরদের মধ্যে ৯০ শতাংশই ছিলেন বাঁধা খদ্দের। কাজেই মালিক থেকে শুরু করে অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত সবাই জানতেন কে-কোন তরকারি খেতে পছন্দ করেন। এমনকী কোন দিনটিতে তাঁরা আমিষ স্পর্শ করেন না---সে তথ্য তাঁদের কাছে অজ্ঞাতা ছিল না। কোনও খদ্দেরের শরীর গতিক ঠিক না থাকলে তা-ও হোটেলবাবুদের চোখে এড়িয়ে যেত না। সেদিনের খাদ্যতালিকাতে যা-ই ধার্য থাকুক না কেন, অসুস্থ খদ্দেরের জন্য হাজিরহত ট্যালট্যালে মাছের ঝোল আর ভার। অফিসবাবুদের কাছে কাজের দিনগুলিতে বড়ি দিয়ে রুইমাছের আদা-জিরেবাটার ঝোল পছন্দ হলেও ছুটির দিনে মেসবাবুদের আবার চাই মৌরলামাছের বাটিচচ্চড়ি আর ডিমওয়ালা পারশে মাছের সরষে-ঝোল।

এখনও কিছু কিছু পাইস হোটেল পুরনো নিয়ম কানুন মেনেই চলছে। বালিগঞ্জের এক পাইস হোটেল তা শতবর্ষের মুখ দেখেও থেমে যায়নি। আজও নিয়ম মেনে সেখানে খাবারের তালিকায় মুরগির মাংস বা ডিমের প্রবেশ নিষেধ। হাঁসের ডিমের গরগরে ঝোল খেয়ে খদ্দের যেমন খুশি, খাইয়ে মালিকও তেমনই খুশি। আজকের জমানায় একপয়সায় পেট-চুক্তির খাওয়ার রীতি বজায় রাখা সম্ভব না হলেও পাইস হোটেলগুলির খাবারের মূল্যমান এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা মধ্যেই রয়েছে।

হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর লেখাতে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে পাইস হোটেলের কথা মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের একটি মেসবাড়ির আমৃত্যু বাসিন্দা হয়েও মুখের স্বাদ ফেরাতে তিনি বারবার পাইস হোটেলের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর লেখা 'হর্ষবর্ধনের হজম হয় না।' গল্পে কলাকাতার পাইস হোটেলের এক নিখুঁত বর্ণনা পাই আমরা। একধারে লম্বা টেবিল, একাধারে টেবিলবেঞ্চিও বলা যায় এটাকে---ঠিক ইস্কুলে যেমনটি থাকে। এই টেবিলগুলিতে ২৫-৩০ জন বসে খেয়ে চলেছেন। হোটেলে ঢোকার মুখেই ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে পদ ও মূল্যতালিকা। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই। সেসব দিনে পাইস হোটেলগুলির আর একটা বিশেষত্ব ছিল । বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকত 'বিশুদ্ধ ব্রাহ্মাণ পাচকের দ্বারা পাক।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

মঙ্গলবার আগরতলায় শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন দিয়েছেন চাকরিচ্যুত ১০,৩২৩ শিক্ষকদের সংগঠন। ছবি-নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ প্রকল্পের অধীনে মঞ্জুরিপ্রাপ্ত দরিদ্র উপভোক্তাদের তালিকা নিয়ে দক্ষিণ করিমগঞ্জ এপি বনাম স্থানীয় বিধায়কের সংঘাত

করিমগঞ্জ, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ প্রকল্পের অধীনে মঞ্জুরিপ্রাপ্ত দরিদ্র উপভোক্তাদের তালিকা নিয়ে এবার দক্ষিণ করিমগঞ্জ আঞ্চলিক পঞ্চায়েত বনাম স্থানীয় বিধায়কের মধ্যে শুরু হয়েছে সংঘাত। দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের দাখিলকৃত উপভোক্তা তালিকাটি রীতিমতো অগ্রাহ্য করলেন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যরা।
এ-নিয়ে দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লক কার্যালয়ে আহূত আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভায় ব্লকের ২১টি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর এপি সদস্যরা বিধায়কের প্রস্তাবিত উপভোক্তা তালিকাটি গ্রহণ না করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। একইসঙ্গে তাঁরা পুরনো অনুমোদিত তালিকা আনুসারে সুবিধাভোগীদের হাতে সরকারি সুবিধা তুলে দেওয়ার জোরালো দাবি উত্থাপন করেন।
প্রাপ্ত তথ্য মতে, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্পের অধীনে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের আওতাধীন ২১টি জিপিতেও দরিদ্র সুবিধাভোগী বাছাই করার কাজ নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের অধীনে দক্ষিণ করিমগঞ্জ খণ্ড উন্নয়ন এলাকার ১৭০ জন সুবিধাভোগীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। তালিকাটি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত স্তরের কমিটির পক্ষ থেকে অনুমোদনও লাভ করে। জানা গিয়েছে, সে সময় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এই কমিটিতে দক্ষিণ করিমগঞ্জের খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক, নিলামবাজারের সার্কল অফিসার, স্থানীয় বিধায়কদেরে সদস্য হিসেবে কমিটিতে রাখা হয়। এই কমিটি যথাসময়ে উপভোক্তাদের তালিকায় অনুমোদন জানায়।
এই প্রকল্পের অধীন প্রত্যেক সুবিধাভোগীর হাতে সরকারি বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী দুই বাণ্ডিল টিন এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা করে তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে। স্থানীয় বিধায়করাও সে সময় উপভোক্তাদের নাম সুপারিশ করেছিলেন। সে অনুসারে তালিকাও তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের সরকারি ব্যঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের নগদ অর্থ জমা হয়। কিন্তু, সুবিধাভোগী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর শুধু দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত বাখরশাল-নাইরগ্রাম এবং পীরেরচক জিপি-র ১৪ জন সুবিধাভোগীর হাতে টিন ও নগদ অর্থ তুলে দেওয়ার কাজ শেষ হতে না-হতেই ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের রণডঙ্কা বেজে ওঠে। নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি বলবৎ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় সামগ্রী বিতরণ স্থগিত রাখা হয়। বর্তমানে এই প্রকল্পের পুরনো অনুমোদিত তালিকা অনুসারে ফের সামগ্রী বণ্টনে হাত দিতেই আঞ্চলিক পঞ্চায়েত বনাম বিধায়কের মধ্যে দেখা দেয় সংঘাত।
জানা গিয়েছে, দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমদ খান সম্প্রতি হঠাৎ করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে একটি সুবিধাভোগীর তালিকা পাঠিয়ে তা অনুমোদনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। একইসঙ্গে বদরপুর ও উত্তর করিমগঞ্জের দুই বিধায়কও পৃথক পৃথকভাবে দুটি সুবিধাভোগীর নুতন তালিকা খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেন। কারণ, বদরপুর ও উত্তর করিমগঞ্জেরও পাঁচটি করে জিপি দক্ষিণ করিমগঞ্জ আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে। বিধায়কদের তালিকা হাতে পেয়ে খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের এক জরুরি বৈঠক ডাকেন। সোমবার আহূত বৈঠকে বিধায়কদের নতুন পাঠানো তালিকা এপি সদস্যরা একবাক্যে খারিজ করে দেন।
উল্লেখ্য, বিধায়ক জামাল উদ্দিন আহমদ এবং কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ২০১৪-২৫ অর্থবর্ষের অনুমোদিত সুবিধাভোগীর তালিকায় তাঁদের সুপারিশকৃত নামগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কারণ তখন তাঁরা বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু বিধায়ক আজিজ আহমদ খানতো নির্বাচিত হয়েছেন ২০১৬ সালে। সুতরাং তাঁর কোনও সুপারিশ তখন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা নয়। এদিকে মঙ্গলবার একাংশ এপি সদস্য সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রকাশ্যে জনিয়েছেন, পুরনো অনুমোদিত তালিকা বাতিল করা হলে তাঁরা আইনের দ্বারস্থ হবেন। কারণ, একই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পীরেরচক ও বাখরশাল-নাইরগ্রামের সুবিধাভোগীরা সরকারি সুবিধা লাভ করলে অন্যান্য জিপি-র সুবিধাভোগীদের দোষ কোথায়? আজ সংবাদ মাধ্যমের সামনে এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেন এপি সদস্যরা। তাঁরা দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমদের দাখিলকৃত নতুন সুবিধাভোগী তালিকার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

হাসিনার বিমানে চড়া পেঁয়াজ এখনও বাংলাদেশের বাজারে আসেনি ঃ রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৬।। সরকারের আশ্রয়েই পেঁয়াজের ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে বাড়তি দাম নিয়ে জনগণের পকেট কাটছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি।
মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর নয়া পল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী একথা বলেন।পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ২৬০-২৭০ টাকার নিচে নামছে না মন্তব্য করে তিনি বলেন,১৬ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বললেন, পেঁয়াজ বিমানে উঠে গেছে, আর চিন্তা নাই। তারপরেও পেঁয়াজের এতো গগনচুম্বী মূল্য কেন? শেখ হাসিনার বিমানে চড়া পেঁয়াজ এখনও ইমিগ্রেশন পার হয়ে বাজারে আসতে পারেনি।বলা হলো দেড় লাখ টন পেঁয়াজ আসছে। আজও এলো না সেই বিমানভর্তি পেঁয়াজ। যতই বিমান দেখাক, আর অন্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির কথা বলা হোক, সেটি আসলে কানাকে হাই কোর্ট দেখানোর মত।রিজভী বলেন, পেয়াজের সিন্ডিকেট ও মজুতদাররা সরকারের আশ্রয়েই যে জনগণের পকেট কাটছে তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আজ পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও হিলির বেশ কয়েকজন পেঁয়াজ আমদানিকারককে রাজধানীর কাকরাইলে অবস্থিত শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের কার্যালয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।তারা বলেছেন, বিদেশ থেকে গড়ে মাত্র ৩৮ টাকায় আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ২৬০ টাকায়। এই পেঁয়াজ সিন্ডিকেটের সাথে সরকারের গিলে খাওয়া সরীসৃপরা জড়িত।বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন,দেশে-বিদেশে পেঁয়াজ নিয়ে নিশি রাতে প্রধানমন্ত্রী রঙ্গরস করলেও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আতঙ্কের। পেয়াজের দামের আগুনে পুড়ছে মানুষ।তার উপরে নতুন বিপদ হয়েছে-পাড়া মহল্লার মুদি দোকানগুলো পেঁয়াজ বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। পুলিশ দোকানে দোকানে এমনকি কোথাও কোথাও বাড়িতে হানা দিয়েছে। ছোট দোকানিরা পুলিশি ঝামেলায় যেতে চায় না, তাই তারা পেঁয়াজ তুলছে না দোকানে।পেঁয়াজের পাশাপাশি চালের দাম বাড়ার কথা তুলে ধরে রিজভী বলেন, মাসের পর মাস পার হলেও নিত্য পণ্যের বাজারের কোনো উন্নতি হয়নি। বাজারে শাক-সবজির পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলেও শুধুমাত্র সিন্ডিকেটের কারণে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সবজির দাম। সরকার শুধু পেঁয়াজ বা চাল নয় বাজার নিয়ন্ত্রণেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ।সদ্য জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠানো দলের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল ও গ্রেপ্তারকৃত দলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান রিজভী।
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম আজাদ সেখানে ছিলেন।

দুই বছরের জন্য জেএনইউ বন্ধের নিদান স্বামীর

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) নাম পরিবর্তনের দাবি তুললেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় দুই বছর বন্ধ রাখার নিদান দিলেন তিনি।
সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ জানিয়েছেন, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রাখা উচিত। পাশাপাশি একাধিকবার ছাত্র আন্দোলনের ফলে সংবাদের শিরোনামে এসেছে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়। এমনকি দেশবিরোধী আন্দোলন করারও অভিযোগ উঠেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে। এই প্রসঙ্গে ঐতিহ্যশালী বিশ্ববিদ্যালয়টির পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন স্বামী। তিনি জানিয়েছেন, দুই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বন্ধ রেখে সংস্কার করা উচিত। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্বামী জানিয়েছেন, গোটা দেশজুড়ে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে নেহেরুর নামে। এখন সেগুলির নাম পরিবর্তন করা প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর নাম পড়ুয়াদের ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনকে জঙ্গলরাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে একাধিকবার একই দাবি করেছিলেন তিনি।

প্রকাশিত হল সংবিধানের উপর লেখা লক্ষ্মীনারায়ণ ভালার 'হামারা সংবিধান-ভাব ও রেখাঙ্কন'

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): সংবিধান দিবসে মঙ্গলবার লেখক ও কলাম লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালার বই 'হামারা সংবিধান-ভাব ও রেখাঙ্কন' প্রকাশিত হয়েছে। সংবিধানে যে ভারতীয় পরম্পরাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার মূল ভাবগুলি এই বইতে তুলে ধরা হয়েছে। মঙ্গলবার লক্ষ্মীনারায়ণ ভালার লেখা পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অশ্বানী চৌবে উ তিনি বলেন, ছবি সহ সংবিধানের মূল অনুলিপি প্রকাশকে সমর্থন করেন তিনি। তাঁর মতে এই বইটির সাহায্যে দেশের নাগরিকরা জানতে পারবেন সংবিধানের রচয়িতাদের চিন্তাভাবনা কী ছিল এবং তারা কীভাবে এটি প্রকাশ করেছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ইন্দ্রেশ কুমার উ তিনি বলেন, সংবিধানে প্রদর্শিত ছবি এবং সংসদের দেয়ালে লেখা বাক্যগুলির মাধ্যমে সংবিধানের বিবেক প্রকাশিত হয়েছে। লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা এই অনুভূতিটি সঠিকভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, এটি সম্ভবত এই বিষয় নিয়ে লেখা প্রথম বই। বইটির লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা বলেন, সংবিধানে বিভিন্ন বিষয় রাখার সময় ভারতীয় ঐতিহ্যর অনুসারি চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নেতৃত্বের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত, সেই থিমের সাথে শিবজী এবং গুরু গোবিন্দ জি-র ছবি রয়েছে, রামরাজ্যের সাথে মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলি জড়িত রয়েছে এবং লঙ্কা থেকে ফিরে আসার সময় পুষ্পক রথে সীতা, লক্ষ্মণের সঙ্গে বসে রামের ছবি রয়েছে। নীতি নির্দেশিত উপাদানগুলির মধ্যে গীতার জ্ঞান এবং নীতি দানকারী কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে দেওয়া ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা শ্যাম জাজু, জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ কে এন গোবিন্দাচার্য এবং চাণক্য বার্তার সম্পাদক অমিত জৈন।

এবার থেকে ছুটি চাইতে হবে অনলাইনে সরকারি কর্মীদের নির্দেশ নবান্নের

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স): রাজ্য সরকারি কর্মীদের নবান্নর নির্দেশ ছুটি চাইতে হবে অনলাইনে। তাই, নতুন বছর পড়ার আগেই পুরনো ম্যানুয়াল সার্ভিস বুকের পাট চুকিয়ে ই-সার্ভিস বুক চালুর আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সেরে ফেলার নির্দেশ জারি হল। অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তাঁদের ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরনো সার্ভিস বুকের নকল বা প্রত্যয়িত কপি সংশ্লিষ্ট অফিস হেডের কাছে জমা দিতে হবে। সেগুলো হাতে পেলেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ডিজিটাইজেশনের প্রক্রিয়া শুরু করবে।
রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত কাজকর্মকে ডিজিটাল মাধ্যমে নিয়ে আসার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ই-সার্ভিস বুক তার একটি অঙ্গ। ছুটি নেওয়ার বিষয়টাও অনলাইনের আওতায় আসছে। প্রশাসনের নির্দেশ, এবার থেকে ক্যাজুয়াল লিভ বাদে সব ছুটির আবেদন করতে হবে অনলাইনে। এইচআরএমএস পদ্ধতিতে। বলা ভাল, এভাবেই হার্ড কপি বা কাগজ পদ্ধতির অবসান ঘটছে। যদিও পুরোপুরি এখনই তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। যতদিন না নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, ততদিন এভাবেই আবেদন করতে হবে বলে অফিস হেড, কন্টোলিং অফিসারদের কাছে। এই মর্মে কর্মীদের কাছে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। পাঁচ নভেম্বরের পর ক্যাজুয়াল লিভ ছাড়া অন্য কোনও ছুটির আবেদন করিনি বা পাঁচ নভেম্বরের পরের ক্যাজুয়াল লিভ বাদে অন্য ছুটির আবেদন কেবল এইচআরএমএস-এর মাধ্যমেই করেছি বলে অনলাইনে 'স্বীকারপত্র' জমা দিতে বলা হয়েছে কর্মীদের। এছাড়াও যে সব কর্মীর কোনও কোনও আবেদন আটকে পড়ে রয়েছে বা জমা করা যায়নি বা হারিয়ে গিয়েছে, এমন ক্ষেত্রে ই-সার্ভিস বুক চালু হলেও আবেদন জমা করা যাবে। ই-সার্ভিস বুক চালু হলেও এই আবেদন ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে। 'হার্ড কপি' বা ফিজিক্যাল কপি অর্থাৎ কাগজের গুরুত্ব বা ভূমিকা একেবারেই উঠে যাবে, তেমনটা নয়। আদালতের নির্দেশের কারণে বা অন্য উপযুক্ত কারণে দরকার পড়লে প্রিন্ট আউটে নির্দিষ্ট অফিসিয়ালের সই থাকতে হবে। ই-সার্ভিস বুক চালু হলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের আর সার্ভিস বুক হারানোর ঝক্কি বা দুশ্চিন্তা নেই। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন কারণে সার্ভিস বুক নষ্ট হয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার ফলে সরকারি কর্মীদের অবসর পরবর্তী সুবিধা পেতে সমস্যা হয়েছে। দেরি হয়েছে পেনশন পেতে। অনলাইন সার্ভিস বুকের কাজ সেই কারণে ই। ই-সার্ভিস বুক বা অনলাইন সিস্টেম অফ ম্যানেজমেন্ট অফ সার্ভিস বুক চালু হলে এই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। সার্ভিস বুকের নতুন ইউনিফর্ম ফরম্যাটও চালু হতে চলেছে। খুব তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে নবান্ন। এরপর থেকে বর্তমান সার্ভিস বুক আপডেট করতে হবে না। ক্যাজুয়াল লিভ ছাড়া অন্য ছুটির আবেদন, এলটিসি বা পে ফিক্সেশন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এইচআরএমএস-এর মাধ্যমে করতে হবে। ডিজিটাল ফরম্যাটই যে কোনও ক্ষেত্রে যোগ্য সার্ভিস রেকর্ড হিসাবে গণ্য হবে। সার্ভিস বুকের ডুপ্লিকেট কপি নিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। সার্ভিস বুক অনুমোদনের প্রক্রিয়া আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে বলে নবান্ন সুত্রে জানা গেছে।

সুন্দরবনে বেড়াতে এসে বিপত্তি, বিদ্যাধরী নদীতে তলিয়ে গেলেন পর্যটক

সুন্দরবন, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): নদিয়া জেলার চাকদহ থেকে সুন্দরবনে এসেছিলেন বেড়াতে। কিন্তু, এমন হবে তা কেউ ভাবতেও পারেননি। বিদ্যাধরী নদীর জলে পড়ে গিয়ে তলিয়ে গেলেন একজন পর্যটক। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছিল সুন্দরবনের সাতজেলিয়ার কাছে, মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ওই পর্যটকের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ পর্যটকের নাম সৈকত রায় (৩৮)। ওই পর্যটকের খোঁজে নদীবক্ষে তল্লাশি চালাচ্ছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। গত ২৪ নভেম্বর, রবিবার নদিয়া জেলার চাকদহ থেকে ২৩ সদস্যের একটি পর্যটক দল সুন্দরবনের কৈখালীতে বেড়াতে আসে। সেখান থেকে সোমবার সকালে একটি ভুটভুটি ভাড়া করে তারা সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা ঘুরতে থাকলেন।
মূলত, সুন্দরবনের সজনেখালি, সুধন্যখালি, বুড়ির ডাবরি এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ছিল তাদের। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ যখন তাদের ভুটভুটিটি সজনেখালি লাগোয়া সাতজেলিয়ার কাছে ছিল, ঠিক তখন অসাবধানতাবশত সেখান থেকে নদীর জলে পড়ে যান সৈকত। সঙ্গীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিদ্যাধরী নদীতে তলিয়ে যান তিনি। সঙ্গীরা তাকে খোঁজার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। এরপর তারা কুলতলি থানায় এ বিষয়ে জানান। খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসে পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গেই কুলতলি থানার তরফ থেকে সুন্দরবন কোস্টাল থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সোমবার রাতেই পর্যটক নিখোঁজের খবর পেয়ে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ সাতজেলিয়ার কাছে নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করে, কিন্তু মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত কোনও খোঁজ মেলেনি ওই পর্যটকের। ছেলে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় শোকস্তব্ধ সৈকতের বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যরা।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ অনভিজ্ঞ মির্জা ফখরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৬।। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ অনভিজ্ঞ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার নতুন যে মন্ত্রিপরিষদ তৈরি করেছে, তাতে বেশির ভাগই অনভিজ্ঞ। তারা প্রফেশনাল নন। তাতে যেটা হয়েছে, একটা দেশে যখন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থাকে, সে অবস্থায় দেশ পরিচালনার জন্য যে কৌশল, যে প্রজ্ঞা প্রযোজন হয়, এটা আমরা অনুপস্থিত লক্ষ করছি।
মঙ্গলবার সকালে ঠাকুরগাঁও শহরের কালীবাড়ির বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।ফখরুল বলেন,বাংলাদেশ একটা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এটা পরিচালনার বিষয়টা নিঃসন্দেহে প্রফেশনাল ব্যাপার। যে কারণে আমরা দেখি উন্নত দেশগুলো যেটা করে, তারা বিভিন্ন সেক্টর-ডিসিপ্লিন থেকে লোকজন নিয়ে এসে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়।অনেক উন্নয়শীল দেশে এমনকি আমাদের দেশেও বর্তমান সরকারের আগে পর্যন্ত প্রফেশনাল লোকজনকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এবারের মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সময়, তাদের কী বাধ্যবাধকতা ছিল জানি না। কিছু মন্ত্রী যে উক্তি করছেন, তা যে কী প্রভাব বিস্তার করতে পারে জনগণের মধ্যে, অর্থনীতিতে, বা তাদের মন্ত্রিপরিষদে, তা তারা লক্ষ করেন না। এখানে সবকিছুই একটা ডায়মেনশনে কাজ করছে মনে হয়। সেটা হল, ইটস এ ওয়ান পার্টি রুল, ওয়ান পারসন রুল। আর কিছু দরকার নেই। প্রধানমন্ত্রী যা বলবেন, তাই হবে। তিনি সবকিছু করবেন।
বিএনপি নেতা বলেন, এভাবে এ রাষ্ট্র চলতে পারে না। যার ফলে এ দেশে সুশাসনের অভাব দেখা দিয়েছে। সুশাসন না থাকলে দেশ একটা ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে চলে যায়। বাংলাদেশকে এখন পুরোপুরি ব্যর্থ রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। কারণ সরকার সব জায়গাতেই ফেল করে যাচ্ছে।সড়কে বলেন আর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বলেন, আমরা কখনোই দেখিনি যে এনবিআরের চেয়ারম্যানকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বসতে হয়। তারা বসে বলছেন, সব ঠিক আছে। কিন্তু কিছুই তো ঠিক নেই। এই সরকার সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার মূল কারণ তারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়। ব্যর্থতার দায় নিয়ে সরকারের পদত্যাগ করা উচিত।
ফখরুলের সঙ্গে জেলা বিএনপির সভাপতি মো. তৈমুর রহমান, সহ-সভাপতি নূর-ই-শাহদাৎ, সদর থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হামিদ ছিলেন।

শিশুর মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র পার্কসার্কাস

কলকাতা,২৬ নভেম্বর (হি.স.):উত্তাল পার্কসার্কাসের বেসরকারি নার্সিংহোম উ মৃত শিশুকে ভেন্টিলেশনে রেখে বিল বাড়ানোর অভিযোগ উঠল নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে উ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ভাংচুর চালান হয় নার্সিংহোনে উঘটনায় ৫ জনকে আটক করে কড়েয়া থানার পুলিশ। গত ২৩ তারিখ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত আরশাদ কুরেশি মৃত ওই শিশুকে পাকসার্কাসের বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করে তার পরিবার উ শিশুটিকে প্রথমদিন থেকেই রাখা হয় ভেন্টিলেশনে উ তবে পরিবারের অভিযোগ, মঙ্গলবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুরো টাকা দাবি করেন উ এতেই সন্দেহ হয় মৃত শিশুর পরিবারের উ এরপরই শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরাউ আর তারপরেই শুরু হয় বিক্ষোভ-ভাঙচুরউ পরিজনদের হাতে আক্রান্ত হন নার্সিংহোমের চার কর্মীউ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কড়েয়া থানার পুলিশ উ পুলিশের সামনেই চলে ভাঙচুর। এই ঘটনায় ৫ জনকে আটক করে পুলিশউ আক্রান্ত নার্সিংহোমের কর্মীদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর উ তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে।

অসমের এনআরসি নিয়ে এবার সরব ডাব্লুএসএস

কলকাতা,২৬ নভেম্বর (হি.স.) : এনআরসি নিয়ে সরব দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি উ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে অসমকে। এনআরসির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলছে পশিমবঙ্গের শাসক দল । এবার অসমের এনআরসি নিয়ে সরব হলেন উইমেন এগেইনস্ট সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স এন্ড স্টেট রিপ্রেসন (ডাব্লুএসএস)। মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে অসমের এনআরসি নিয়ে সরব হল ডাব্লুএসএস ।
অসমে নআরসি-র তালিকা প্রকাশের পর জানা যায় সেখান থেক বাদ যায় ১৯ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫৭ জনের নাম। কিন্তু সেই সব মানুষদের দাবি তারা ভারতীয় উ এনআরসি থেকে বাদ পড়া মানুষদের নিজেদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য তাঁদের বিদেশি ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে হবে উ কিন্তু সেই সব মানুষদের নেই সামর্থ্য। নিজেদের ভারতীয় প্রমান করতে গিয়ে জমি বাড়ি বেচেঁ দিতে হচ্ছে উ অনেকে যে জমির জন্য লড়াই করছে তাঁদের ভারতীয় নাগরিক প্রমান করতে গিয়ে টাকার জন্য বেচে দিতে হচ্ছে সেই জমি উ আর সেই কারণে ডাব্লুএসএস-র তরফে একটি টিম ৫ নভেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর অসমের বিভিন্ন জায়গায় যায় এনআরসি থেকে বাদ পরা মানুষদের প্রতিক্রিয়া জানতে যায় উ ডাব্লুএসএস-র তরফে জানানো হয় তাঁরা প্রতিক্রিয়া নিতে গিয়ে জানতে পারে এনআরসি থেকে বাদ পরা মানুষদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। কিন্তু সেটা কেন হবে।
মেয়েদের কেনও থাকবে না নিজেদের বাড়ি। বিয়ের আগে বলা হয় বাপের বাড়ি তাঁদের নিজেদের বাড়ি। আর বিয়ের পরে বলা হয়

ছয়ের পাতায়

জয়নগরে প্রাচীন মন্দির থেকে অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি

জয়নগর, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : বহু প্রাচীন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত বহুরু ভঞ্জবাড়ির দুর্গা মন্দিরের অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তি চুরি গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে এলাকার মানুষজন দেখতে পান মন্দিরের গ্রিল ও জানালা ভাঙা। মন্দিরের চাবি খুলে দেখা যায় চুরি গিয়েছে বহু প্রাচীন অষ্ট ধাতুর দুর্গা মূর্তি। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
মঙ্গলবার সকালে বহরু দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দারা দেখেন, এলাকার ভঞ্জদের প্রাচীন জমিদার বাড়ির দুর্গা মন্দিরের গ্রিল এবং জানালা ভাঙা, মন্দিরের দরজা ও খোলা। সাথে সাথে ওই মন্দিরের পুরোহিতকে খবর দিলে পুরোহিত এসে মন্দিরের মূল দরজার চাবি খুলে ভিতরে দেখেন মূল্যবান অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তি এবং লক্ষ্মী মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানায়, সাথে সাথে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়নগর থানার পুলিশ। কে বা কারা কিভাবে ওই মন্দিরে ঢুকে মূল্যবান অষ্টধাতুর দেবীর বিগ্রহ চুরি করল সে ব্যাপারে তদন্তে নেমেছে জয়নগর থানার পুলিশ।
স্থানীয় মানুষ জানায় ২০০৬ সালে একইভাবে এই মন্দির থেকে দুর্গার মূর্তি চুরি হয়েছিল এবং তারপর পুলিশি তৎপরতায় এলাকার একটি পুকুর থেকে সেই মূর্তি উদ্ধার হয়েছিল। তারা আরও জানায় ১২৮৪ সালে এলাকার জমিদার স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ভঞ্জ মায়ের স্বপ্নাদেশে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মা দুর্গার অষ্টধাতুর মূর্তি পুজো করা শুরু করেছিলেন। তারপর থেকে প্রতি বছরই দুর্গাপূজার সময় ধুমধাম করে এই মূর্তির পূজা করা হয়। পরবর্তীকালে পরিবারের সদস্যরা কর্মসূত্রে অন্যত্র থাকলেও প্রতিবছর দুর্গা পুজোর সময় একই রকমভাবে এই মন্দিরে পূজা অর্চনা চলে। সারা বছর স্থানীয় এক পুরোহিত এই মন্দির দেখাশোনা করেন। রাতে তালা চাবি দেওয়া থাকে এই মন্দিরে উ কোন নাইটগার্ডের ব্যবস্থা নেই, তাই নির্জন প্রাচীন বাড়ির মধ্যে মন্দিরের তালা চাবি ভেঙে মূল্যবান মূর্তি নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তবে মূর্তি উদ্ধারের জন্য তদন্তে নেমেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফ্রিল্যান্স অভিনেতা, নির্দেশক থিয়েটারের ক্ষতি করে দিচ্ছে'

থিয়েটার থেকে তাঁর যাত্রা শুরু। এক এক করে সিঁড়ি উঠে চলচ্চিত্রে। তবু বাংলা থিয়েটার নিয়ে তাঁর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। যা শুনলেন লোপামুদ্রা ভৌমিকশুরু থিয়েটারে। পরে একটা সিনেমা এবং একটা সিরিয়াল লাইম লাইটে নিয়ে এল। তারপর কি থিয়েটার পিছনে চলে গেল?রজতাভ দত্ত: ১৯৯০ থেকে '৯৩ পর্যন্ত চাকরি করেছি। এরপর ওয়ান ওয়াল, বোর্ড থিয়েটার, জুনিয়র আর্টিস্টের কাজ করেছি। সিনেমায় ব্রেক ১৯৯৬ সালে তপন সিংহর 'আজব গাঁয়ের আজব কথা'। যে ছবির কথা বলা হচ্ছে, সেটা 'পারমিতার একদিন'। ২০০০ সালে। আর সিরিয়ালটা 'এক আকাশের নীচে'। সেটা ২০০২। দুটো আলাদা আলাদা সময়ে। এর মধ্যে 'তৃষ্ণা', 'আশা', 'রাজেশ্বরী', 'মহাপ্রভু'র মতো অজস্র সিরিয়াল করেছি। আলফা বাংলায় বেশ কয়েকটা ধারাবাহিক করেছি। সুতরাং একইসঙ্গে একটা সিরিয়াল এবং একটা সিনেমা আমাকে লাইম লাইটে আনল, এটা ঠিক নয়। ২০০২ থেকে জনপ্রিয় নাটক 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'---এ চুটিয়ে অভিনয় করেছি। টানা প্রায় ১৪ বছর চলেছিল। ১২৭টা শো হয়েছিল। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত ২২টা থিয়েটার করেছি। তাই থিয়েটার পেছনের সারিতে, এটা একেবারেই ঠিক নয়। পারমিতার একদিন---এর পর তখনকার নাচাগানা নির্ভর রিমেক ছবির কমেডি ও ভিলেন চরিত্র হয়ে গেলেন। এটা এনজয় করতেন নাকি প্রতিভার অপচয় বলে ভাবতেন? রজতাভ: একেবারেই অপচয় ভাবতাম না। কারণ, রিমেক ছবিতে কাজ করার সময় অসংখ্য টেলিফিল্ম হত। যেগুলো এখনকার অন্যধারার ছবির সমকক্ষ। বহু বড় পরিচালক ছবিগুলো টেলিভিশনের জন্যই বানাতেন। কারণ, বড় ছবির জন্য সেগুলোর বাজার ছিল না। ৩০টার মতো টেলিফিল্মে রকমারি কেন্দ্রীয় চরিত্র করেছি। এখন নতুন ধারার ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু তখনই আমি করে ফেলেছি। তাই প্রতিভার অপচয়ের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া কমার্শিয়াল ছবিতে অভিনয়ের তাগিদ সব অভিনেতারই থাকে। এই ধরনের ছবি পুরস্কার এনে দেয় না ঠিকই। কিন্তু জনপ্রিয়তা দেয়। বাংলা সিনেমায় এখন তো অন্যধারাই মূলধারা। এই ধারার ছবিতে আপনাকে সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? রজতাভ: গত ছ---বছরে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুটো কাজ করেছি। মৈনাক ভৌমিকের সঙ্গে ছবি করেছি। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের তিনটে ছবিতে কাজ করেছি। পাভেলের 'রসগোল্লা'য় কাজ করেছি। তবে এখন আমার যা বয়স এবং চেহারা, তাতে অন্যধারার ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে মানাবে না। তাই মূল চরিত্রের পাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাচ্ছি। এটা তো আমার কাছে খুবই আনন্দের। তাছাড়া আমি বাংলাদেশেও প্রচুর ছবি করি। বলিউডে অভিনয় করেছি। ওয়েব সিরিজের মূল চরিত্রে অভিনয় করেছি। আর কী চাই! অন্যধারার ছবি কি সর্বজনীন হতে পেরেছে?রজতাভ: এখনও পর্যন্ত আমার প্রায় ১৮০টা ছবি মুক্তি পেয়েছে। তার মধ্যে ৬০ ভাগ ছবিতে কমেডি ও ভিলেন চরিত্রে অভিনয়। বাকি ৪০ ভাগ অন্যধারার ছবিতে সিরিয়াস চরিত্রে। জনপ্রিয়তা দিয়েছে কিন্তু ওই ৬০ ভাগ ছবি। অন্যধারার ছবির বাজার বা মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়াটা এখনও খুব সীমিত। বহু মানুষই ওই ধরনের ছবি দেখে উঠতে পারেন না। একটা অন্যধারার ছবি খুব বেশি হলে ৩০টা হল---এ হাউসফুল হয়। আর বাণিজ্যিক ছবি ভাল ব্যবসা করলে ১৫০ হল---এ হাউসফুল যায়। সুতরাং ১৫০টা হলে ৩ সপ্তাহ হাউসফুল চলাটা ৩০টা হলে ৩ সপ্তাহে শনি, রবিবারের তুলনায় অনেক বেশি। সে যতই অন্যধারার ছবির বিদেশে স্ক্রিনিং হোক না কেন। দর্শক আনুকূল্য পাচ্ছে কিন্তু বাণিজ্যিক ছবিই। বাংলা ছবির ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এখন 'শোলে'র মতো একটা ছবি খুব দরকার। তাহলে কি বলেছেন যে অন্যধারার ছবি দর্শক নিচ্ছেন না?রজতাভ: একেবারেই তা বলছি না। এখন অন্যধারার একটা---দু'টো বাদ দিয়ে কোনওটাই মাথার ওপর দিয়ে যাওয়ার ছবি নয়। হয়তো গল্পে অনুভূতিগুলোকে চড়া মেলোড্রামায় দেখানো হচ্ছে না। এখনকার অন্যধারার ছবিগুলো অনেকটাই তপন সিংহ, অজয় করের কাজের অনুরূপ। কিন্তু সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল সেনকে ছুঁতে পারছে না এখনকার বাংলা ছবি। যেখানে শিল্পও থাকবে আবার তা বাণিজ্যিক ছবির প্রয়োজনীয়তাও মেটাবে। হিন্দি ছবিতেও তো ইদানীং আপনাকে দেখা যাচ্ছে না?রজতাভ: খানচারেক হিন্দি ছবি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। একটা হিন্দি ছবির জন্য অভিনেতাকে কলকাতা থেকে নিয়ে যেতে প্রযোজক, পরিচালককে অনেক হ্যাপা পোহাতে হয়। প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া, মুম্বইতে রাখা সবমিলিয়ে বেশ বড় দায়িত্ব। আমাকে যখন তাঁরা এখনও নিয়ে যাচ্ছেন, নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল এবং আছে বলেই। প্রচুর বিভিন্ন ধরণের কাজ করেছি, করছি। হা—হুতাশের কোনও জায়গা নেই। বেশি জনপ্রিয়তা কি আপনাকে মীরাক্কেল এনে দিয়েছে?রজতাভ: জনপ্রিয়তা তো মাপা যায় না। সেটা অনেককিছুর ওপর নির্ভরশীল। ব্যানার, দর্শকানুকূল্য, প্রয়োজনীয়তা এমন অনেক কিছু। আমি সব কাজেই আমার সবটুকু নিংড়ে দিই। তার মধ্যে কোনওটা হয়ত তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। কিন্তু কোনওটা কোনওটার সঙ্গে তুলনায় আসে না। 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' থেকে 'তুঘলক' থিয়েটার বদলেছে?রজতাভ: তখনও ভাল নাটক হত। এখনও হচ্ছে। তবে এখন সব নাটক দেখা হয়ে ওঠে না। বন্ধুবান্ধব, থিয়েটারকর্মীদের কাছ থেকে যা শুনি তাতে আমার ধারণা, ইদানীং মফস্বলের দলগুলো অত্যন্ত ভাল প্রযোজনা উপহার দিচ্ছে। কিন্তু কলকাতা থেকে দূরে থাকায় সেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে না। আমার থিয়েটারপ্রেমী কিছু বন্ধুবান্ধব চেষ্টা করছে, মফস্বলের ভাল দলগুলোকে কলকাতায় এনে একটা উৎসব করানোর। থিয়েটারটা সব অভিনেতাই তুলে রাখে ভালবাসার নিরিখে। সেখানে সে নিজেকে নিংড়ে দিতে চায়। কলকাতার থিয়েটারে এখন যে ফ্রিল্যান্স অভিনেতা—নির্দেশকের ছড়াছড়ি, তাতে আখেরে ক্ষতি হচ্ছে থিয়েটারেরই। থিয়েটার একটা দীর্ঘকালীন ঘষামাজার শিল্প। পর্যাপ্ত সময় না নিয়ে কিছু একটা নামিয়ে দিলে তার শিল্পে ঘা তো লাগবেই।

রণবীরের বিবাহবার্ষিকীর পোশাক এ বার রানির পরনেও! চর্চায় নেটিজেনরা

একই কাপড়ের কুর্তা পরেছেন দুই তারকা। ফলে নেটিজেনদের চর্চার কেন্দ্রে এখন রণবীর-রানি। যে কাপড়ের কুর্তা পরে প্রথম বিবাহবার্ষিকী পালন করলেন রণবীর, সেই একই কাপড়ের চুড়িদার পরেছেন রানিও!দিন কয়েক আগেই ছিল দীপিকা-রণবীরের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। বিয়ের মতো দীপবীরের বিবাহবার্ষিকীর উদযাপন নিয়েও উতসাহের অন্ত ছিল না। সোশ্যাল মিডিয়ায় বাজিমাত করে দম্পতির অ্যানিভার্সারি-স্পেশাল সাজগোজ।সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা কুর্তা-জ্যাকেটে সেজে স্ত্রী দীপিকার সঙ্গে স্বর্ণমন্দিরে গিয়েছিলেন রণবীর। এ দিকে, যে ফ্লোরাল ছাপের কাপড়ে তাঁর কুর্তা তৈরি, সেই একই কাপড়ের কুর্তা এ বার রানির পরনেও! শুধু রণবীরের জ্যাকেট-এর বদলে রানির সঙ্গী বুটিদার ওড়না। রণবীরের পায়ের মোজরির বদলে রানির পায়ে কোলাপুরি চটি।একই কাপড়ে তৈরি রণবীর-রানির পোশাক। ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া।এর আগে বলিউডে নায়িকাদের মধ্যে পোশাক এবং কেতার ''অনুসরণ'' বা ''অনুকরণ'', দেখা গিয়েছে দুই-ই। অবশ্য তাঁরা কেউ অনুসরণ বা অনুকরণের কথা স্বীকার করেননি। বলেছেন, পোশাকের পুনরাবৃত্তি আসলে কাকতালীয়! তবে নায়ক ও নায়িকা একই পোশাক পরছেন, এ জিনিস বলিউডে বিরল।সোশ্যাল মিডিয়ায় সব্যসাচীর ভক্তদের অবশ্য দাবি, এই পুনরাবৃত্তি আসলে ডিজাইনারেরই কৃতিত্ব। তাঁদের দাবি, সব্যসাচীর ডিজাইনের জাদুতে মিলেমিশে গিয়েছে সব বিভাজন।বাকি নেটিজেনদের সে সব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তাঁদের প্রশ্ন, মেটালিক ব্রাউন রঙের ফ্লোরাল কুর্তায় কে বেশি সুন্দর?রণবীর, নাকি রানি?

হৃদরোগে আক্রান্ত টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী, অবস্থা সঙ্কটজনক

টানা ৪৮ ঘণ্টা শ্যুটিং করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী গেহানা বশিষ্ঠ। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় মুম্বইয়ের মালাডের রক্ষা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। আপাতত ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে গেহানাকে।শিগিগিরই সুস্থ করে তোলার জন্য জোর কদমে গেহানার চিকিতসা চলছে বলে জানা যাচ্ছে।রিপোর্টে প্রকাশ, বর্তমানে একটি ওয়েব সিরিজের শ্যুটিং করছিলেন গেহানা বশিষ্ঠ। শ্যুটিংয়ের মাঝেই মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি।অসুস্থ অবস্থায় তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আপাতত তাঁর চিকিতসা চলছে। চিকিতসকদের কথায়, দিনের পর দিন ধরে ঠিকঠাক খাওয়াদাওয়া না করে কাজ করে যাচ্ছিলেন গেহানা। সম্প্রতি ৪৮ ঘণ্টা একটানা শ্যুটিং করেছিলেন। খাওয়াদাওয়া না করেই শ্যুটিং করছিলেন তিনি। সেই কারণে শ্যুটিং ফ্লোরের মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বছর ৩১-এর গেহানা।হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, গেহানাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ব্লাড প্রেসার একদম নীচের দিকে ছিল। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন গেহানা। ফলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরই ভেন্টিলেশনে ভর্তিকরা হয় অভিনেত্রীকে। ভেন্টিলেশনে নিয়ে যাওয়ার প্রায় ২ ঘণ্টা পর গেহানাকে কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। তবে এখনও তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক।

বাংলাদেশে আনলক হতে চলেছে ''পাসওয়ার্ড''

পুজোতে মুক্তি পেয়েছিল কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ছবি ''পাসওয়ার্ড''। দেব এন্টারটেইমেট প্রযোজিত এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেব, রুক্মিণী মিত্র, আদৃত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পাওলি দাম। দর্শকদের পছন্দ হয়েছিল এই সাই-ফাই থ্রিলার। এবার বাংলাদেশে মুক্তি পেতে চলেছে ''পাসওয়ার্ড''। প্রযোজক-অভিনেতা দেব নিজেই টুইট করে জানালেন একথা।''এবার যুদ্ধ হলে সেটা হলে দুটো কম্পিউটার স্ক্রিনের মধ্যে''- ভিডিওতে অভিনেতার মুখে এই সংলাপ দর্শকের কপালে ভাঁজ ফেলেছিল। এটিএমের ক্যামেরা, কিংবা ধরুন আপনার ফোনের সেলফি ক্যামেরা এই সবকিছুর মধ্যেই আপনি নজরবন্দী। ডার্ক ওয়েবের এই কঠিন সত্যিটাই সামনে এনেছেন কমলেশ্বর - দেব জুটি।ইন্টারন্যাশানাল সাইবার টেররিজম গ্যাং অনিয়ন। তার মাথা ইসমালভ (পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়), সহকারী তার স্ত্রী মারিয়ম (পাওলি দাম)। একের অধিক সাইবার ক্রাইমের কিং পিন, এবারে তাদের লক্ষ্য ভারত। কারণ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এই দেশ। সুতরাং সেখানেই যেকোন ই-কমার্স ব্যবসায় কোটি কোটি টাকার মুনাফা। স্বাভাবিকভাবেই সাইবার ও ক্রিপ্টো ক্রাইমের আঁতুড়ঘর ভারত। তবে অনিয়ন -এর উদ্দেশ্যে ভারত নয়, তাহলে কি?ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন রানা। সঙ্গীতপরিচালনায় স্যাভি। এই গল্পটাই বলবে কমলেশ্বরের ছবি। বাংলাদেশের দর্শককে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আর মাত্র কিছু কাল।

টাক নিয়েও যে ছবি বানানো যায় সেটা কীভাবে মাথায় এল?

আমার এক বন্ধুর মুখে ব্রণ হয়েছিল, যথারীতি সে বাজারের জনপ্রিয় ক্রিম মাখে। কিন্তু কিছুতেই পিম্পল যায়নি। আরও আছে...এই চুল পড়া নিয়ে আমার এক বন্ধুর বিবাহিত জীবনে অশান্তি শুরু হয়। সেখান থেকেই কনসেপ্টটা মাথায় আসে। আর এ ভাবে গল্পের জন্যই ক্রমশ গল্প এগোতে থাকে। রচনা হয় ''টেকো''-র।কিছু দিন আগেই এই টাক নিয়ে আরও দু''টি বলিউডি ছবি মুক্তি পেয়েছে ''উজরা চমন'' এবং ''বালা''। এদের মধ্যে ''বালা'' আবার বক্স অফিসে হিট।

কোথাও না কোথাও গিয়ে একটা তুলনা তো আসবেই। দর্শক যদি ইতিমধ্যেই ''টেকো'' ট্রেলারটা দেখে থাকেন তাহলে আন্দাজ করতেই পেরেছেন, ''টেকো''র কনসেপ্ট কিন্তু বাকি দু''টি ছবির থেকে একেবারেই আলাদা। মিল বলতে তিনটি ছবিরই মূল বিষয় টাক। কিন্তু বাকি গল্প, প্লট সবটাই ভিন্ন। সুতরাং কোনওভাবেই একটা অন্যটার দ্বারা অনুপ্রাণিত এ কথা বলা যায় না।

বাজিতে হেরে অক্ষয়কে বিয়ে করেছিলেন টুইঙ্কেল খান্না!

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ কখনও প্রিয়াঙ্কা তো কখনও শিল্পা শেট্টিসহ বলিউডের বহু অভিনেত্রীর সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অক্ষয় কুমার। তবে নায়িকাদের হার্টথ্রব অক্ষয় কুমার শেষমেশ বিয়ে করেন টুইঙ্কল খন্নাকে।জানা যায়, টুইঙ্কেলকে নাকি প্রথম দেখাতেই তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন অক্ষয়। টুইঙ্কেলও অক্ষয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন ক্রমে। তবে তাদের বিয়ের সিদ্ধান্তটা অনেকটা ফিল্মি স্টাইলে।২০০০ সালে টুইঙ্কেলের ''মেলা'' ফিল্ম মুক্তি পাওয়ার কথা। আমিরের বিপরীতে রূপা সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন টুইঙ্কেল। ফিল্মটা নিয়ে টুইঙ্কেল ভীষণ আশাবাদী ছিলেন। ফিল্মটা যে সুপারহিট হবে সেটা অক্ষয়কে জানিয়েছিলেন।অক্ষয় কিন্তু সেটা মানতে পারেননি। তখনই টুইঙ্কেল বাজি ধরেছিলেন ওই ফিল্মটা নিয়ে। বাজিটা ছিল এরকম, যদি ফিল্মটা ফ্লপ করে তাহলে তিনি অক্ষয়কে বিয়ে করে নেবেন। ক্যারিয়ারের শীর্ষ মূহূর্তে বিয়ে করতে চাইছিলেন না টুইঙ্কেল। তাই এই বাজি ধরেন। কারণ তিনি এক প্রকার নিশ্চিত ছিলেন তিনি বাজি জিতবেনই।কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর দেখা যায়, টুইঙ্কেল বাজি হেরে যান। ফিল্মটা বক্স অফিসে তেমন চলেনি। এরপর ২০০১ সালে অক্ষয়কে বিয়ে করেন টুইঙ্কেল।

টলিউডে শোকের ছায়া, স্বজনহারা হলেন ইন্দ্রাণী

বাংলা টেলিভিশনে ভাই বোন জুটিকে কোনওদিনই ভুলতে পারবে না বাঙালি দর্শক। রিল লাইফ থেকে রিয়েল লাইফ দুজনের সম্পর্কটা যেন একসূত্রে বাঁধা ছিল। একে অন্যকে যেন সবসময় আগলে রাখতেন তারা। সেই ভাই বোন জুটি হলেন ইন্দ্রাণী হালদার এবং ইন্দ্রনীল হালদার। বহুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ইন্দ্রনীল। দীর্ঘদিন ধরে রোগের সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে সেই লড়াইয়ে হেড়ে গেলেন ইন্দ্রনীল হালদার। গত রবিবার মৃত্যু আলাদা করল এই জনপ্রিয় জুটিকে। নিজের ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদটি নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন ইন্দ্রাণী হালদার। তারপর থেকেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা টলিপাড়ায়।সকলের প্রিয় বুড়ো। দিদির মতো তিনি নিজেও সিনেমাজগতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ইন্দ্রাণী হালদারের সঙ্গেও একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ইন্দ্রনীল হালদার। লক্ষ্মীপুজোর পরই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর থেকেই চিকিতসা চলছিল ইন্দ্রনীলের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাঁচানো গেল না ভাইকে। ডাক্তারদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে রবিবারই সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন ইন্দ্রনীল হালদার।ইন্দ্রনীলের চলে যাওয়াটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না ইন্দ্রাণী এবং তার পরিবার। শুধু পরিবারই নয়, বাংলা সিনে জগতেরও কেউই মেনে নিতে পারছেন না এই অকাল মৃত্যুকে। ইন্দ্রাণী হালদার ভাইয়ের একটি ছবি পোস্ট করেছে লিখেছেন,''আমার ভাই গতকাল আমায় আর আমার মাকে একা রেখে চলে গেল''। শুধু ইন্দ্রাণী নয়, তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে সুদীপ্তাও তার পরিবারকে স্বান্তনা জানিয়েছেন। বাংলার প্রথম মেগা ধারাবাহিক ''তেরো পার্বণ'' সুপারহিট হওয়ার শীর্ষে ছিলেন এই ইন্দ্রনীল হালদার। এছাড়া বেশ কিছু বিজ্ঞাপনেও পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল তাকে।

দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করবে যে পানীয়

রাতে শুধু এক গ্লাস- হুড়মুড়িয়ে কমবে মেদ ভুঁড়ি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যে পরিমাণ রাসায়নিক থাকে, তা আমাদের শরীর খারাপ করার পক্ষে যথেষ্ট। পাশাপাশি রয়েছে বর্তমানের সেডেন্টারি লাইফস্টাইল।দুইয়ে মিলে কমে যায় শরীরের মেটাবলিজম রেট। ফলস্বরূপ দেখা দেয়, শরীরের অবাঞ্ছিত মেদ। বাড়ে টক্সিন সঞ্চয়। এ সবের থেকে মুক্তি দিতে পারে শুধুমাত্র একটা পানীয়।রোজ রাতে ঘুমানোর আগে এই পানীয় নিয়ম করে খেলে মেদ কমবেই কমবে। নিয়ন্ত্রণে থাকবে হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, ভালো থাকবে হৃদযন্ত্রও।উপকরণ: অর্ধেক পাতিলেবু, ১টি শশা, ১ চা চামচ আদাবাটা, এক গোছা পার্সলে পাতা, ও পার্সলে হলো ''মৌরি'' বা মিস্টি শজ বা গোয়ামৌরীর পাতা। দেখতে ধনে পাতার মতই। গ্ল ১/৩ গ্লাস জল।পানীয় প্রস্তুত প্রণালী:সব উপকরণ জুসারে মিশিয়ে রস করে নিন। রোজ রাতে শোওয়ার আগে নিয়ম করে খান আর ফল পাবেন মাত্র কয়েকদিনেই।পেটে মেদ বা চর্বি হলে চলা-ফেরায় যেমন কষ্ট হয়, তেমনি নষ্ট হয় সৌন্দর্য্যও। অনেকে আছেন খুব বেশি মোটা না কিন্তু পেটে অনেক মেদ কিংবা দেহের কিছু কিছু স্থানে মেদ জমায় খুবই অস্বস্তি বোধ করেন।

ডিম সিদ্ধ হওয়ার পর কতক্ষণ পর্যন্ত তা ভালো থাকে

নিজেস্ব প্রতিনিধি; সকালের ব্রেকফাস্ট এবং খিদে পেলে আমরা অনেক সময় ডিম সিদ্ধ খেয়ে থাকি। কেউ আবার স্কুলের টিফিনে কিংবা অফিসে নিয়ে যান। কিন্তু ডিম সিদ্ধ হওয়ার পর কতক্ষণ পর্যন্ত তা খাওয়া যায় সেটা জানা খুবই জরুরি।পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে ''ইনক্রিডিবল এগ''য়ের তথ্য অনুযায়ী, সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে ফ্রিজে সিদ্ধ ডিম সপ্তাহখানেক ভালো থাকে। এরপরই তা খারাপ হতে শুরু করে।তবে ডিমের খোসা ছাড়ানো হলে সেটা টাটকাই খাওয়া উচিত। অর্থাত যেদিন ডিম সিদ্ধ করা হবে সেদিনই খেতে

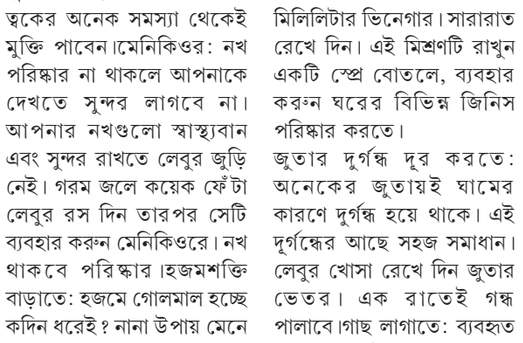

হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, সব ধরনের ডিম ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলিসিয়াসের নিচের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা উচিত।

সেই সঙ্গে খোসা ছাড়ানো সিদ্ধ ডিম কোনোভাবেই ফ্রিজারে সংরক্ষণ করা ঠিক নয়।

ফ্রিজে সংরক্ষণ করা ছাড়া সাধারণ তাপমাত্রায় ডিম সিদ্ধ করার পর দু''ঘণ্টা পর্যন্ত ভালো থাকে। অর্থাত তার পরে সেটা আর না খাওয়াই ভালো।আমেরিকার ''সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন''য়ের তথ্যানুসারে দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরকম খাবারের মধ্যে ডিম সিদ্ধ অন্যতম।

সাধারণত সিদ্ধ করার দুই ঘণ্টার মধ্যে ডিম খেয়ে ফেলা উচিত। এরপরে হয় ফেলে দিতে হবে নয়তো ফ্রিজারে সংরক্ষণ করতে হবে। তাহলে বুঝতে পারছেন তো আপনার যদি খুব তাড়াতাড়ি থাকে তাহলে ডিম সিদ্ধ করে আপনি খোসা সমেত ফ্রিজে রাখতে পারেন।

লেবুর কিছু অসামান্য গুণ, আপনার জানা আছে কি?

লেবু কী কাজে লাগে? প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি-এর অন্যতম উতস হলো লেবু। ভাতের সঙ্গে, স্যুপের সঙ্গে, সালাদে, শরবত তৈরি করে, আচার তৈরি করে নানা ভাবে খাওয়া যায় লেবু। মুখের রুচি বাড়াতে এর জুড়ি নেই। কিন্তু এই লেবু শুধু খাওয়ার ক্ষেত্রেই নয়, কাজে লাগে আরও অনেক ক্ষেত্রেই। চলুন জেনে নেই এর অসাধারণ কিছু ব্যবহার-ধবধবে সাদা কাপড়: সাদা কাপড় ধবধবে সাদা না হলে দেখতে ভালোলাগে না। অনেক সময় ধুলো-ময়লার কারণে সাদা কাপড় দেখতে ধূসর লাগে। এক্ষেত্রে সাদা কাপড়কে আরও উজ্জ্বলতা দিন লেবুর সাহায্যে। লেবু আর বেকিং সোডার মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখুন কাপড়টি অন্তত আধাঘণ্টা। এরপর ধুয়ে ফেলুন।ত্বকের পরিচর্যায়: লেবুর রস বয়সের ছাপ দূর করতে, অবাঞ্ছিত দাগ দূর করতে, এমনকি ত্বকে ব্রণের প্রবণতা কমাতে খুবই কার্যকরী। লেবু আর চিনির মিশ্রণ একটি দারুণ স্ক্রাব। এটি ত্বকে ব্যবহার করলে ত্বকের অনেক সমস্যা থেকেই মুক্তি পাবেন।মেনিকিওর: নখ পরিষ্কার না থাকলে আপনাকে দেখতে সুন্দর লাগবে না। আপনার নখগুলো স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর রাখতে লেবুর জুড়ি নেই। গরম জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিন তারপর সেটি ব্যবহার করুন মেনিকিওরে। নখ থাকবে পরিষ্কার।হজমশক্তি বাড়াতে: হজমে গোলমাল হচ্ছে কদিন ধরেই? নানা উপায় মেনে চলেও কাজ হচ্ছে না? এক্ষেত্রে খালি পেটে একগ্লাস গরম জলে মধু মিশিয়ে পান করুন। এই অভ্যাস আপনাকে হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে, ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো রাখবে, বাড়তি মেদ থেকে দেবে মুক্তি।ক্লিনার তৈরিতে: একটি লেবুর সবটুকু রস বের করে নিন। তার সাথে মেলান ১৫০ মিলিলিটার ভিনেগার। সারারাত রেখে দিন। এই মিশ্রণটি রাখুন একটি স্প্রে বোতলে, ব্যবহার করুন ঘরের বিভিন্ন জিনিস পরিষ্কার করতে।

জুতার দুর্গন্ধ দূর করতে: অনেকের জুতায়ই ঘামের কারণে দুর্গন্ধ হয়ে থাকে। এই দূর্গন্ধের আছে সহজ সমাধান। লেবুর খোসা রেখে দিন জুতার ভেতর। এক রাতেই গন্ধ পালাবে।গাছ লাগাতে: ব্যবহৃত লেবুর খোসাটা ব্যবহার করতে পারেন গাছ লাগাতে। অর্ধেক করে কেটে নিন লেবু। এরপর রসসহ বের করে নিন ভেতরের সবকিছু। শুধু খোসাটা রাখুন। এরপর মাটি দিয়ে বীজ বপন করে দিন। কিছুদিনের মাঝেই পাতা গজাবে।পোকা তাড়াতে: ঘরের পোকা মাকড় তাড়াতে কাজে লাগাতে পারেন লেবু। অর্ধেক করে কাটা লেবুর মাঝে গেঁথে দিন কিছু লবঙ্গ। রেখে দিন ঘরের কোণায়। সহজেই দূর হয়ে যাবে পোকা-মাকড়। রান্না ঘরে পিঁপড়ার উপদ্রপ আছে, এমন সব জায়গায় রেখে দিন এটি। মুক্তি পাবেন পিঁপড়ার যন্ত্রণা থেকে।ক্যান্ডেল হোল্ডার: লেবুটা অর্ধেক করে কেটে নিন। লেবুর রসসহ ভেতরের সবকিছু বের করে ফেলুন। খোসাটাকে বানাতে পারেন আপনার ব্যতিক্রমধর্মী ক্যান্ডেল হোল্ডার।

বলিউডে এবার পা রাখতে চলেছেন মহেশ বাবু?

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বেশ অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল বলিউডে ডেবিউ করতে পারেন দক্ষিণী অভিনেতা মহেশ বাবু। জানা গিয়েছে, ''কেজিএফ'' ছবির পরিচালক প্রশান্ত নিলের হাত ধরেই বলিউডে আসতে চলেছেন অভিনেতা। বলিউডে তাঁর ডেবিউয়ের খবর প্রায় একবছর ধরে শোনা যাচ্ছিল। এমনকি তিনি নাকি প্রস্তুতিও নিতে শুরু করে দিয়েছেন। সূত্রের খবর, মহেশের ২৭তম ছবিটি পরিচালনা করতে পারেন প্রশান্ত। এবং ছবির বিষয়বস্তু একেবারেই আলাদা হতে চলেছে।ছবিটি হিন্দি, তামিল, তেলেগু এবং মালায়ালামে মুক্তি পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ছবি প্রযোজনার দায়িত্বে থাকবেন মহেশের ''সেরিলেরু নিইকেভারু''-র প্রযোজক অনিল সুঙ্কারা। আপাতত অভিনেতা ব্যস্ত আছেন এই ছবিটি নিয়ে। আগামী বছর মুক্তি পাবে মহেশের ''সেরিলেরু নিইকেভারু'' ছবিটি। যদিও বলিউডে ডেবিউ করার বিষয়ে অভিনেতা কোনও মন্তব্য করেননি। এদিকে, তাঁর রাজনীতিতে আসার খবরও শোনা গিয়েছিল। তবে সেই সমস্ত খবরকে মিথ্যে এবং গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মহেশ জানিয়েছেন, রাজনীতিতে তিনি আসবেন না। অভিনয় করে যাবেন।প্রসঙ্গত, মহেশের আগে বলিউডে ডেবিউ করেছেন প্রভাস, রানা দাগুবাতি, রামচরণ তেজার মতো তারকারা। এই অভিনেতারা প্রত্যেকেই নিজের ঘাঁটি শক্ত করে ফেলেছেন।

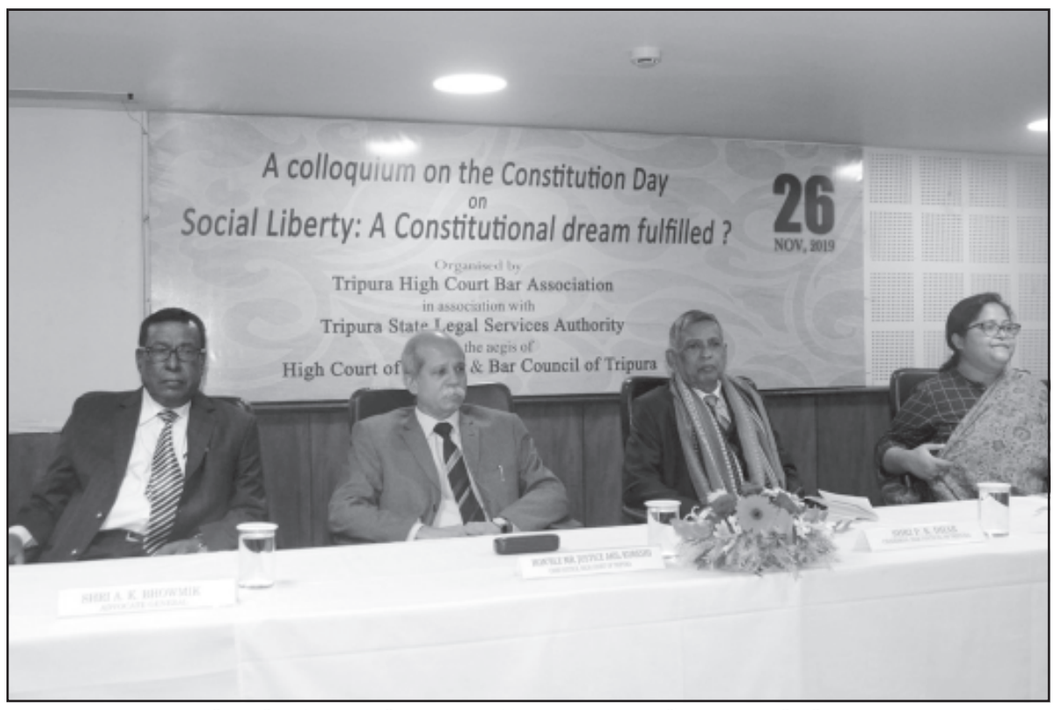

সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা হাইকোর্টে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

প্রথমার্দে বক্তৃতা বয়কট, দ্বিতীয়ার্দে পুরো বয়কট বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : সংবিধান দিবসের বিশেষ অধিবেশনে প্রতিবাদ জানাতে কোনও বক্তৃতা দিলেন না বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় আমন্ত্রিত গুরুত্বপূর্ণ বক্তাদের সামনেই তিনি প্রকাশ্যেই বলেন, "বক্তৃতা দেব না।" প্রথমার্ধে অন্যভাবে বিধানসভার সংবিধান দিবসের বিশেষ অধিবেশন উপেক্ষা করলেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। বিধানসভায় সংবিধান দিবস এর দ্বিতীয়ার্ধ বয়কট করল বাম-কংগ্রেস।প্রথমে ঠিক ছিল দ্বিতীয়ার্দেও অধিবেশন বয়কট না করে শুধুমাত্র বক্তব্য রাখা থেকে বিরত থাকবেন কংগ্রেস বিধায়ক। তবে সাংবাদিক বৈঠকের পর আব্দুল মান্নান জানিয়ে দিলেন শিষ্টাচার মেনেই তাঁরা বয়কট করছেন।

রাজ্য বিধানসভার সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানে বিরোধীদের যথেষ্ট তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ মান্নানের। সেই জায়গা থেকেই বয়কটের সিদ্ধান্ত। যদিও এ দিন আগত অতিথিদের সামনে বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন কোন ধরনের বিক্ষোভ বা শ্লোগান দেয়নি বিরোধী পক্ষ।

মান্নানের ক্ষোভের কারণ তাঁকে বক্তৃতার জন্য মাত্র সাত মিনিট বরাদ্দ করা। পরে বক্তাদের অনেকের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি সময় বরাদ্দ হয়েছে। মান্নানের নাম অধ্যক্ষ ঘোষণা করে তিনি বলেন, "আমার কিছু বলার মতন পরিস্থিতি নেই। আমি কিছু বলতে গেলে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যেতে পারে।

তাছাড়া অত্যন্ত কম সময়। এত কম সময়ের মধ্যে সংবিধান নিয়ে বলা সম্ভব না।" অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আব্দুল মান্নানের কথা মেনে নিয়ে বলেন, এই সময়ের মধ্যে যদি উনি কিছু না বলতে চান সেটা সম্পূর্ণ ওনার বিষয়। এ ব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করব না। উনি যেটা ভাল বুঝেছেন সেটাই করেছেন।"

সূত্রের খবর মুখ্যমন্ত্রী তরফে ব্যক্তিগতভাবে বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করা হয়েছিল যেন বয়কট না করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে বিরোধী দল অবশ্যই অনুষ্ঠান বয়কট করল না। কিন্তু নিজের অবস্থানে অনড় থেকে বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নানও সংবিধান দিবসে তাঁর বক্তব্য রাখলেন না। কংগ্রেস কিছুটা হল নিজের জেদ বজায় রাখল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রথমার্দে বি আর অম্বেদকরের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর অধিবেশনকক্ষে কলকাতা পুলিশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মীরা কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন রাজ্যপাল এম কে নারায়নন, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল সেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ভারতের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার ডঃ এস ওয়াই কুরেশি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানান। উদ্বোধনী ভাষণ দেন অধ্যক্ষ।

এনআরসি আতঙ্কেই উদ্বাস্তুদের জমি দেবেন মমতা : রাহুল

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি.স): এনআরসি আতঙ্কেই উদ্বাস্তুদের জমি দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলবার এই ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তোপ দাগলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক রাহুল সিনহা। উদ্বাস্তুদের জমির সত্ব দেওয়া হবে । সোমবারই এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা । তিনি বলেন, নাগরিক বিল আর এনআরসি করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই ভয় পেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন উদ্বাস্তুদের জমি দেবেন। এই সবই নাটক। ফাঁকা আওয়াজ মারছেন। এসবে কিছু লাভ হবে না । সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, যে কেন্দ্রীয় সরকারি জমিতে বা বেসরকারি যে জমিতে উদ্বাস্তুরা রয়েছে, সেখানে তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকানা দেওয়া হবে। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর একথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বুলবুল ঝড়ে বিধ্বস্তদের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে এদিন। সেখানে বিপর্যস্ত এলাকার বাস্তুহারাদের সরকার জমি দেবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা ঠিক করেছিল সব উদ্বাস্তুদের জমির মালিকানা দেওয়া হবে। কারণ অনেক সময় পার হয়ে গেছে। সেই ১৯৭১ থেকে বাড়ি আর জমির মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে তারা। উদ্বাস্তুদেরও অধিকার রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এর আগে রাজ্য সরকারি ৯৪ টি রিজিউজি কলোনিতে জমির সত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু এখনও কিছু কেন্দ্রীয় সরকারি ও বেসরকারি জমিতে উদ্বাস্তু কলোনি রয়ে গেছে। সেগুলোতেই মালিকানা দেওয়ার কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলবেনিয়ায় ৬.৪ তীব্রতার ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ৬, আহত কমপক্ষে ৩২৫

তিরানা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আলবেনিয়াউ ভূমিকম্পের তীব্রতায় ভেঙে পড়েছে বহু ঘর-বাড়িউ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে অথবা বহুতলের ঝুলবারান্দা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনেরউ এছাড়াও আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৩২৫ জনউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ৬.৪ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আলবেনিয়াউ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানা থেকে ১৩ মাইল দূরে বন্দর শহর ডুররেস-এ, ভূগর্ভ থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার গভীরে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, ৬.৪ তীব্রতার শক্তিশালী ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছে বহু ঘর-বাড়িউ ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে বহুতলের ঝুলবারান্দা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার কারণেউ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে পশ্চিম আলবেনিয়ার থুমানে গ্রামেউ আলবেনিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৩২৫ জনউ আপাতত তিনটি শহর, যথাক্রমে ডুররেস, লেজহে এবং তিরানায় সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

ফের বুনো হাতির হামলায় মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার, ২৬ নভেম্বর (হি.স): ফের বুনো হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার কড়াইবাড়িতে। কুকিশ ধন নামে ওই ব্যক্তিকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মেরে হাতিটি। কুকিশ ধনের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর হাতির হামলার আতঙ্কে গোটা গ্রাম। মঙ্গলবার ভোররাতে একটি বুনো হাতি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে বেড়িয়ে পড়ে। গোটা এলাকায় তাণ্ডব চালাতে শুরু করে ওই দাঁতাল। সেই সময় নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়াইবাড়ির বাসিন্দা কুকিশ ধন। ঘুমের ঘোরে তিনি শুনতে পান হাতি তাড়ানোর শব্দ। বিছানা থেকে উঠে পড়েন। দরজা খুলে তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়েন। সেই সময় হাতিটি তাঁর ঘরের পাশেই তাণ্ডব চালাচ্ছিল। কুকিশকে সামনে পেয়ে শুঁড়ে তুলে নেয় হাতিটি। বেশ কয়েকবার আছাড় মারে তাঁকে। তার পর স্থানীয়দের চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় হাতিটি। ততক্ষণে অবশ্য মৃত্যু হয় কুকিশের। খবর পেয়ে ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বন কর্মীরা। কুকিশের দেহ উদ্ধার করেন তাঁরা। বন কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, খাবারের খোঁজে ওই হাতিটি লোকালয়ে চলে এসেছিল। তবে গ্রামবাসীরা তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তাই রেগে গিয়ে সামনে পাওয়া কুকিশ ধনকে আছড়ে মারে। কুকিশ ধনের দেহ আপাতত আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাঁর পরিবারের তরফে আর্থিক সাহায্যের দাবি জানানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বন দফতর।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য থেকে ইদানীং প্রায়ই হাতি চলে আসছে লোকালয়ে। তা সত্ত্বেও বনকর্মীরা কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই হতাহতের ক্রমশই বাড়ছে। হাতির তাণ্ডবে প্রাণহানির ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক দানা বেঁধেছে কড়াইবাড়িতে।

পুলওয়ামায় ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর এনকাউন্টারে খতম দু'জন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ সোমবার সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার সকাল, ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের অভিযানে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় দু'জন সন্ত্রাসবাদীকে নিরস্ত্র করল সুরক্ষা বাহিনীউ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল-ইরফান নাইরা এবং ইরফান রাথেরউ দু'জন সন্ত্রাসবাদীই হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় পুলওয়ারা জেলার তাচওয়াড়া গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যা থেকেই তাচওয়াড়া গ্রামে তল্লাশি অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনীউ অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরাউ সুরক্ষা বাহিনী পাল্টা গুলি চালালে সোমবার রাতেই খতম হয় একজন সন্ত্রাসবাদী। পরে মঙ্গলবার সকালে আরও একজন জঙ্গিকে নিরস্ত্র করতে সক্ষম হয় নিরাপত্তা বাহিনী।

এনকাউন্টারে খতম দু'জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদীর নাম হল-ইরফান নাইরা এবং ইরফান রাথেরউ সূত্রের খবর, রিয়াজ নাইকুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল ইরফান নাইরা, ২০১৬ সাল থেকে সক্রিয় ছিল ইরফান নাইরাউ অপর হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী ইরফান রাথের ২০১৭ সাল থেকে সক্রিয় ছিলউ সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পেট্রোল পার্টিতে হামলার ঘটনায় জড়িত ছিল এই দু'জন সন্ত্রাসবাদী।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানের মান অত্যন্ত উন্নত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এম কে নারায়ণন

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি. স.): আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানের মান অত্যন্ত উন্নত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানের ১০ শতাংশ ৭০ বছর দীর্ঘায়িত হয়নি। এদিক থেকে আমাদের গর্ববোধ করা উচিত। ভারতীয় সংবিধানের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে এই মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন।

ভারতীয় সংবিধানের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন। এই বিশেষ অধিবেশনে নারায়ণন বলেন, সংবিধান আমাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পাঠ দিয়েছে। সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেখতে হবে এর বৈষম্য যেন না হয়। তিনি বলেন, ভারতের সংবিধান কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছে। এই সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। কিন্তু এখন এটা একটু ধাক্কা খাচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানের মান অত্যন্ত উন্নত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানের ১০ শতাংশ ৭০ বছর দীর্ঘায়িত হয়নি। এদিক থেকে আমাদের গর্ববোধ করা উচিত। গণতন্ত্র একটা পদ্ধতি, নির্দিষ্ট কোনও ঘটনা নয়। এই মন্তব্য করে নারায়ণন বলেন, সংবিধানের মূল শক্তির উৎস নিহিত এর আরও গভীরে। সংবিধান রূপায়নের জন্য বি আর অম্বেদকর, জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কথা উল্লেখ করেন নারায়ণন। তিনি বলেন, প্রকৃত দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ধর্মের সাম্যতা আনা স্বামী বিবেকানন্দ এঁদের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মীরা কুমার বলেন, আমাদের সংবিধান অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিচারের সুযোগ দিয়েছে। এই সংবিধান সবাইকে সমান অধিকার দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রথম প্রবক্তা ছিলেন কবীর। দলিতরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মেরুদন্ড ছিল। সমাজে পথ প্রদর্শক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন, কাজী নজরুল ইসলামের কথা উল্লেখ করে মীরা বলেন, আমার এই শহরের সঙ্গে তিন পুরুষের একটা সম্পর্ক আছে। আমার বাবা বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তেন। বাবা বাংলা শিখেছিলেন। আমি এই শহরে এলে শক্তি পাই। প্রকৃত উদ্যোগী মহিলা হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেন তিনি ।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য বলেন, নির্বাচিত সরকারের পাশাপাশি সমান্তরাল প্রশাসন কারও চালানো উচিত নয়। তাঁর ভাষণের পর অধ্যক্ষ এই মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ রাজ্যের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত বাস্তব বিষয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

তারাতলায় বিএসএনএলের বন্ধ গুদামে আগুন

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি.স): তারাতলায় বিএসএনএলের বন্ধ গুদামে আগুন লাগল। ঘটনাস্থলে দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন। মঙ্গলবার বিকেল ৫ টা নাগাদ আগুন লাগে বিএসএনএলের গুদামঘরটিতে। দমকলবাহিনীরা ইতিমধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। তবে দেশের অন্যতম টেলিকম সংস্থার গুদামঘরে আগুন লাগায় কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এখনও পর্যন্ত তা জানা যায়নি। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এদিন বিকেলে গুদামঘরটিতে বিধ্বংসী আগুন নজরে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। হোস পাইপ নিয়ে আগুন নেভানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তাঁরা। এদিকে আগুন দেখে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসী। গুদামঘরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা অগ্নিশিখা দেখে স্থানীয়রা শুধু বলছেন, 'দরকারি হাজারো জিনিস বোধহয় পুড়ে গেল।'

ডিমা হাসাও জেলা সভাপতির দৌড়ে এগিয়ে বর্তমান নিপোলাল

হাফলং (অসম), ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : হাবভাব দেখে ধারণা করা হচ্ছে আরও একবার বিজেপির জেলা সভাপতি হওয়ার পথে বিদ্যমান নিপোলাল হোজাই। সোমবার দলের অসম প্রদেশ কমিটির এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগামী ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সব কয়টি জেলার সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। দলের অসম প্রদেশ দফতরের এক সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির সভাপতি পদের জন্য এখন পর্যন্ত বর্তমান সভাপতি নিপোলাল হোজাই ও সাধারণ সম্পাদক দনপাইনন থাওসেন মনোনয়নপত্র জমা করেছেন।

ডিমা হাসাও বিজেপি মহলের গুঞ্জন, জেলার পরবর্তী সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এখন পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন বর্তমান সভাপতি নিপোলাল হোজাই। কারণ নিপোলাল হোজাই দলের জেলা সভাপতি হওয়ার পর উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতা দখল করেছে। এমন-কি নিপোলাল সভাপতি হওয়ার পর দলীয় নেতা-কর্মী ও সদস্যদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে। এছাড়া দল অনেকটা সংঘবদ্ধও হতে পেরেছে। যার দরুন দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মী ও সদস্যের সভাপতি পদে প্রথম পছন্দ নিপোলাল হোজাই। এমন-কি বিজেপিশাসিত স্বশাসিত পরিষদেরও প্রথম পছন্দ নিপোলাল।

জানা গিয়েছে, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার পচ্ছন্দের প্রার্থীও হচ্ছেন বর্তমান সভাপতি হোজাই। এদিকে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি নির্বাচন নিয়ে বর্তমান সভাপতি নিপোলাল হোজাইকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, অসম প্রদেশ বিজেপির নির্দেশে আগামী ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সব কয়টি জেলার সভাপতি পদের নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। তবে এখনও ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি পদে সভাপতি নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। বুধবার তিনি গুয়াহাটি যাচ্ছেন। সেখানে প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ও নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার পরই ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির সভাপতি নির্বাচনের দিন তারিখ ঠিক করা হবে। নিপোলাল হোজাই বলেন, ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলার ২৪২টি বুথ কমিটি এবং ১০ মণ্ডল কমিটির সভাপতি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ডিমা হাসাও জেলার পরবর্তী সভাপতি পদের জন্য তিনি দৌড়ে রয়েছেন কিনা জানতে চাইলে নিপোলাল হোজাই বেশি কিছু না বলে শুধু বলেন, বিজেপির প্রদেশ কমিটি যা চাইবে তা-ই হবে।

তবে গেরুয়া শিবির সূত্রে যে ধরনের খবর বেড়িয়ে আসছে এতে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির পরবর্তী সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এখন পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন নিপোলাল হোজাই। এদিকে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির সভাপতি নির্বাচনের জন্য জেলা রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে যথাক্রমে দেবপ্রতীম বরা ও ইবিচিয়িং নিউমেকে।

কৃষকদের বাস্তব উন্নয়ন না হলে ডিজিটাল ইন্ডিয়া আর মেক ইন ইন্ডিয়ার কোনও মূল্য নেই, মন্তব্য বিধায়ক কমলাক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : আক্ষরিক অর্থে দেশের কৃষকদের বাস্তব উন্নয়ন না হলে ডিজিটাল ইন্ডিয়া আর মেক ইন ইন্ডিয়ার কোনও মূল্য নেই, সব কিছুই বেকার। আকবরপুর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে কৃষক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের।

বিধায়ক বলেন, কোনও কাজই ছোট নয়। যে যার পেশায় যুক্ত আছেন। সেই পেশায় মনোযোগ সহকারে নিয়োজিত থাকলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। বহিঃরাজ্যে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের প্রসঙ্গ এনে বিধায়ক কমলাক্ষ বলেন, এখানকার কৃষকদের ঋতুজনিত কৃষিকাজের প্রবণতা ছাড়তে হবে। যে দেশে ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সাথে জড়িত সেখানে কৃষকদের বাস্তব উন্নয়ন ছাড়া দেশের প্রগতি সম্ভব নয়। তবে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করার জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি সরকার তথা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ঐকান্তিক সহযোগিতারও প্রয়োজন।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের উৎপাদন দ্বিগুণ করার কথা বলছে। শুধু সভা-সমাবেশে ভাষণ দিয়ে এই মহৎ কাজে সফলতা আসবে না। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চিন্তা মাথায় থাকতে হবে। কৃষকদের বাস্তব উন্নয়নের জন্য সরকারকে আরও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বিধায়ক কমলাক্ষ। বলেন, মুখে শুধু ডিজিটাল ইন্ডিয়া আর মেক ইন ইন্ডিয়ার কথা বললে চলবে না। চাই কৃষকদের বাস্তব উন্নয়নের পরিকল্পনা। বরাক উপত্যকায় কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার সুবন্দোবস্ত না থাকার পাশাপাশি কৃষিপণ্যের, বিশেষ করে ধানের উপযুক্ত মূল্য না পেয়ে কৃষকরা কৃষিকাজ থেকে বিমুখ হচ্ছেন বলে মনে করেন বিধায়ক।

এ প্রসঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বরাকের কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে না সরকার। এ ব্যাপারে তিনি বিধানসভায় সরব হবেন বলেও জানান বিধায়ক। কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বরাক উপত্যকায় কৃষিসামগ্রী উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি করার পরিকাঠামো তৈরি করতে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাবেন বলেও আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষকদের আশ্বাস দেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

এর আগে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত সামগ্রীর এক প্রদর্শনীর ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। আসাম কৃষি মহাবিদ্যালয়ের প্রধান বিজ্ঞানী মৃণাল শইকিয়ার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে জেলা পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায় পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও কৃষিকাজে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন। শুধুমাত্র বাজারের দিকে তাকিয়ে না থেকে জৈবিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক গৃহিণীও চাইলে কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। জেলার কৃষকদের কৃষিকাজে মন্থর গতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করেন পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়।

প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে অতিরিক্ত জেলাশাসক রঞ্জিতকুমার লস্কর আকবরপুর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করায় উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কৃষকদের আরও স্বনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দেন অতিরিক্ত জেলাশাসক লস্কর। এর আগে স্বাগত বক্তৃতা দেন আকবরপুর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী শফিকুল হুসেন। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন মাইজডিহি সাত নম্বর ব্যাটালিয়নের কামান্ডেন্ট জেবি মাথানি। বক্তব্য পেশ করেছেন আসাম কৃষি বিদ্যালয়ের অধিকর্তা অতুল বরগোহাঁই। দিনভর অনুষ্ঠানের পর ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন আকবরপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী ড় আব্দুল হাফিজ। এদিন জেলার দুই প্রগতিশীল কৃষক ক্ষিতীশ নাথ ও রঞ্জন বিশ্বাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

মুম্বাই হামলার বর্ষপূর্তিতে মঙ্গলবার আগরতলায় প্রদেশ বিজেপি মহিলা মোর্চা স্মৃতিচারণ করেন। ছবি নিজস্ব।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলা সুপ্রিম কোর্টে পিছোল চিদম্বরমের জামিন-আর্জির শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): পিছিয়ে গেল পি চিদম্বরমের জামিন সংক্রান্ত মামলার শুনানিঊ ২৭ নভেম্বর ফের ওই মামলার শুনানির দিন নির্দিষ্ট করেছে সুপ্রিম কোর্টঊ আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় (ইডি-র মামলা) জামিনের আবেদন নিয়ে কিছু দিন আগেই সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমঊ দিল্লি হাইকোর্টে জামিনের আর্জি খারিজ হওয়ায় সেই রায়কেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন পি চিদম্বরমঊ ২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে পি চিদম্বরমের জামিন-আর্জির শুনানি হওয়ার কথা ছিলঊ কিন্তু, ২৭ নভেম্বর ওই মামলার শুনানির দিন নির্দিষ্ট করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় (ইডি-র মামলা) গত ১৫ নভেম্বর পি চিদম্বরমের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্টঊ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কিছু দিন আগেই সুপ্রিম কোর্টের শরনাপন্ন হয়েছিলেন পি চিদম্বরমঊ ২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার শুনানি হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টে, কিন্তু পিছিয়ে গেল পি চিদম্বরমের জামিন সংক্রান্ত মামলার শুনানি।

বিচারপতি

● প্রথম পাতার পর

আমরা সমতা নিশ্চিত করে একটি শ্রেণীবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছি? আমরা কি সকলের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পালন করতে পেরেছি?" সুপ্রিম কোর্টের একাধিক মামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে দেশজুড়ে আদালতে অসংখ্য মামলা রয়েছে, যা সামাজিক স্বাধীনতা মোকাবেলায় আরও নতুন লক্ষণ স্থাপন করে এবং জরুরি সময়কালীন তীব্র সমালোচনা করে। তিনি আরও বলেন, "ভোর হওয়ার আগে সবচেয়ে অন্ধকার সময়" অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জনগণের মৌলিক অধিকার স্থগিত ঘোষণা করতে পারে, কিন্তু, বিচার বিভাগ তার কাজ চালিয়ে যায়।

প্রধান বিচারপতি ছাড়াও বিচারপতি সুভাষিস তালাপাত্র, বিচারপতি অরিন্দম লোধ, অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিক, বারের প্রতিনিধি ও আইনজীবি আধিকারিকরা এবং আইনজীবি শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

যুব কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, মিছিলটি শুরু হতেই পুলিশ রাস্তায় নেমে পড়ে। তাঁদের ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায় পুলিশ। তখন প্রদেশ যুব কর্মীদের সাথে পুলিশের বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি হয়। প্রতিবাদে তারা মন্ত্রীবাড়ি রোডে রাস্তায় বসে পড়েন। যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভের জেরে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। বাণিজ্যিক এলাকা হাওয়ায় ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের নিরাপত্তাও পুলিশের অন্যতম চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রথমে প্রচুর পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন করা হয়। এরই সাথে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় যান চলাচলে বিধি নিষেধ আরোপ করে পুলিশ।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পুলিশ যুব কর্মীদের আন্দোলন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায়। কিন্তু তাঁরা আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না বলে অনড় থাকেন। উপায় না পেয়ে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। প্রায় দুই শতাধিক যুব কংগ্রেস কর্মী এদিন গ্রেফতার বরণ করেন। তাঁদের এডি নগর পুলিশ লাইনে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিনের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় প্রদেশ যুব অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি পূজন বিশ্বাস একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বিরোধীদের ভয় পেয়েছে শাসকদল। তাই, বিরোধী যুবদের রাস্তায় নামতে বাধা দিচ্ছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, এ-ভাবে দমিয়ে রাখা যাবে না। প্রতিবাদের ঝড় সারা ত্রিপুরায় আছড়ে পড়বে একদিন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আশি লক্ষ

● প্রথম পাতার পর

ট্যাবলেট এবং ৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উদ্ধারকৃত নেশার জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট ও ব্রাউন সুগার বাজার মূল্য প্রায় ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা বলে পুলিশ সুপার জানান। বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেট গুলি আসামের আছিমগঞ্জ থেকে কালাছড়া বাজারে নিয়ে যাচ্ছিলো। পাশাপাশি পুলিশ সুপার আরো জানান, যেহেতু অটো গাড়িটি ভাড়া করে নিয়ে এসেছে সুতরাং অটো গাড়িটি ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ।

পাশাপাশি চুড়াইবাড়ি থানায় একটি এনডিপিএস মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।তদন্তে যাদের নাম উঠে আসবে সকলেই পুলিশের জালে অতিশীঘ্রই ধরা পড়বে বলে জানান পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর। পাশাপাশি ধৃত নেশা কারবারি সুফিয়ান আহমেদকে চুরাইবারি থানার হেফাজতে নিয়ে গেছে পুলিশ।

উত্তর ত্রিপুরায় প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের সঙ্গে পাথারকান্দির ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিস্ময়ের সঙ্গে বিধায়ক পাল বলেন, করিমগঞ্জের বহু পুলিশ থানা, ফাঁড়ি, রেল পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে নেশাদ্রব্য পাচার করছে এই অঞ্চলের কতিপয়। অথচ এরাই ধরা পড়ছে প্রতিবেশী ত্রিপুরা পুলিশের জালে। অসম পুলিশের হাতে একটিও নেশা কারবারি ধরা না পড়ায় ধিক্কার জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টদের। অন্যদিকে ত্রিপুরা পুলিশের এ ধরনের উদ্যমকে সাধুবাদ জানিয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে ভুলেননি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

তিনি বলেন, আজ (মঙ্গলবার) দুপুর ১২টা নাগাদ ত্রিপুরা পুলিশের গোয়েন্দা এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের একটি দল অভিযান চালিয়ে উত্তর ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি থানাধীন কালাছড়া ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে হাতেনাতে পাকড়াও করে তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্গত পাথারকান্দির আসিমগঞ্জ এলাকার বরসারপার পূর্বগুল গ্রামের জনৈক আব্দুল রৌফের ছেলে সুফিয়ান আহমেদ (৩৭)-কে। তার হেফাজত থেকে অভিযানকারী পুলিশের দল দশ হাজার নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা এবং ৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, এসডিপিও রাজীব সূত্রধর এবং গোয়েন্দা পুলিশকে খোলা মনে ধন্যবাদ জানান তিনি।

বিধায়ক বলেন, অকর্মণ্য করিমগঞ্জ পুলিশ যে কাজ পারছে না তা করে দেখাচ্ছে প্রতিবেশী রাজ্যের পুলিশ। এজন্য তাঁরা অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। করিগমগঞ্জ সদর হয়ে নিলামবাজার, পাথারকান্দি থানা, বারইগ্রাম পুলিশ ফাঁড়ি ও বারইগ্রাম রেলস্টেশনের জিআরপিএফ, বাজারিছড়া থানা, সোনাখিরা পুলিশ ওয়াচপোস্ট, চোরাইবাড়ি (অসম) ওয়াচপোস্ট, কাঁঠালতলি পুলিশ পেট্রোলপোস্ট ইত্যাদি পুলিশের নাকাচেকিং এলাকা পাড়ি দিয়ে গত দু মাসে পাথারকান্দি ও শিলচরের বেশ কয়েকজন নেশা পাচারকারী ত্রিপুরায় ধরা পড়েছে। কী করে তা সম্ভব প্রশ্ন তুলে আক্ষেপ করেন ধৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই পাথারকান্দি এলাকার বাসিন্দা বলে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আজ দুপুর ১২টা নাগাদ ত্রিপুরা পুলিশের গোয়েন্দা এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের দল এক অভিযান চালিয়েছিল উত্তর ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি থানাধীন কালাছড়া ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রামে। অভিযানে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার আসিমগঞ্জ এলাকার বরসারপার পূর্বগুল গ্রামের জনৈক আব্দুল রৌফের ছেলে সুফিয়ান আহমেদ (৩৭)-কে। তার হেফাজত থেকে অভিযানকারী পুলিশের দশ হাজার নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা এবং ৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে। উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, এসডিপিও রাজীব সুত্রধর এবং গোয়েন্দা পুলিশের গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে হানা দিয়ে নেশা কারবারি সুফিয়ানকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ধৃতের প্রাথমিক স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান, ড্রাগস মাফিয়া সুফিয়ান মিজোরাম থেকে ব্রাউন সুগার ও নেশার ট্যাবলেটগুলো সংগ্রহ করে তার গৃহ এলাকা প্রথমে আসিমগঞ্জ আসে। সেখান থেকে কদমতলা। কদমতলা থেকে সে একটি অটো রিকশা ভাড়া করে কালাছড়ার গোবিন্দপুর এলাকায় পৌঁছে। গোবিন্দপুর থেকে ড্রাগসগুলো বাংলাদেশের এক চক্রের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল সুফিয়ানে। তবে এ কাজে সে একা নয়, তার সঙ্গে আরও দুয়েকটি নেশা কারবারি ছিল।

এ ধরনের খবর গোপন সূত্রে পেয়ে পুলিশের দল সাদা পোশাকে গোবিন্দপুর এলাকায় ওত পেঁতে বসেছিল। অবশেষে দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ গোবিন্দপুর এলাকায় টিআর ০৫ ২৭১২ নম্বরের যাত্রীবাহী অটোটি পৌঁছলে তাকে ঘেরাও করে তল্লাশি শুরু হয়। তালাশি চালিয়ে সুফিয়ান আহমেদের সবজির ব্যাগের ভিতর থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট ও ব্রাউন সুগারগুলো উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সুপার চক্রবর্তীর ধারণা, উদ্ধারকৃত নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট ও ব্রাউন সুগারের বাজারমূল্য কমপক্ষে ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা হবে। তিনি জানান, ধৃত সুফিয়ানকে আজ চোরাইবাড়ি থানায় রেখে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তার সঙ্গে জড়িতদের নাম বের করার চেষ্টা হবে বলে জানান তিনি। ধৃত সুফিয়ান আহমেদের বিরুদ্ধে পুলিশ এনডিপিএস মামলা হাতে নিয়েছে। বুধবার তাকে ধর্মনগর আদালতে সোপর্দ করা হবে।

অগ্নিদগ্ধ

● প্রথম পাতার পর

পান।তড়িঘড়ি কদমতলা থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনাস্থল থেকে কেরোসিনের একটি ড্রাম এবং দুটি ড্রামের ছিপি উদ্ধার করে।আর তাতে স্পষ্ট কেরোসিন দিয়ে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে উত্তমার।কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো মৃতার আত্মীয়স্বজন সহ বেলতলা গ্রামের আশপাশে কোন জনগণ ঘটনাস্থলে আসেননি। তারপর পুলিশ মহিলার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে।

পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দেয়। কদমতলা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারি মৃতা উত্তমা নাথ মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন ছিলেন।স্বামী বিমল কুমার নাথ মাস দুয়েক পূর্বে প্যারালাইজড হয়ে নিজ ঘরে বন্দি। এক ছেলে বিক্রম নাথ মা-বাবার খেয়াল রাখতো। তবে ঘটনার আগের দিন বিক্রম নিজ বাড়িতে না থেকে পাশের বাড়িতে রাত্রি যাপন করেছিল।আর সকালবেলা নিজ বাড়িতে এসে মায়ের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উঠানে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পায়। তবে পুলিশের প্রথম থেকেই ধারণা ছিল এটি পরিকল্পিত হত্যা। মৃতার আত্মীয়-স্বজন ও আশপাশের জনগণ পুলিশের সামনে কোনভাবে মুখ খোলেননি।

এমনকি ঘটনাস্থলে নাএসে বাড়ির বাইরে থেকে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন।অবশেষে সোমবার দুপুরবেলা মৃতার ভাই ধর্মনগর থানাধীন দিগলবাগের বাসিন্দা উত্তম্মর্ন নাথ কদমতলা থানায় একটি হত্যা মামলা রুজু করেন। আর তাতে উত্তমা নাথের স্বামী বিমল কুমার নাথ, ছেলে বিক্রম নাথ ও উত্তমার ভাসুরের নামে মামলাটি রুজু করেন। আর মৃতার ভাই এফআইআর-এ অভিযোগ করেন স্বামী পুত্র ও ভাসুর মিলে উনার বোনকে প্রথমে হত্যা করে তারপর কেরোসিন ঢেলে শরীররে আগুন লাগিয়ে দেন।এমনকি পূর্বেও উত্তমার উপর স্বামীর পরিবার ধারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার ছিলেন।

যা বিভিন্ন বার থানা পর্যন্ত গড়িয়েছিল।তবে বোন উত্তমা নাথ মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন বলেও উল্লেখ করেছেন মৃতার ছোট ভাই। মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ মূলে কদমতলা থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে মৃতার স্বামী বিমল কুমার নাথ পিতা মৃত রাজকুমার নাথ (৪৯) এবং ছেলে বিক্রম নাথ(১৮) পিতা বিমল কুমার নাথকে গ্রেপ্তার করে। উভয়ের ঘর কদমতলা থানাধীন কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডের বেলতলা এলাকায়।বর্তমানে কদমতলা থানার পুলিশ ধৃত দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

এদিকে কদমতলার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, উনারা গত রবিবার বেলতলা এলাকা থেকে উত্তমা নাথ নামের এক গৃহবধূর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিলেন। কিন্তু সোমবার দুপুরবেলা মৃতার ছোট ভাই উত্তম্মর্ন নাথ তিন জনের নামে একটি হত্যার মামলা দায়ের করেন। সেই অভিযোগ মূলে কদমতলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত মৃতার স্বামী বিমল কুমার নাথ ও পুত্র বিক্রম নাথকে গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি ধৃত দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।যদি তদন্তে অন্য কারো নাম উঠে আসে তাহলে তাদেরকেও গ্রেপ্তার করবে পুলিশ, বলে জানান ওসি কৃষ্ণ ধন সরকার। উনি আরো জানান, ধৃত মৃতার স্বামী ও পুত্রকে আজ ধর্মনগর আদালতে প্রেরণ করবে পুলিশ

রাজ্যের তবলাশিল্পী পুরস্কৃত হচ্ছেন কলকাতায়

আগরতলা,২৬ নভেম্বর।। কলকাতা সুরনন্দন ভারতী এবার "লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড" এ ভূষিত করছেন ত্রিপুরার তবলা শিল্পী অধ্যাপক বাঁধন চক্রবর্তীকে। সুরনন্দন ভারতীয় ২৬ তম সমাবর্তন উৎসবে শিল্পীর হাতে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর '১৯, কলকাতা জ্ঞানমঞ্চে। প্রসঙ্গত বলা যায়, বাঁধন চক্রবর্তীর তবলা শিক্ষার শুরু হয় জন্মভূমি বিলোনীয়ার প্রাচীন সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র "সুরবিতান" থেকে। সে সময় তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন নকুল দাস। পরবর্তীকালে আগরতলায় কমল ঘোষের কাছে তালিম নেন কিছুদিন। ১৯৭৮ সাল থেকে নিয়মিত তবলায় তালিম নিচ্ছেন আকাশবানী কলকাতার প্রথম শ্রেণির তবলাবাদক প্রফেসর বিমল কুমার রায়ের কাছে। শ্রী চক্রবর্তী রাজ্যের মধ্যে প্রথম তবলায় উচ্চশিক্ষা তথা এম এ পাশ করেন। ১৯৯১ সালে অধুনা ছত্তিশগড়ের ইন্দিরা কলা সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তবলা নিয়ে লেখা তাঁর বই "তবলার অ আ ক খ" দৈনিক সংবাদে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার সময় থেকেই পাঠকদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়। তবলা নিয়ে তাঁর আর একটি বই "তবলা বাদকদের জীবনী"। দুটি বইই নিঃশেষিত। শিল্পী বর্তমানে গান্ধীগ্রামস্থিত "তবভি বোলা" শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। উত্তর অনুষ্ঠানে "সঙ্গীতনন্দন" উপাধিতে ভূষিত হচ্ছেন তব ভি বোলার সপ্তম বর্ষের ছাত্র সৌরভ দাস। তাকে স্বর্ণপদক দিয়ে ভূষিত করা হবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর '১৯, কলকাতা জ্ঞান মঞ্চে সুরনন্দন ভারতীয় ২৬ তম সমাবর্তন উৎসবে। প্রসঙ্গত সৌরভ দাস খুব ছোটবেলা থেকেই তবলা শিখছেন তবলার গুরু অধ্যাপক বাঁধন চক্রবর্তীর কাছে।

একইদিনে রাজভবন ও বিধানসভায় সংবিধান দিবস পালনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিরোধীরা

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধী দুই দলের নেতা প্রশ্ন তুললেন একসঙ্গে রাজভবন ও বিধানসভায় সংবিধান দিবস পালনের যৌক্তিকতা নিয়ে।

ভারতীয় সংবিধানের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ঊ এর জন্য এদিন বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঊ এদিকে আজ রাজভবনেও পালিত হবে দিনটি ঊ যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা ঊ এদিন আলোচনার আগে দুপুর আড়াইটায় বিশেষ অধিবেশন শুরুতেই কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান এবং বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী অধ্যক্ষর কাছে পৃথকভাবে জানতে চান কোন যুক্তিতে রাজ্যপাল সংবিধান দিবস পালনের কথা বলা সত্বেও বিধানসভায় একই দিবস ডাকা হল? এতে সাধারণ মানুষের কাছে একটা ভুল বার্তা গেল। অধ্যক্ষ বলেন, আমাদের রাজভবনের অনুষ্ঠানের কথা জানা ছিল না। আমরা তাই আমাদের মত করে এই দিবস পালনের আয়োজন করেছি। আপনারাও তো বিধানসভার অংশ। সুজনবাবু এইয়কথার প্রতিবাদ করলে রাজ্যের শাসক বেঞ্চ থেকে সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সোনালি গুহ চেঁচামেচি করতে শুরু করেন। কোনওক্রমে সবাইকে নিরস্ত করেন অধ্যক্ষ। সংবিধান দিবস উপলক্ষে সেজে উঠেছে রাজ্য বিধানসভা। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে বিধানসভার প্রবেশপথ। চলছে পুলিশ ব্যান্ডের প্র্যাকটিস। কড়া নিরাপত্তায় বিধানসভা। মূল প্রবেশ পথে বসানো হয়েছে স্ক্যানার। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিশিষ্ট এবং বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের ছবি সাজানো হয়েছে ফুল দিয়ে। সবুজ কার্পেটে মোড়া হচ্ছে বিধানসভার করিডোর। সওয়া দুটো নাগাদ বিধানসভায় ঢুকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল অনুষ্ঠান পর্ব শুরু হয় তিনটায়। তার অনেক আগেই বিধানসভায় ঢোকেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় আসেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি।আলোচনায় বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান কে দেওয়া হয় মাত্র ৭ মিনিট সময়। তবে কংগ্রেস বিধায়ক অসিত মিত্র সময় পেয়েছেন কুড়ি মিনিট। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ কংগ্রেস পরিষদের দল। সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠান বয়কটের হুমকি দেন বলে সূত্রের খবর।

সংবিধান দিবসের ভাষণেও বিজেপিকে আক্রমণ মমতার

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : সংবিধান আছে বলেই একটা সরকার ইস্তফা নিতে বাধ্য হয়েছে।আজও দেশটা শেষ হয়ে যায়নি। মঙ্গলবার বিধানসভা ভবনে এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এর পদক্ষেপ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সংবিধানের গুরুত্বের কথা বলেন। সংবিধান দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা সংবিধান তৈরি করেছিলেন, তাঁদের চিন্তাধারাকে কুর্নিশ জানাই। তাঁদের চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে ভারত হয়ে থাকতে সাহায্য করেছে। দেশকে রক্ষা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই সংবিধান দেশকে পথ দেখিয়ে চলেছে। এই সংবিধান আগামী দিনের দিশা। এই দেশ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেখাক সংবিধান দিবসের শপথ এইটাই। ধর্ম, বর্ণ সবাইকে নিয়ে সংবিধান আমাদের তৈরি হয়েছে। সবাই একসঙ্গে থাকবে ভারতে। এই সংবিধান ভারতের রক্ষাকবচ। এই সংবিধানকে অনেকেই মেনে নিতে পারছে না। তাঁরা যে যার নিজের মত করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। ফারুক আব্দুল্লার মত একজন বরিষ্ঠ রাজনীতিক কেন এতদিন ধরে জেলে থাকবেন? কেন তিন মাস ধরে তাঁকে আটকে রাখা হবে? কেন তাঁর বাকস্বাধীনতা থাকবে না? আজকে কারা দেশটাকে ভাঙ্গার চেষ্টা করছে? দেখতে হবে একজনের ইচ্ছামত সবকিছু হচ্ছে কিনা।

অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্দে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কংগ্রেসের অসিত মিত্র, ভাষণ দেন। ধন্যবাদ জানান পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

ভারত সীমান্তে 'পুশ ইন' সম্পর্কে জানেন না বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৬।। ভারত সীমান্তে 'পুশ ইন' সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আমি কিছু জানি না, পত্রপত্রিকায় দেখেছি। তবে সরকারিভাবে আমার কাছে এ নিয়ে কোনো খবর নেই। মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে দুই দিনব্যাপী ৩৩তম সিএসিসিআই সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।গত এক মাসে বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দুই শতাধিক লোক বিজিবির হাতে আটক হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে। বলা হয়, এনআরসি আতঙ্কে ভারতীয় এসব নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ বিষয়ে ড় মোমেন বলেন, পুশ ইনের খবর মিডিয়া থেকে শুনছি, এখনো সরকারিভাবে জানি না। পত্র-পত্রিকায় যা বের হয় এর কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা আর কিছু অতিরঞ্জিত। আমাদের জানতে হবে। পুরোপুরি ইস্যুটা বুঝতে হবে। সরকারিভাবে জানলে এ বিষয়ে কথা বলতে পারব।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমি ঠিক বুঝি না, (এনআরসির আতঙ্কটা আমাদের হবে কেন? এনআরসির তালিকা করতে প্রায় ৩৪ বছর লেগেছে। এখনো অনেক প্রক্রিয়া বাকি আছে। আর ভারতীয় সরকার বারবার আমাদের ওয়াদা দিয়েছে, ভারতের এনআরসি তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়। এটা বাংলাদেশে কোনোভাবেই প্রভাব ফেলবে না।তিনি আরও বলেন, পত্র পত্রিকায় দেখছি, কিছু লোকজনকে ভারত পুশ করছে অথবা এনআরসির ভয়ে তারা আসছে। আমি জানি না কেন। এটা নিয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনা করতে হবে। তবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ছোটখাটো দেন দরবার লেগেই থাকে। সুখবর হচ্ছে, আমাদের বড় বড় ইস্যু আলোচনার মাধ্যমে মোটামুটি শেষ করেছি।

কলকাতায় যথাযথ সম্মান ও অভ্যর্থনা পান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা : মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৬।ভারত সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন। মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে দুই দিনব্যাপী ৩৩তম সিএসিসিআই সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে যথাযথ মর্যাদায় অভিবাদন জানানো হয়নি বলে কলকাতার একটি দৈনিকের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন।ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে কলকাতায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ঐতিহাসিক দিবা-রাত্রির টেস্ট ম্যাচ দেখতে গত শুক্রবার (২২ নভেম্বর) একদিনের সফরে কলকাতা যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৪ নভেম্বর (রোববার) প্রধানমন্ত্রীর ওই সফরে দিল্লির আতিথেয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে কলকাতার বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার।প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর (নরেন্দ্র মোদি) আমন্ত্রণে কলকাতায় এলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা। কিন্তু তাকে স্বাগত জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনো মন্ত্রী, এমনকি শীর্ষ আমলাকেও পাঠানো হয়নি, যা কি না বাধাধরা কূটনৈতিক প্রথা এবং সৌজন্যের বিরোধী। কেন এমন উদাসীনতা প্রদর্শন, সে বিষয়ে সরকারিভাবে মুখ খুলতে চাইছে না সাউথ ব্লক।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,এ অভিযোগ সত্য নয়। কলকাতায় অত্যন্ত সম্মানের সাথে প্রধানমন্ত্রীকে গ্রহণ করা হয়েছে।সেখানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো প্রতিনিধির উপস্থিত না থাকার বিষয়ে তিনি বলেন,স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাকে (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর আর কী চান ?এর আগে অক্টোবরে ভারতে নয়াদিল্লি সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রক্তদানের

● **প্রথম পাতার পর**ঘণ্টা বিশ্রাম নেন কনস্টেবল দুলাল। এর পর তাকে খাবার দেওয়া হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনি শৌচালয়ে যান। সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। ব্যাটালিয়নের এক জওয়ান শৌচালয়ে গিয়ে দেখেন দুলালবাবু মাটিতে পড়ে রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে তৎক্ষণাৎ তাঁকে অমরপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থা সংকটজনক দেখে চিকিৎসকরা তাঁকে গোমতি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানেও চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা খুবই সংকটজনক বুঝে তাঁকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট হরকুমার দেববর্মা বলেন, জিবি হাসপাতালে কনস্টেবল দুলাল সরকারের মাথার সিটি স্ক্যান করা হয়েছিল। ধরা পড়েছে তাঁর মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তিনি জানান, সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ জিবি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে রাত আটটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট হরকুমার দেববর্মা জানিয়েছেন, মৃত্যুকালে স্ত্রী ও এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন দুলাল সরকার। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে টিএসআর বাহিনীতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বানচাল

● প্রথম পাতার পর

সরকার রাজ্যকে জেলখানায় পরিণত করেছে। বিদ্রুপ করে তাঁরা বলেন, শ্রমিকদের মিছিল আটকে দেওয়ার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হল, এই সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। বরং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে। রাজ্য সরকারের এহেন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সিটু।

মহারাষ্ট্র ইস্যুতে বিক্ষোভ

আটের পাতার পর

চত্বরে আম্বেদকরের মূর্তির সামনে মহারাষ্ট্র ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, রাহুল গান্ধী, গুলাম নবি আজাদ, এ কে অ্যান্টনি, শশী থারুর প্রমুখ। বিক্ষোভ প্রদর্শনে সামিল হন শিবসেনার অরবিন্দ সাওয়ান্তও। সংসদের বাইরেই, আম্বেদকরের মূর্তির সামনে ধর্না সমাবেশে সংবিধান পাঠ করেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সংসদের যৌথ অধিবেশন বয়কট প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, 'সংবিধানের অমান্য নয়, বর্তমান সরকারের অধীনে সাংবিধানিক অধিকার ভঙ্গ হচ্ছে, তা সকলকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই যৌথ অধিবেশন বয়কট বিরোধীদের।

ফেরত দিল পুলিশ

আটের পাতার পর

টাকা ফেরত দিতে পেরেছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষরা বিভিন্নভাবে প্রতারিত হয়ে তাদের টাকা নিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু সেই সময়ে হাত থেকে টাকা খুইয়ে পুলিশের কাছে জানানোর পর পুলিশ সাইবার শাখার সাহায্যে তাদের টাকা ফেরত পেয়েছেন। যাদের টাকা খুইয়েছেন তারা সংবাদ মাধ্যমকে জানান। যারা আককে তাদম্বরে টাকা ফিরে পেয়েছেন তারা কোন নিনও ভাবেন নি টাকা ফেরত পাবেন। সাইবার শাখা সেটা করতে পেরেছে সেই সম্পর্কে সাইবার শাখার আধিকারিক। প্রতারিত মানুষরা তাদের টাকা ফিরে পেয়ে ধন্যবাদ জানান সাইবার শাখাকে।

গণহারে বৃক্ষ নিধন

আটের পাতার পর

গাছ ধ্বংস করা হয়েছে বলে অভিযোগ রাবার চাষীদের।এলাকার রবার চাষীদের এই রাবার ছাড়া অর্থ উপার্জনের কোন বিকল্প রাস্তাও নেই যার ফলে বর্তমানে ভেঙে পড়েছেন অনেক রাবার চাষী।এই রবার গাছ থেকে কষ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করেই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন বিগত তিন চার বছর ধরে।আর বর্তমানে তাদের এই রবার বাগান ধ্বংস করায় অনেকেই কার্যত চোখের জল ফেলছেন।এক রাবার চাষী নিপেন্দ্র নমঃ কাঁদতে কাঁদতে প্রকাশ করলেন উনার দুক্ষঃ।

রাবার চাষীরা তাদের গাছের উপযুক্ত মূল্য না পাওয়াতে বর্তমানে টাওয়ারের কাজ বন্ধ রেখেছেন বলে জানিয়েছেন রবার চাষীরা। গাছের উপযুক্ত মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত আর গাছ কাটতে দেওয়া হবেনা বলে জানালেন তারা।টাওয়ার কোম্পানি থেকে তাদের রবার গাছের উপযুক্ত মূল্য প্রদানের দাবি তুলছেন ক্ষতিগ্রস্ত রবার চাষিরা।

সরব ডাব্লুএসএস

তিনের পাতার পর

শ্বশুর বাড়ি তাঁদের নিজেদের বাড়ি। এখন তাদের বলা হচ্ছে তাঁরা ভারতীয় নাগরিকই নয়ঊ তাহলে এখন তাঁরা কোথায় যাবে।

এই প্রসঙ্গে ডাব্লুএসএস-র সদস্য নিশা বিশ্বাস বলেন, 'যদি আমাকে এখন বলা হয় আমি বিদেশী। আমি ভারতীয় নই তাহলে আমকে সরকার বলে দিক আমি কোথায় গিয়ে থাকবো ঊ আমরা অসমে গিয়ে বুঝতে পেরেছি সেখনকার মহিলারা কতটা অসহায়ঊতাঁদের নিজেদের কোনও বাড়ি নেই। এনআরসি থেকে বাদ পরা মানুষদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা ঊ তাঁরা নিজেদের ভারতীয় প্রমান করতে বাপের বাড়ির কাছে সাহায্য চাইলে বাপের বাড়ির লোক হাত তুলে নিচ্ছে ঊ তাহলে তাঁরা এখনও কোথায় যাবে ঊ এই সমস্যার আমরা সমাধান দাবি করছি'।

প্রতিবেশী

● প্রথম পাতার পর

তদন্ত রিপোর্ট এবং দীর্ঘ সাক্ষ্য গ্রহণের পর ওই মামলায় আজ আদালত রায় দিয়েছে। তিনি জানান, রাখি দেব সরকারকে মারধর ও অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার ঘটনায় আদালত প্রভা সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করে আগামীকাল তার সাজা ঘোষণা করা হবে বলে রায়ে বলা হয়েছে। আইনজীবীদের মতে, ওই মামলায় প্রভা সরকারের দশ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে।

াঙ্গন

গোলাপি বলের টেস্ট স্পিনারদের গুরুত্বহীন করে দেবে, আশঙ্কায় প্রসন্ন

গোলাপি বলে দিনরাতের টেস্ট পাঁচ দিনের ফরম্যাটের ভবিষ্যত হতে পারে,স্পিনারদের নয়! এমনই মনে করছেন কিংবদন্তি অফস্পিনার এরাপল্লি প্রসন্ন।তাঁর বরং আশঙ্কা,এই ধরনের টেস্ট গুরুত্বহীন করে তুলবে স্পিনারদের। আর এই ভাবে হারিয়ে যেতে পারে স্পিন নামের শিল্প, যা ক্রিকেটের ঐতিহ্যের পক্ষেই খুব একটা সুখকর হবে না। তাই গোলাপি বলের টেস্ট অশনি সঙ্কেত জারি করছে তাঁর কাছে।রবিবার সকালে আনন্দবাজার ডিজিটালকে বেঙ্গালুরুর বাড়ি থেকে প্রসন্ন বললেন, ”আমি বুঝতে পারছি না গোলাপি বলের টেস্টে একজন স্পিনারের ভূমিকা কেমন হতে চলেছে। একজন স্পিনার কতটাই বা গুরুত্ব পেতে চলেছে এই ঘরানায়,সেটাও চিন্তা করার মতো। এখন যা দেখছি,টি-টোয়েন্টি বা একদিনের ক্রিকেটেরই পরিবর্ধিত রূপ হয়ে উঠছে গোলাপি বলের টেস্ট। অন্তত স্পিনারদের জন্য তো একদম সেটাই দেখাচ্ছে। কারণ,শিশিরের জন্য ভুগতে হচ্ছে স্পিনারদের। বল ঘুরছে না,গ্রিপ করতেও সমস্যা হচ্ছে। ফলে স্টক বোলারদের মতো বল করতে হচ্ছে। যা ছোট ফরম্যাটে করতে হয় স্পিনারদের। রান আটকানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের, উইকেট নেওয়ার জন্য নয়। এটা দুশ্চিন্তার। বিতর্কিতও। সে জন্য আমার মনে হচ্ছে গোলাপি বলের টেস্টের নেগেটিভ দিক রয়েছে। স্পিনারদের এ ভাবে মূল্য একেবারে কমিয়ে দেওয়া মানতে পারছি না। গোলাপি বলের টেস্ট আমার কাছে তাই বিতর্কিত।”ইডেনে শুক্রবার বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় স্পিনাররা মাত্র এক ওভার হাত ঘুরিয়েছিলেন। রবীন্দ্র জাডেজা তবু ছয় বল করার সুযোগ পেয়েছিলেন,রবিচন্দ্রন অশ্বিন সেটাও পাননি। মোমিনুল হকদের প্রথম ইনিংসে অফস্পিনার ছিলেন শুধুই ফিল্ডার। শনিবার বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি

অবশ্য পাঁচ ওভার বোলিং করেছেন। কিন্তু গোলাপি বলে টেস্টের দ্বিতীয় দিন জাডেজার হাতে বলই তুলে দেননি ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। প্রসন্ন সেটার দিকেই আঙুল তুলছেন। বোঝাতে চাইছেন যে, ঘরের মাঠেও ভারতীয় স্পিনাররা ব্যবহৃত হচ্ছে না। তার দরকারই পড়ছে না। যেহেতু বিদেশে এমনিতেও স্পিনারদের ভূমিকা সীমিত থাকে, তাই দেশেও যদি তাঁদের প্রয়োজন না পড়ে,তবে স্পিনাররা হারিয়েই যাবেন। স্পিন নামের শিল্পেরও হাল হবে করুণ।এমনিতে গোলাপি বলে টেস্টের পটভূমি নিয়ে আপত্তি নেই প্রসন্নর। কিন্তু তার ফলাফল নিয়েই উদ্বিগ্ন তিনি। প্রাক্তন ক্রিকেটারের প্রশ্ন, ”পিঙ্ক বলে ডে-নাইট টেস্টের আইডিয়া এসেছে মাঠে দর্শকদের টেনে আনার জন্য। এটাই প্রধান উদ্দেশ্য। রাতে গোলাপি বলেই একমাত্র টেস্ট হওয়া সম্ভব,তাই গোলাপি বলের টেস্ট। এটা গেল দর্শকদের মাঠে আনার ব্যাপার। তবে তার জন্য স্পিন-শিল্পকে বিসর্জন দেওয়া কি উচিত হবে,এটাই আমার জিজ্ঞাসা। স্পিন বলের কারিকুরি দেখতে তো ক্রিকেটপ্রেমীরাও ভালবাসেন। তাঁরা এর থেকে বঞ্চিত হবেন। সেটাও তো বড় ক্ষতি,তাই না?”কিন্তু বাংলাদেশের বাঁ-হাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম যে ভারতীয় ইনিংসে ২৫ ওভার বল করলেন। ৮০ রান দিয়ে নিলেন অজিঙ্ক রাহানের উইকেট। তা হলে স্পিনারদের ভূমিকা থাকছেই না,বলা যায় কি?প্রসন্নর পাল্টা সওয়াল, ”আরে,বাংলাদেশের তো আর কিছু করার ছিল না। ওদের পেসাররা একদম সাদামাটা। একমাত্র স্পিনারকে তো বল দিতেই হয়। বাকিরা এত খারাপ যে ওকেই মনে হচ্ছে ভাল। কিন্তু আমাদের পেসাররা ওদের মতো নিরীহ নয়। আমাদের পেসারদের দাপটে স্পিনাররা গুরুত্ব হারাচ্ছে। আমি ভারতের স্পিনারদের নিয়ে চিন্তিত। বাংলাদেশের সেই সমস্যা নেই। কারণ,ওদের পেসাররা আমাদের মতো অসাধারণ নয়।”গোলাপি বলে টেস্টের সময় নিয়েও বক্তব্য রয়েছে ৭৯ বছর বয়সির। ম্যাচের সময়ের পরিবর্তনের পক্ষপাতী তিনি। এমনিতে ইডেনে টেস্ট শুরু হচ্ছে দুপুর একটায়। দ্বিতীয় সেশন শুরু হচ্ছে বিকেল তিনটে চল্লিশে। আর শেষ সেশন শুরু হচ্ছে সন্ধে ছয়টায়। রাত আটটায় খেলা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও মন্থর ওভাররেটের জন্য রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলছে ম্যাচ। যা পছন্দ নয় তাঁর। প্রসন্নর যুক্তি, ”ক্রিকেটীয় দিক দিয়ে যদি দেখি, আমার মতামত যদি চান,তবে বলব খেলা পাঁচটায় শুরু হওয়া উচিত,দুপুর একটায় নয়। তা হলেই তো ব্যাপারটা দুই দলের কাছে সমান-সমান হবে। কারণ, শিশির বা ডিউ ফ্যাক্টর তখন চ্যালেঞ্জ জানাবে দুটো দলকেই। আর বিকেল পাঁচটা যদি বড্ড দেরি হয়ে যায়,তবে দুপুর তিনটেয় শুরু হোক খেলা। তার আগে টেস্ট শুরু করা উচিত হবে না। এ বার রাত ১০টা পর্যন্ত খেলা চলুক। এতে হবে কী যে,দুই দলই মোটামুটি একই কন্ডিশনে খেলবে। কেউ বাড়তি সুবিধা বা অসুবিধার সামনে পড়বে না। সেটাই ঠিক হবে।”ইডেনে দেখা দিয়েছে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে লিটন দাস,নইম হাসানের মাথায় লেগেছে বল। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসেও মহম্মদ মিঠুনের হেলমেটে লেগেছে বল। মুশফিকুর রহিমও একবার হেলমেটে খেয়েছেন। এটা কেন হচ্ছে?গোলাপি বল কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না,নাকি সমস্যা একেবারেই স্কিলের তফাতে?প্রসন্ন বললেন, ”বল দেখতে সমস্যা হচ্ছে কি না,তা ঘরে বসে টিভিতে দেখে বলা সম্ভব নয়। এটা মাঠে যারা খেলছে,তারাই বলতে পারবে। তবে আমাদের পেস বোলিং যে খুবই ভাল,তা নিয়ে সংশয় নেই। তাই যে কোনও ব্যাটসম্যানেরই সমস্যা হওয়ার কথা। আর এটা বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ মোটেই শক্তিশালী দল নয়। ভারতকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড,দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গোলাপি বলে টেস্ট খেলতে হবে। তখন দেখা যাবে, দুই দলই চাপে পড়ছে। ইডেনে তো ভারত কখনই চাপে পড়েনি। তাই সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে বাংলাদেশ যে দারুণ দল নয়, এটা নিয়ে দ্বিমত নেই। ওদের একমাত্র মুশফিকুর বলে ব্যাটসম্যানটা ভাল খেলছিল। বাকিদের কথা বলার মতো নয়।”ক্রিকেট কেরিয়ারে অনেক পেসারকে দেখেছেন। খেলা ছাড়ার পরও ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন কোনও না কোনও ভাবে। আর তাই ইশান্ত শর্মা-উমেশ যাদব-মহম্মদ শামি মুগ্ধ করেছেন প্রসন্নকে। বলেই দিলেন, ”এখন বিশ্বের সেরা পেস আক্রমণ এটাই।”আর এখানেই তো আশঙ্কা। সেরা পেস আক্রমণই যে স্পিনারদের গুরুত্ব হারানোর নেপথ্য কারণ!

তুমি বিরক্ত কেন? মেয়ে সানার প্রশ্নের জবাবে সৌরভ বললেন.,

ইডেনের দিন-রাতের টেস্ট সুপারহিট। সফলভাবে ম্যাচ আয়োজন করার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রশংসিত হচ্ছেন সর্বত্র।সচিন তেন্ডুলকর থেকে রাহুল দ্রাবিড়সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন একসময়ের সতীর্থকে। এ হেন সৌরভের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় মজার খুনসুটিতে মেতে উঠলেন মেয়ে সানা।আড়াই দিনের কম সময়ে বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিয়ে দু” ম্যাচের টেস্ট সিরিজ জিতে নেয় ভারত। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালির হাতে ট্রফি তুলে দেন সৌরভ। সেই ছবি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক পোস্ট করেন ইনস্টাগ্রামে। সৌরভের সেই ছবিতে সানা লেখেন, ”কেন তুমি এত বিরক্ত?”ধোনিকে চাইল বাংলাদেশ বোর্ড, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিসিসিআইএই সেই সৌরভের পোস্ট করা ছবি। বাবার সঙ্গে খুনসুটি করলেন মেয়ে সানা।মেয়ের প্রশ্নের জবাব মজার ছলেই দেন সৌরভ। লেখেন, ”তুমি অবাধ্য হয়ে উঠছ তাই।” সানা তাঁর বিখ্যাত বাবাকে লেখেন, ”তোমার থেকেই তো শিখছি।” এর পরেই হাসির ইমোজি দেন সানা।সৌরভ এর পরে আর কোনও জবাব দেননি। বাবা ও মেয়ের এই মজার কথোপকথন ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। উপভোগ করেন ইনস্টাগ্রাম ইউজাররা।কলকাতা টেস্ট জনপ্রিয় করার জন্য আয়োজনে ত্রুটি রাখেননি সৌরভ।

পাকিস্তান বলছে ১৬ বছর! পেসারের আসল বয়স জানতে চাইলেন কাইফ

পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের দাবি, তাঁর বয়স ১৬ বছর। এদিকে পাকিস্তানের একজন ক্রীড়া সাংবাদিক অনেকদিন আগেই তাঁকে ১৭ বছর বয়সী উঠতি তারকা বলে টুইট করেছিলেন। তা হলে কোনটা সত্যি? অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেকে নজর কেড়েছেন পাক পেসার নাসিম শাহ। বিশেষ করে ডেভিড ওয়ার্নারকে আউট করার পর থেকেই তাঁকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে পাকিস্তানের ১৬ বছর বয়সী পেসার নাসিম শাহের বয়স নিয়ে এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলে জোর আলোচনা চলছে। নাসিমকে দেখে মোটেও ১৬ বছর বয়সী বলে মনে হচ্ছে না। আর সেটা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ পাক পেসারের বয়স নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি পাকিস্তানের একজন সাংবাদিকের পুরনো টুইট

তুলে ধরেছেন। সেই টুইটে পাক সাংবাদিক ১৭ বছর বয়সী নাসিমের প্রশংসা করেছেন। আর সেটাও অনেকদিন আগে। কাইফ প্রশ্ন করেছেন, এতদিন পরও পাক পেসারের বয়স কী করে ১৬ বছরে আটকে থাকে। তা হলে কি নাসিমের বয়স পিছনের দিকে সরছে! খানিকটা মজা করেই পাকিস্তান বোর্ডকে বিঁধেছেন তিনি।পরের বছর মার্চে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি?নাসিমের বয়স নিয়ে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। নাসিমের বিরুদ্ধে বয়স কমানোর অভিযোগ তুলেছেন কেউ কেউ। পিসিবি অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। বোর্ড সিইও ওয়াসিম খান বলেছেন, ””লোকে কী বলল বা ভারতের দিক থেকে কোন মন্তব্য উড়ে এল- তা নিয়ে আমরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। নাসিমের বয়স ১৬ বছর। আর এই বয়সে টেস্ট অভিষেকে ও দারুন পারফরম্যান্স করেছে। এটাই আমাদের কাছে বড় কথা।

গোলাপি টেস্টে শতরানের ব্যাট সিএবিকে উপহার দিয়ে গেলেন বিরাট

ইডেনে দিন—রাতের ঐতিহাসিক টেস্টে শতরান করেছেন বিরাট কোহলি। গোলাপি বলের টেস্টে প্রথম ভারতীয় হিসেবে শতরান করে গড়েছেন অনন্য নজির। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ব্যাট নিয়ে শতরান করেছিলেন, তা সিএবিকে উপহার দিয়ে গেলেন বিরাট। রবিবার ম্যাচ শেষের পর সন্ধের বিমানেই মুম্বই চলে যান বিরাট। যাওয়ার আগে ভারতীয় দলের জন্য নিযুক্ত স্থানীয় ম্যানেজারের হাতে নিজের শতরানের ব্যাটটি তুলে দেন বিরাট। নিজেদের সংগ্রহশালায় সেই ব্যাট রেখে দেবে সিএবি।অতীতেও অনেক ক্রিকেটার তাঁদের খেলার সরঞ্জাম সিএবিকে উপহার দিয়ে গেছেন। যেমন পাক ক্রিকেটার সলমন বাট কলকাতায় খেলতে এসে নিজের শতরানের জার্সি উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন সিএবিকে।

অবশ্য ইডেনের সংস্কারের জন্য সিএবির সংগ্রহশালা ভেঙে ফেলতে হয়।ইনডোর ফের নতুনভাবে গড়ে উঠছে। ভবিষ্যতে সেখানেই নতুনভাবে গড়ে তোলা হবে সংগ্রহশালা। সেখানেই রাখা থাকবে বিরাটের ব্যাট।

হকি ফাইনালে হাতাহাতিতে জড়াল দুই দল, ক্ষুব্ধ ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা

: রাজধানীর জাতীয় স্টেডিয়ামে হকি ফাইনালে প্রথমে তীব্র বাদানুবাদে জড়াল দুই দল। এমনকী জল গড়াল হাতাহাতি পর্যন্ত। সোমবার নেহরু কাপ হকি টুর্নামেন্টের ফাইলাল ছিল ঘটনাবহুল। গোটা ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ)।ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল পাঞ্জাব পুলিশ এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। ম্যাচ চলাকালীন তীব্র বচসায় জড়ান দুই দলের খেলোয়াড়রা। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, মাঠের একপ্রান্তে ঝামেলা শুরু করেন খেলোয়াড়রা। তারপর হাতাহাতিতে জড়ান তাঁরা। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে অন্যপ্রান্তে চলে আসেন তাঁরা। তারপরই দেখা যায়, একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। অন্যরা তাঁকে তোলার চেষ্টা করছেন। ঠিক কী নিয়ে বচসা শুরু হয়, তা এখনও স্পষ্ট নয়।তবে এমন ঘটনা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। আর সেই কারণেই ক্ষুব্ধ আইওএ। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে এর বিরুদ্ধে হকি ইন্ডিয়াকে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইওএ প্রেসিডেন্ট নরিন্দর বাত্রা বলেন, ‘অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন দল এবং তাদের অযোগ্য ম্যানেজমেন্ট। দুর্বল এবং মেরুদণ্ডহীন আয়োজক কমিটির জন্য হকির নাম খারাপ হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে ভাবমূর্তি। হকি ইন্ডিয়া এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করুক।’ এদিকে হকি ইন্ডিয়ার সিইও এলেনা নর্ম্যান জানাচ্ছেন, অফিসিয়াল রিপোর্ট আসার পরই তাঁদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তারপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিতর্কিত ম্যাচটি অবশ্য জিতেছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।

কলকাতার কাছেই তৈরি হবে আরও একটি স্টেডিয়াম, জানুন কোথায়

ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বড় সুখবর। কলকাতার কাছেই তৈরি হবে ইডেন গার্ডেন্সের ধাঁচে আরও একটা আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম। স্টেডিয়াম নির্মাণে মূল পরামর্শদাতার ভূমিকায় থাকবেনবিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে এই খবর মিলেছে।নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে হাওড়ার পদ্মপুকুরে তৈরি হবে ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ৫০ একর জমিতে তৈরি হবে স্টেডিয়ামটি। বর্তমানে নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে রয়েছে এই জমি। স্টেডিয়ামের নকসা তৈরিতে প্রধান পরামর্শদাতার ভূমিকায় থাকবেন সৌরভ গাঙ্গুলি। এই নিয়ে সোমবার সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের একপ্রস্থ বৈঠকও হয়েছে। ইতিমধ্যে জমিটি ঘুরেও দেখেছেন সৌরভ।রাজ্যে বর্তমানে একটিই আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে। সেটি হল ইডেন গার্ডেন্স। দেশের একাধিক রাজ্যে তিনটি পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে। সেক্ষেত্রে এই স্টেডিয়াম তৈরি হলে ক্রিকেটের দ্বিতীয় ভেন্যু পাবে আমাদের রাজ্য।দেশে প্রথম দিন-রাতের টেস্ট সফলভাবে আয়োজন করার পর সৌরভ গাঙ্গুলি এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, বিরাটরা আরও পিঙ্ক টেস্ট খেলবেন। এছাড়াও বোর্ডকে ঢেলে সাজাতে আরও একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছেন সৌরভ। বিসিসিআইও চাইছে সৌরভকে সভাপতি পদে রেখে দিতে। সেক্ষেত্রে সংবিধানও পাল্টাতেও রাজি বোর্ড। বর্তমানে মাত্র ৯ মাসের জন্য বোর্ড প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সৌরভ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম আফগানিস্তান টেস্ট: ম্যাচ ঘিরে খুঁটিনাটি সব তথ্য

বুধবার লখনউয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরু এক ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামছে আফগানিস্তান। সিরিজের এই ম্যাচ নিয়ে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে।শেষ টেস্ট সিরিজে দুই দলের পারফর্ম্যান্সশেষবার বাংলাদেশকে বাংলাদেশের মাটিতে গিয়ে টেস্টে হারিয়ে এসেছে আফগানিস্তান। অন্যদিকে ঘরের মাঠে ভারতের কাছে ০-২ ব্যবধানে শেষ টেস্ট সিরিজ হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।এবার অবশ্য আফগানিস্তানের হোম গ্রাউন্ড হিসেবে ভারতের লখনউয়ে টেস্ট খেলতে নামছে ক্যারিবিয়ানরা।এক ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আইসিসি”র পয়েন্ট টেবিলের ৮ নম্বর(ওয়েস্ট ওন্ডিজ) বনাম ১০ নম্বর (আফগানিস্তান) দলের ডুয়েলের হাড্ডাহাড্ডি লডাই হবে বলে মনে করছে ক্রিকেটমহল।ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম আফাগানিস্তানের সীমিত ওভারের সিরিজের ফলএর আগে দুই দলের মধ্যে ওডিআই সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল সিরিজ জেতে অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে আফগানিস্তান।

(ত্রিপুরা ভূমি-রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার নিয়মাবলী, ১৯৬১ এর (১৮)(১) বিধি দ্রষ্টব্য)
শ্রী/শ্রীমতি/কুমারী-খোরা কুমার ত্রিপুরা
পিতা/স্বামী-পাখি কুমার ত্রিপুরা
থানা-কুমারঘাট
যেহেতু ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, নিম্ন তপশীলে বর্ণিত সংরক্ষিত/প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন-ভূমিতে আপনি/আপনারা যে বে-আইনী আছেন, অতএব আদেশ করা যাইতেছে যে আগামি ১৯/১১/২০১৯ ইং তারিখে বেলা ১ঘটিকার সময় আপনি/আপনারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে স্বয়ং বা উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইয়া উক্ত বে-আইনী দখলীয় ভূমি হইতে আপনাকে/আপনাদিগকে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৫(১) ধারামতে কেন উচ্ছেদ করা হইবে না তাহার উপযুক্ত কারণ দর্শাইবেন।
নিম্ন স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর ও মোহযুক্ত এই নোটিশ দেওয়া হইল।
দখলকৃত ভূমির বিবরণ :
দাগ নং : ৯২
খাতিয়ান নং : ৪/৩৫
মৌজা : দেও আর এফ
জিলা : ঊনকোটি
ICA/D-1302/2019-20
নেশা শরীর ও সমাজকে ক্ষতি করে আসুন, সুস্থতার দিশা দেখাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে।
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক
কুমারঘাট মহকুমা বনাধিকারিক
কুমারঘাট বনমহকুমা, ঊনকোটি ত্রিপুরা।

Re-auction Notice
No. F. 5-4(5)/SDFO/Seizure/Misc/ABS-2017/10944-81 dated 20/11/2019 invites bid from the bidders/ dealers through action system for sale of seized vehicle over 02(two) Nos. under Ambassa & Salema Range under Ambassa Forest Sub-Division during-2019-20. The auction will be open for the eligible Bidders/ Firms/ Agencies from 04/12/2019 11.00 AM to 05/12/2019 05.00 PM. The detailed terms & condition are available of www.forest.tripura. gov. in and the notice board of this office on working days.
ICA/C-1727/2019-20
দূষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা গড়তে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক আর নয়।
(T.K. Debbarma, TFS)
Sub-Divisional Forest Officer
Ambassa, Dhalai.

Press Notice / Notice Inviting Tender
e-Tenders in two bids system (both Technical & Commercial bid) are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from reputed, experienced, qualified and eligible firms I OEM or authorized dealers / suppliers / contractors for supply, Installation, Testing, Commissioning and Integration of Close Circuit Television (CCTV) Security Surveillance system for use in the model control room at PHQ, Agartala, Tripura.
Estimated cost / tender values Rs.1,39,094/-.
Document Download and Bid Submission End Date & Time 02-12-2019, 1700 Hrs and Bid Opening Date (Technical bid) on 03-12-2019, 1100 Hrs. Financial bids will be opened after evaluation of technical bid. Place of bidding haps:// tripuratenders.gov.in
Bid documents consisting of qualification information and eligibility criteria of bidders: specifications, and the set of terms and conditions of the contract to be complied by the bidder carr be seen in the website https:// tripuratenders.gov.in between 22/11/2019 at1700 hrs. to 02/ 12/2019 at 1700 hrs.
ICA/C-1733/2019-20
Sd/-
Superintendent of Police
(Communication,)
Tripura, Agartala.
সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকল্প একবার প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা।

ধোনির ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে রবি শাস্ত্রী দিলেন বয়ান, জানলে আপনারাও হবে রাগ

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি কবে মাঠে ফিরবেন এই প্রশ্ন এখন উঠে চলেছে। এর মধ্যে ধোনির অবসর তথা তার প্রত্যাবর্তন নিয়ে বেশকিছু আলোচনা লাগাতার চলছে। কিন্তু ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রী এখন ধোনির ভবিষ্যত নিয়ে বড়ো বয়ান দিলেন।জানিয়ে দিই যে ধোনি ইংল্যান্ডে হওয়া বিশ্বকাপের পর থেকে মাঠে নামেননি। তিনি প্রথমে দু মাসের ব্রেক নিয়েছিলেন, কিন্তু পরে এই ব্রেক বাড়িয়ে নিয়েছেন। যদিও গত কিছু সময় ধরে ধোনি ফিরে আসার প্রস্তুতিতে লেগে পড়েছেন। কিন্তু এখনো এটা পরিস্কার হয়নি যে তিনি কোন সিরিজ থেকে মাঠে ফিরবেন।রবি শাস্ত্রী দিলেন বয়ানমহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে বলতে গিয়ে ভারতীয় দলের প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী আইএএনএসকে দেওয়া ইন্টারভিউতে বলেছেন যে,’এটা সবকিছু এই বিষয়ের উপর নির্ভর করবে যে ও কখনো খেলতে শুরু করে আর আইপিএল চলাকালীন কেমন দেখা দেখান। এছাড়াও উইকেটকিপিংয়ে কেমন প্রদর্শন করেন বা সেই সমস্ত উইকেটকিপারের প্রদর্শন কেমন থাকে যাদের ধোনির বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। আইপিএল একটা ভীষণই বড়ো টুর্নামেন্ট প্রমান হতে চলেছে কারণ এটা শেষ টুর্নামেন্ট হবে যার পর প্রায় ১৫ সদস্যের দলের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে’।আইপিএলের ফর্ম থেকে নির্ধারিত হবে ধোনির প্রত্যাবর্তনএর সঙ্গেই রবি শাস্ত্রী বলেছেন যে এমএস ধোনির দলে আসার জন্য আমাদের আইপিএল প্রদর্শন দেখা যথেষ্ট জরুরী। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি আগে বলেন,’ধোনি সেই খেলোয়াড় যে দলে থাকতে পারে আর সম্ভবত নাও থাকতে পারে। এখন চোট বা অন্য কোনো কারণ সেটা আমরা বলতে পারব না।

আমি বলতে চাইব যে আইপিএলের পর আমরা ভালোভাবে জেনে যাব। আমি তো এটাই বলতে চাইব যে কে কোথায় থাকবে এটার অনুমান করার চেয়ে ভালো হবে যে আইপিএলের শেষ হওয়ার অপেক্ষা করা হোক। তারপরই

আপনারা এই স্থিতিতে থাকবেন যে জানতে পারবেন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ১৭জন খেলোয়াড় কারা’।জানিয়ে দিই যে আইপিএল ২০২০ এপ্রিল আর মে মাসে খেলা হবে। গত বছর বিশ্বকাপের কারণে টুর্নামেন্ট মার্চ মাসেই শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে যদি টি-২০ বিশ্বকাপের কথা বলা হয় তো তার শুরু ১৮ অক্টোবর ২০২০ থেকে শুরু হবে, তথা এর ফাইনাল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ১৫ নভেম্বর হবে।

“কলকাতা, তুমি অসাধারণ”! সিরিজ জিতে ইডেনের দর্শকদের কুর্নিশ কিং বিরাটের

ইডেনে পাঁচদিন পুরো খেলা হয়নি ঠিকই। কিন্তু বঙ্গবাসীরা যেটুকু পেয়েছেন সেটাই বা কম কী? প্রাণ ভরে দু”দিন ফ্ল্যাডলাইটের তলায় দেখতে পাওয়া গিয়েছে গোলাপি বলে খেলা। আর যখনই টিম ইন্ডিয়া খেলতে নেমেছে, তখনই মাঠ ভরে সমর্থন উজাড় করে দিয়েছেন দর্শকরা। পুরো কৃতিত্বটাই একজনের প্রাপ্য, তিনি সৌরভ গাঙ্গুলি। আর একটা বিষয় এই টেস্টকে স্মরণীয় করে রেখেছে, তা হল দর্শক আগমন। সওয়া দু”দিন রীতিমতো কানায় কানায় ভর্তি ছিল ইডেন। সবথেকে বড় ধন্যবাদ ইডেনের দর্শকদের জানিয়েছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি।টেস্ট ক্রিকেটকে নতুন করে অক্সিজেন দিতেই এই টেস্ট আয়োজন করেছিলেন বিসিআই সভাপতি। কোনও সন্দেহ নেই, বিরাট-রাহানেরা ভরা স্টেডিয়ামে যেভাবে খেলেছেন, তাতে আগামী দিনে ফের ইডেনে টেস্ট খেলতে চাতকপাখির মতো চেয়ে রইবেন তারা। আর গোলাপি বলের প্রথম টেস্টে নিজের এবং দলের অসাধারণ সাফল্যের পর কলকাতাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিরাট। নিজের ইনস্টাগ্রামে কলকাতা টেস্টের বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেছেন বিরাট। লিখেছেন, ”কলকাতা তুমি অসাধারণ। অনবদ্য খেলেছো ছেলেরা। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।”তবে ইডেনও খালি হাতে ফেরায়নি বিরাটকে।প্রথম টেস্টে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় টেস্টে এসেই নিজের টাচ খুঁজে পেয়ে গিয়েছেন তিনি। দর্শকঠাসা ইডেনে এসেছে বিরাটের অসাধারণ সেঞ্চুরি। বাঁধিয়ে রাখার মতো একের পর এক কভার ড্রাইভ খেলেছেন তিনি। প্রমাণ করেছেন, বলের রং যাই হোক না কেন, তিনি সেরার সেরা। আর নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়, কলকাতায় এই ঐতিহাসিক টেস্ট খেলার পর পরেরবারও এখানে ব্যাট হাতে নামার জন্য প্রাণ আকুপাকু করবে বিরাটের।”

সংবিধান দিবস পালিত রাজ্যেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে ত্রিপুরায়ও সংবিধান দিবস পালিত হয়েছে। ত্রিপুরা সচিবালয়ে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কর্মচারীরা সংবিধানের শপথ নিয়েছেন। এছাড়া ত্রিপুরা হাইকোর্ট এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতের 'সংবিধান দিবস' উপলক্ষ্যে আজ রাজ্য সচিবালয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ কুমার সচিবালয়ের ২ নম্বর কনফারেন্স হল-এ উপস্থিত সকলকে সংবিধানের 'প্রস্তাবনা'র অংশটি পাঠ করান। শপথগ্রহণ পর্বে মহাকরণে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মচারীগণও অংশ নেন। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, বিভিন্ন দফতরের প্রধানসচিব, সচিব ও অন্যান্য আধিকারিকগণ সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' পাঠে অংশগ্রহণ করেন।

এদিকে, সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের অডিটোরিয়ামে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনার বিষয় ছিল 'সোস্যাল লিবার্টি, এ কনস্টিটিউশনাল ড্রিম ফুলফিল্ড?' আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এএ কুরেশি। তিনি আলোচনাচক্রের মূল বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক, ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রদ্যোত ধর, ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পারমিতা ধর। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শংকরকুমার দেব। ত্রিপুরা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করে।

এছাড়া, ধলাই জেলার মানিকভাণ্ডারে ভারতের সংবিধান ও মৌলিক কর্তব্য বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ভারতরত্ন ড় বিআর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ভারতের সংবিধান ও মৌলিক কর্তব্য বিষয়ক এক আলোচনাসভা আজ দুর্গাচৌমুহনি ব্লকের মানিকভাণ্ডার এসবি স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা সভায় ভারতের সংবিধান প্রণয়নে ড় বিআর আম্বেদকরের ভূমিকা ও তার প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন ব্লকের বিডিও রামেশ্বর চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অনাদি সরকার, দুর্গাচৌমুহনি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্পা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস পাল, ব্লকের পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক অরজিত দেববর্মা ও সমাজসেবী শ্যামলকান্তি পাল।

আলোচনা সভার আগে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে এক শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এরারপারে সংস্থাপিত ড় বিআর আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে এসে সমবেত হয়। সেখানে আম্বেদকরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ড় আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করা ছবি ও স্লোগান বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হয়েছে।

ধলাই জেলার বিভিন্ন জায়গায় টাওয়ার বসানোর নামে গণহারে বৃক্ষ নিধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ নভেম্বর।। ধলাই জেলার বিভিন্ন জায়গায়ও চলছে এই টাওয়ার বসানোর কাজ। টাওয়ারের কাজের জন্য কাটা হচ্ছে টাওয়ারের নিচের এবং টাওয়ারের তার যাবার রাস্তার নিচের বিভিন্ন গাছপালা। তবে ধলাই জেলার নেপালটিলার পূর্ব কাঁঠাল ছড়া গাড়ো বস্তির ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের অভিযোগ টাওয়ার বসানোর জন্য তাদের জায়গায় থাকা তাদের প্রচুর রাবার গাছ ধ্বংস করে দিচ্ছে এই টাওয়ার কোম্পানি বিনিময়ে তাদেরকে উপযুক্ত অর্থ প্রদান করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।উল্লেখ্য পাহাড়ি এই এলাকাটিতে বাসিন্দারা রবার চাষের উপরই নির্ভরশীল, এই কাজের উপরই তাদের সংসার প্রতিপালন করে থাকেন তারা।প্রায় আট থেকে দশটি পরিবার প্রতি মাসে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করেন এই রাবার চাষের মাধ্যমে।বর্তমানে তাদের এই রোজগারের পথ বন্ধ করে দিল টাওয়ার নির্মাণ সংস্থা বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

অন্যদিকে অপর এক বাগানমালিক অভিযোগ করেন এই গাছ কাটার জন্য কিছু কিছু বাগান মালিকে নোটিশ দেওয়া হলেও সকলকে নোটিশ দেওয়া হয়নি। টাওয়ার কোম্পানির তরফ থেকে বিনা নোটিশেই রবার গাছ কেটে ফেলেছে টাওয়ার কোম্পানি।গাছ কাটতে বাধা দিলে তাদের বিভিন্ন রকম ভয় ভীতি দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ।তাদের অভিযোগ কোম্পানি থেকে আগে গাছ কাটার জন্য টাকা দেওয়া হবে বলা হয়েছিল কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হয়নি তাদের প্রাপ্য ন্যায্য মূল্য।শুধুমাত্র যে জায়গায় টাওয়ার বসেছে সেখানে কাটা গাছগুলির পয়সা দেওয়া হয়েছে আর বাকিগুলোর পয়সা এখনো পাননি উনারা, একটি গাছের মূল্য কত করে দেওয়া হবে তাও তাদেরকে বলা হয়নি বলে অভিযোগ।

এই টাওয়ার বসানোর জন্য এলাকার রাবার চাষীদের মোট ৩০ থেকে ৩৫ কানি জায়গায় প্রায় আড়াই হাজার রবার **ছয়ের পাতায় দেখুন**

সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সংসদে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ছবি-পিআইবি।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভিত্তিই হচ্ছে সংবিধান : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : অধিকার ও কর্তব্য একই মুদ্রার দুই দিক। অধিকার রক্ষার জন্য কর্তব্য সম্পাদনের গুরুত্ব অপরিসীম বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

মঙ্গলবার ৭০তম সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সেন্ট্রাল হলে অনুষ্ঠিত যৌথ সংসদীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জানিয়েছেন, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভিত্তিই হচ্ছে সংবিধান। ভারতীয় গণতন্ত্র গোটা বিশ্বের নজরে সমীহ আদায় করেছে। সপ্তদশ লোকসভায় ৭৮জন মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়ে আসাটা গণতন্ত্রের জন্য গৌরবজনক সাফল্য। সংবিধানের রচয়িতাদের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে দেশের সাংবিধানিক প্রধান বলেন, ভীমরাও আম্বেদকরের নেতৃত্বাধী খসড়া কমিটি অসাধারণ দূরদর্শিতা, সততা, সাহস, অধ্যবসায় দেখিয়ে সংবিধানের চূড়ান্ত আকার দিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর সাংবিধানিক সভায় নিজের শেষ ভাষণে ভীমরাও আম্বেদকর জানিয়েছিলেন যে, দেশের সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলির আচরণের উপরেই সংবিধানের সাফল্যের নিহিত রয়েছে। সাংবিধানিক নৈতিকতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আম্বেদকর জানিয়েছিলেন, মতাদর্শগত ফারাকের উর্দে ওঠে সংবিধানের প্রতি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে জনাদেশকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই সাংবিধানিক নৈতিকতার প্রতি সৎ থাকা যায়।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, অধিকার এবং কর্তব্য একই মুদ্রার দুই মুখ। ভারতীয় সংবিধান প্রত্যেক জনগণকে মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে বাক এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। পাশাপাশি সার্বজনীন সম্পত্তির সুরক্ষা এবং হিংসার থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। ভয় ও পক্ষপাতিত্বকে পরোয়া না করে সেবার মানসিকতা নিয়ে সাধনা ও সততার সঙ্গে সংবিধানের রচনা করা হয়েছিল। আগামী প্রজন্মকেও এই একই মূল্যবোধের পথিক হওয়াটা জরুরি। প্রত্যেকের আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে এই আদর্শগুলিকে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করা উচিত। বিগত ৭০ বছর ধরে ভারতীয় সংবিধান যে মূল্যবোধ গড়ে তুলেছে এবং সমীহ আদায় করেছে তার পুরো কৃতিত্ব দেশবাসীর। সংসদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির প্রত্যেকেই মহিলা। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সংবিধানই হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন। আর এই সংবিধানই প্রত্যেক দেশবাসীদের পথ দেখাবে। রাষ্ট্রের তিনটি ক্ষেত্র মধ্যে রয়েছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, আমলাতন্ত্র এবং সাধারণ নাগরিক সবারই সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত। ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংবিধানের মূল স্থপতিকার ভীমরাও আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে সিদ্ধান্ত নেয় যে ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করা হবে। সেই মত এদিন সংবিধান দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দেশের তথা সমাজের মধ্যে সাম্য ভাবনা বিস্তারে সংবিধানের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা মনে করিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, সমাজে সাম্যের পরিবেশ তৈরি করার নীতিগুলি সংবিধানের মধ্যেই রয়েছে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যুগান্তকারি পরিবর্তন এসেছে দেশে। যে কোনও সমস্যার সমাধান ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে রয়েছে।

সংবিধানে বর্ণিত অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, মানবতার ভাবনাকে পাথেয় করে উন্নয়নের কাজ করে যাওয়া একজন নাগরিকের কর্তব্য। সংবেদনশীল থেকে সেই কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। ভারতীয় সংবিধানের উদাহরণ গোটা বিশ্বে দেওয়া হয়। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে ৬১ কোটি মানুষ ভোট দিয়েছে। এদিন যৌথ সংসদীয় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইনা নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কর্তব্যই নাগরিকদের আধিকার রক্ষা করে, সংবিধান দিবসে সংসদের সেন্ট্রাল হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): কর্তব্যই নাগরিকদের আধিকার রক্ষা করে। সংবিধান দিবস উপলক্ষে সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে অনুষ্ঠিত উভয় কক্ষের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ।

ভারতীয় সংবিধানের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে আয়োজিত সংসদের উভয় কক্ষের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, নতুন ভারত গঠনের জন্য নাগরিকদের যে কোনও কাজ করার সময় কর্তব্যের উপর জোর দেওয়া উচিত উ কারন কর্তব্যই নাগরিকদের আধিকার রক্ষা করেউ তিনি বলেন, আমাদের সংবিধান সবচেয়ে বড় ও পবিত্র গ্রন্থ । এটি এমন একটি গ্রন্থ যেখানে আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের মর্যাদার সমাবেশ ঘটছে উ এছাড়া সমস্ত সমস্যার সমাধানও রয়েছে এখানে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধানের আসল শক্তি দেশের নাগরিকরা। এটিই সংবিধানের অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্য। বিশ্ব গণতন্ত্রে ভারতীয় সংবিধানকে সেরা হিসাবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, এটি নাগরিকদের কেবল তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন রাখে তা নয়, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন রাখে। তিনি সকল নাগরিককে দায়িত্ব পালনের জন্য সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের নতুন নির্মাণে এগিয়ে এসে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। নরেন্দ্র মোদী বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকের উচিত তাদের প্রতিটি কাজ এবং বার্তালাপের কেন্দ্রবিন্দুতে কর্তব্য পালনের বিষয়টি থাকা উচিত। দেশের গর্বিত নাগরিক হওয়ার জন্য প্রত্যেককের এটা চিন্তা করা উচিত যে, তাদের কর্মের মাধ্যমে কীভাবে দেশকে আরও শক্তিশালী করা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সংবিধানের ভাবনা অটল এবং অটল আছে। এমনকি এরকম কিছু চেষ্টা করা হলেও, দেশবাসী তাদের একত্রে ব্যর্থ করেছে এবং সংবিধানে কোনও প্রভাব পড়তে দেয়নি।

প্রধানমন্ত্রী এদিন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মাওলানা আবদুল কালাম আজাদ এবং সুচেতা কৃপালানীকে স্মরণ করে সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিকে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আজকের দিনটি একটি ঐতিহাসিক দিন। এমনকিছু দিন এবং উপলক্ষ্য আছে যা আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে জোরদার করে। আমাদের আরও ভাল কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

রাজভবনে পালিত হল সংবিধান দিবস

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : উচিত অনুচিতের সীমারেখা, দায়িত্বের প্রকৃতি এ সবের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজভবনে সংবিধান দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে এ কথা বলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঞ্জীববাবু বলেন, দায়িত্ব পালন একজন নাগরিকের অধিকার। কেউ দায়িত্ব পালন করতে চাইলে তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত তৈরি করা উচিত সরকারেরই। রাজ্য ও রাজ্যপালের বর্তমান সম্পর্কের নিরিখে বিচারপতির এই মন্তব্যের বিশেষ অর্থ আছে বলে মনে করছেন অনেকে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে কলকাতা ও বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি নবতীপর চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় স্বাধীন ভারতের সংবিধানের রূপরেখা তৈরি এবং তার প্রকাশ নিয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি জানান, ভারতের সংবিধানের একটা বিশেষ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে। সময়োপযোগী করে তুলতে পর্যায়ক্রমে দু'শোর ওপর সংশোধন হয়েছে এর।

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর তাঁর ভাষণে বলেন, এর আগেও এই রাজভবনে একবার সংবিধান দিবস পালিত হয়েছে। শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রণ পেয়ে আমাকে বিধানসভায় যেতে হয়েছিল। এবারের সংবিধান দিবসের একটা আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, এই সংবিধানের মাধ্যমেই ৩৭০ ধারার বিলোপ করে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করা গিয়েছে। সর্দার প্যাটেলের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ পেয়েছে। এ ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের কথা ভুললে চলবে না।

এ দিন বিধানসভায় সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানের প্রথমার্দে বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান বক্তৃতা দিতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়ার্দরে অনুষ্ঠান বয়কট করেন কংগ্রেস ও বাম বিধায়করা। কিন্তু রাজভবনের অনুষ্ঠানে তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দেওয়ায় রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানান মান্নান। এখানে আমন্ত্রিত হলেও উপস্থিত ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, "কেন এলেন না, সেটা আমি বলতে পারব না।" রাজ্যপালকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে বলেন, "আজ সংবিধান দিবস। আজ কিছু বলব না।"

অনুষ্ঠান শেষে রাজ্য বিধানসভায় সংবিধান দিবসকে প্রহসন বলে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন আব্দুল মান্নান ও সুজন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রুমা পাল, সমরাদিত্য পাল সহ কিছু বিশিষ্ট বিচারপতি, বিশ্বভারতী ও অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপাচার্য, সেনাবাহিনীর স্থল-জল-বায়ু তিন শাখার আঞ্চলিক প্রধানরা। এ ছাড়া কিছু শিক্ষাবিদ, ডাকবিভাগ, পূর্ব রেল, দক্ষিণ পূর্ব রেল, সিআরপি, দূতাবাস প্রভৃতির কিছু আধিকারিক এবং কংগ্রেস ও সিপিএমের কিছু বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানশেষে সমরাদিত্য পালের লেখা একটি বই প্রকাশ করেন রাজ্যপাল ধনকর এবং চিত্ততোষবাবু।সমাপ্তিভাষণ দেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সতীশ তিওয়ারি। অনুষ্ঠানশেষে কলকাতা পুলিশের ব্যান্ডে পরিবেশিত হয় জাতীয় সঙ্গীত।

সংসদের যৌথ অধিবেশন বয়কট কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের মহারাষ্ট্র ইস্যুতে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): সংবিধান দিবসে সংসদের যৌথ অধিবেশন বয়কটের ডাক আগেই দিয়েছিলেন বিরোধীরাউ সেই মতো মঙ্গলবার সংসদের যৌথ অধিবেশন বয়কট করলেন কংগ্রেস, শিবসেনা-সহ বিরোধী সাংসদরা। সংসদের যৌথ অধিবেশন বয়কট করে, সংসদ **ছয়ের পাতায় দেখুন**

ভারত থেকে ভোট ব্যবস্থাপনায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেবে বাংলাদেশের ইসি

মনির হোসেন, ঢাকা, ২৬ নভেম্বর।। নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা বাড়াতে কর্মকর্তাদের ভারতে উচ্চতর প্রশিক্ষণে পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২ থেকে ৫ ডিসেম্বর একটি উচ্চ পর্যায়ের টিম দিল্লিতে অবস্থান করবে।

ইসির অতিরিক্ত সচিব মো. মোখলেছুর রহমানে নেতৃত্বে ওই টিমে রয়েছেন 'স্ট্রেনদেনিং অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ইলেকশন কমিশন সেক্রেটারিয়েট-এসসিডিইসিএস' প্রকল্পের উপ-প্রধান মো. সাইফুল হক চৌধুরী।তিনদিনের প্রশিক্ষণটি দেবে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট (আইআইআইডিইএম)। প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় বহন করা হবে এসসিডিইসিএস প্রকল্প থেকে।

কর্মকর্তারা জানান, উর্ধতন এই কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে অন্য কর্মকর্তাদের দেশেই প্রশিক্ষণ দেবেন। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় ইসিকে শক্তিশালীকরণ ও দক্ষতা বাড়ানোর ওপর প্রশিক্ষণ নেবেন তারা।এর আগেও ভারত থেকে ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, ভোটার তালিকা কার্যক্রম, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের ব্যবহারসহ নানা বিষয়ে জ্ঞান নিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। ইসির সহকারী সচিব ফাহমিদা সুলতানা স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত চিঠি ইতিমধ্যে চিফ অ্যাকাউন্ট অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।

বর্ডার গোলচক্করে ফেন্সিডিল উদ্ধার ফেরার পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। রাজধানীর বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় ফেন্সিডিল পাচারের সময় বেশকিছু পরিমাণ ফেন্সিডিল আটক করতে সক্ষম হয়েছেন স্থানীয় জনগণ। অভিযুক্ত বাইক ও ফেন্সিডিল ফেলে পালিয়ে গেছে। সেখান থেকে বাইক ও ফেন্সিডিল উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার ও প্রশাসনের কঠোর মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাংশ পাচারকারী ফেন্সিডিল সহ অন্যান্য নেশা সামগ্রী পাচার অব্যাহত রেখেছে। মঙ্গলবার বর্ডার গোলচক্কর এলাকার লোকজনরা একটি বাইক আটক করে প্রচুর ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছেন। বাইক ফেরে পাচারকারীরা পালিয়ে গেছে। পলাতক পাচারকারীরা হল গিয়ামউদ্দিন ও সাবিরউদ্দিন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আটক করা বাইক ও ফেন্সিডিল পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় যুবকরা জানায় ওই এলাকা দিয়ে কোন ধরনের নেশা সামগ্রী পাচার করতে দেওয়া হবে না। প্রসাসনকে এ ব্যাপারে তারা সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ বর্ডার গোলচক্কর এলকায় ছুটে যায়। সেখান থেকে ফেন্সিডিল ও বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের আটক করতে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

সাইবার ক্রাইমে প্রতারিত জনগণকে টাকা ফেরত দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান সরকার এর পুলিশ প্রসাসন ও সাইবার ক্রাইম শাখা ভালো কাজ করছে। বহির্রাজ্য থেকে বিভিন্ন কোম্পানি এসে ত্রিপুরা রাজ্যের গবীর শ্রেণির মানুষের টাকা আত্মসাত করার চেষ্টা করতে চেয়েছিল এক জালিয়াতি সংস্থা । কিন্তু রাজ্য পুলিশ প্রশাসন ও সাইবার ক্রাইম শাখার কারণে জন সাধারণ না পাওয়া টাকা আবার ফেতর পেতে চলেছে। মঙ্গলবার আগরতলায় এ ডি নগর সাইবার ক্রাইম শাখায় বিভিন্নভাবে প্রতারিত মোট ১৫ জন এর হাতে **ছয়ের পাতায় দেখুন**

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।